উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৭ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 3 September 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 107 JAL

বিশদে এগারোর পাতায়

প্যারালিম্পিকে সোনা সুমিতের

বারোর পাতায়

দুর্নীতির মামলায় ধৃত সন্দীপ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : কলকাতার পুলিশ কমিশনারের পদত্যাগের পাশাপাশি আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের দাবিতে রাস্তায় বসেছিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সেই আবহে সোমবার গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। গত ১৫ দিনের মতো সোমবার তিনি সকালে হাজির হয়েছিলেন সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দপ্তরে। সন্ধ্যার পর তাঁকে হঠাৎ দপ্তরের পিছনের দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়।

শেষপর্যন্ত নিজাম প্যালেসের দপ্তরে নিয়ে গিয়ে সিবিআই জানায়, গ্রেপ্তার করা হয়েছে সন্দীপকে। আরজি কর মেডিকেলে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা গ্রেপ্তার করেছে। এই গ্রেপ্তারির খবর পেয়ে লালবাজারের কাছে অবস্থানরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। সিবিআইকে ধন্যবাদ দিয়ে তাঁরা বলতে থাকেন, প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করুক।

তবে শুধু সন্দীপ নয়, সোমবার রাতে দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয় আরও তিন জন। এঁদের মধ্যে আফসার আলি ছিলেন সন্দীপের নিরাপত্তারক্ষী। অন্য দুজনের নাম সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহ। বিপ্লবের সংস্থা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করে। তাঁর সংস্থা হাসপাতালে টিনের প্লেটে নম্বর কিংবা বেডে নম্বর লেখার বরাত পেত। হাওড়ার সাঁকরাইলে গত সপ্তাহে সিবিআই হানা দিয়েছিল।

৫ সেপ্টেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যু সংক্রান্ত মামলার শুনানি রয়েছে। ওইদিন সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্টে সন্দীপ সম্পর্কিত তথ্য থাকবে বলে এখন আশা করছে বিভিন্ন মহল। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপকে সোমবার দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। কিন্তু তিনি বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান। তাঁর সামনে নির্দিষ্ট কিছু তথ্য তুলে ধরা সত্ত্বেও।

সেই সম্পর্কিত রিপোর্ট কলকাতার তদন্তকারীরা পাঠানোর পর সন্ধ্যায় দিল্লিতে সিবিআইয়ের সদর দপ্তর থেকে গ্রেপ্তার করার সবুজ সংকেত আসে। এরপর নিজাম প্যালেসে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে। রাজ্য সরকার বা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিকে দলের সবাইকে সংযত হতে বলেছেন। যাতে কেউ ডাক্তারদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য না করেন।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'কারও বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে সিবিআই তাঁকে গ্রেপ্তার করতেই পারে। এতদিন কেন গ্রেপ্তার করেনি, সেটাই বরং প্রশ্ন।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য, 'কাঙ্ক্ষিত গ্রেপ্তার। খুনের মামলায় গ্রেপ্তার হবে কি না, জানি না।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর মতে, 'এটা স্বাভাবিক ঘটনা। আরও আগে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। তবে তথ্যপ্রমাণ লোপাটে যারা যারা যুক্ত, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে।' প্রাথমিকভাবে ওই মেডিকেলের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর জন্য জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। কিন্তু হাইকোর্ট গত ২৪ অগাস্ট আরজি করের দুর্নীতির তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে দেওয়ার পর সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদের ফোকাস বদলে যায়। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বাড়িতে তল্লাশিও করে সিবিআই।

ইতিমধ্যে শুধু জুনিয়ার ডাক্তাররা নন, বাংলার বিভিন্ন মহল সন্দীপের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছিল।

এরপর দশের পাতায়

জালে আরও তিন

আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাচ্ছেন সিবিআই আধিকারিকরা।

> মিডল স্টাম্প উড়ে গেল। এরপর কী?
>
> **সুখেন্দুশেখর রায়**
> *তৃণমূল সাংসদ ও জাগো বাংলার সম্পাদক*

সেদিন সকালে আরজি করে যাননি, দাবি

ভোটের জন্যই বিতর্ক : সুশান্ত

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের পর বিতর্কে জড়িয়েছেন চিকিৎসক সুশান্তকুমার রায়। তিনি দাবি করেন, আরজি করে ওইদিন সকালে তিনি যাননি। বিকেলে গিয়েছিলেন। অথচ তাঁকে ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে এর পিছনে রয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের বেঙ্গল শাখার নির্বাচন। সেই কারণেই ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবি বলেও কিছু নেই বলে তিনি দাবি করেছেন। দীর্ঘদিন চুপ থাকার পর সোমবার মুখ খুলেছেন সুশান্ত। তিনি বলেন, 'মেডিকেল কাউন্সিল থেকে পাঠানো হয়েছিল। তাই সেদিন আরজি করে গিয়েছিলাম বিকেল ৪টে নাগাদ। ছিলাম তো অনেক পেছনে। তখন 'ম্যাজিস্ট্রেট এনকোয়েস্ট হচ্ছিল'।

আরজি করের ঘটনার সঙ্গে তাঁর নাম জড়ানো নিয়ে প্রশ্ন করতেই তাঁর সোজাসাপটা উত্তর 'সামনে ইন্ডিয়ান মেডিকেল কাউন্সিলের বেঙ্গল শাখার নির্বাচন রয়েছে। একাংশ চিকিৎসক আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য আমার সম্পর্কে আজেবাজে কথা রটাচ্ছেন।' সুশান্ত জানিয়েছেন জলপাইগুড়ির বাড়িতেই তিনি আছেন। সকালে রোগী দেখছেন।

জলপাইগুড়ি বিডিও অফিসের মোড় থেকে পাহাড়পুর যাওয়ার রাস্তায় তিস্তা পর্যটক আবাস পার হওয়ার পরেই রাস্তার বাঁ দিকে সুশান্তর বাড়ি। এদিন বিকেল তখন সাড়ে চারটে। বাড়ির গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভেতরে থাকা কুকুরটি চিৎকার করে উঠল। পোষ্যর চিৎকার শুনে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন এক ব্যক্তি। গেটের ভেতর থেকে ওই ব্যক্তি আসার কারণ জানতে চাইলেন। ডাক্তারবাবু বাড়িতে আছেন কি না প্রশ্ন করতেই ওই ব্যক্তির উত্তর 'উনি বিশ্রাম করছেন'। আরও জানালেন, 'তিন বছর হয়ে গিয়েছে স্যর বিকেলে রোগী দেখেন না। ওঁকে দেখাতে হলে সকাল সাড়ে নয়টায় আসতে হবে।' মঙ্গলবার সকালে রোগী দেখবেন কি না প্রশ্ন করতেই তাঁর উত্তর, 'আজও দেখেছেন, কালও দেখবেন।' সুশান্তর বাড়ির সামনের এক দোকানে প্রতিবেশী একজন চা খাচ্ছিলেন। নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে কথা বলতে দেখে প্রতিবেশীর উক্তি, 'আগে ওঁর কাছে অনেক রোগী আসত। সকাল বিকেল রোগীদের ভিড় থাকত। কিন্তু এখন তেমন রোগীর ভিড় চোখে পড়ে না।' আপনারা কি ডাক্তারবাবুকে এখন দেখতে পান? উত্তরে ওই ব্যবসায়ী বলেন, 'মাঝেমধ্যে ওঁর গাড়ি বের হয়। কিন্তু গাড়িতে উনি থাকেন নাকি শুধু ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে যান সেটা বলতে পারব না।' রোগী কম আসার প্রসঙ্গে সুশান্তর উক্তি, 'এক সময় প্রচুর দেখেছি। এখন মেডিকেল কাউন্সিলের কাজে প্রাতি মাসের শুরুতেই ৭ থেকে ১০ দিন কলকাতায় থাকি। এরপর ফিরে এসে আশপাশের জেলাতেও কাউন্সিলের কাজে যেতে হয়। এসবের পর ওই সকালের দিকে কিছু রোগী আসেন, তাঁদের দেখি। আর আমাকে এলাকার লোক কম দেখেন কারণ আমি খুব প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বের হই না।' আরজি কর কাণ্ডে তাঁকে সিবিআই ডাকতে পারে এমনটা শোনা যাচ্ছে? সুশান্ত অবশ্য বলছেন, 'আবারও বলছি এগুলো ওই একটাই কারণে আমার ভাবমূর্তি খারাপ করা জন্য রটানো হচ্ছে।' আরজি কর কাণ্ডের পর উত্তরবঙ্গ লবির নেপথ্যে সুশান্ত রায়ের নাম উঠছে।

এরপর দশের পাতায়

নিঝুম সুশান্ত রায়ের বাড়ি সংলগ্ন এলাকা। সোমবার জলপাইগুড়িতে।

সন্দীপ গ্রেপ্তার হওয়ার পর জুনিয়ার ডাক্তারদের উল্লাস। সোমবার কলকাতায়।

কথায় কথায়

সব দল বৃত্তের বাইরে, প্রতিবাদ অরাজনৈতিক

আশিস ঘোষ

সত্যিই এ এক অদ্ভুত সময়। এলোমেলো, উদ্ভ্রান্ত, ক্রুদ্ধ। তবু এর আগে এতটা সংযত বিক্ষোভ, তার এত ব্যাপ্তি কখনও দেখেনি এই বাংলা। রোজই আড়েবহরে বেড়ে চলেছে প্রতিবাদের মিছিল। কোনও রাজনৈতিক দলের ডাকে নয়, কোনও নেতার বাণী শুনে নয়, যেন নিজেদের বিবেকের টানে রাস্তায় নেমে এসেছে গোটা শহর। রাজধানী থেকে গ্রাম তস্য গ্রামে 'বিচার চাই' লেখা পোস্টার হাতে বেরিয়ে পড়েছেন মেয়েরা, ছাত্রী থেকে গৃহবধূ, আট থেকে আশি সক্কলে। পা মেলাচ্ছেন পুরুষরাও।

এই আশ্চর্য প্রতিবাদের কোনও রং নেই। কোনও একটা দলের মার্কামারা পতাকা নেই। থাকার মধ্যে আছে জাতীয় পতাকা। কবিরা কবিতা লিখছেন, গান বাঁধছেন গায়করা, ছবি আঁকছেন শিল্পীরা, চলছে পথনাটক, তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন স্লোগান। আর মুখে মুখে ঘুরছে একটাই দাবি, খুনি-ধর্ষকের ফাঁসি চাই। যেন অনেক দিনের জমে থাকা ক্ষোভের উদ্গিরণ। অধৈর্য মানুষ এখনই বিচার চান। প্রচলিত আশ্বাস আর বিচারে তাঁদের আস্থা টলে গিয়েছে।

আর আস্থা হারিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। এতদিন ধরে চলা গণবিক্ষোভে হাজার চেষ্টা করেও মাথা গলাতে পারেনি তারা। অথচ বেলা বয়ে যায় ঠাহর করে দিল্লির দাদাদের নির্দেশে একটা নবান্ন চলো ডাক দিয়ে লোকের সমর্থনের চেয়ে বিরক্তিই বেশি উৎপাদন করেছে বিজেপি। আগেকার ফর্মুলা ফেল করেছে তাদের। তারও পরে বাংলা বনধের তামাদি হয়ে যাওয়া

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বিজেপির অভিযানে চূড়ান্ত ভোগান্তি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : বিজেপির জেলা শাসকের দপ্তর অভিযানকে কেন্দ্র করে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রেজিস্ট্রি অফিস, মহকুমা শাসক এবং বন দপ্তর ও জেলা শাসকের দপ্তরে আসা সাধারণ মানুষকে সোমবার ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয়। এদিন সাড়ে ১০টার পর থেকেই পিডব্লিউডি মোড় থেকে তিস্তা উদ্যানের সামনে দিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে যাওয়ার রাস্তাটা সাধারণ মানুষের চলাচল পুলিশের তরফে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। জেলা শাসকের বাংলোর পেছন দিয়ে বাঁধের রাস্তা ধরে জুবিলি পার্ক দিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরের যাওয়ার রাস্তাটাও নিরাপত্তার কারণে সাধারণ মানুষের যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে জেলা শাসক দপ্তর সহ ওই চত্বরে আসা মানুষগুলোকে এদিন দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

অন্যদিকে, এদিন বিজেপির মিছিল আটকানোর জন্য পুলিশের তরফে শক্তপোক্ত লোহার ব্যারিয়ার দিয়ে প্রায় ১০ ফুট উঁচু করে পুলিশ সুপারের দপ্তরের ঠিক আগেই রাস্তা আটকে দেওয়া হয়েছিল। ফলে এদিন ওই পর্যন্ত এসেই বিজেপির মিছিল আটকে যায়। বিজেপি সমর্থকরা অনেক চেষ্টা করেও সেটা ভাঙতে বা টপকাতে পারেননি। সেখানে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি পুলিশকে লক্ষ্য করে বিজেপি সমর্থকদের তরফে জলের বোতল ছুড়তে দেখা গিয়েছে। প্রায় ৪৫ মিনিট সেখানে বিক্ষোভ দেখানোর পর বিজেপি সমর্থকরা ফিরে যান।

> পুলিশকে লক্ষ্য করে জলের বোতল

বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়, বিধায়ক পুনা ভেংরা সহ অন্যান্যরা এদিনের বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। এদিনের জেলা শাসক দপ্তর অভিযান প্রসঙ্গে বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলেন, 'এটা আমাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি। আমরা ইচ্ছে করলেই ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই পারতাম। কিন্তু আমরা তৃণমূল কংগ্রেস নই। বিজেপি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বিশ্বাসী। আমাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি সফল হয়েছে।'

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানাতে এদিন রাজ্যজুড়ে ছিল বিজেপির জেলা শাসক দপ্তর অভিযান ছিল। জলপাইগুড়িতেও এদিন এই অভিযান ছিল। এদিন বেলা ২টো নাগাদ কংগ্রেসপাড়ার মাঠ থেকে বিজেপির মিছিল শুরু হয়। মিছিলে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের সমাগম হবে বলে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব আগেই দাবি করেছিল। কিন্তু এদিন মিছিলে প্রায় এক হাজার সমর্থক এসেছিলেন। পিডব্লিউডি মোড় ঘুরে যখন পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে মিছিল এসে পৌঁছায় তখন প্রায় ৩টে বাজে। এদিন মিছিল আটকাতে ১০ ফুট উচ্চতার লোহার ব্যারিকেডের ভিতরের দিকে বিশাল পুলিশবাহিনী ছিল। বিজেপির বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য জেলার প্রায় প্রতিটি থানা থেকে অফিসার এবং কনস্টেবলদের নিয়ে আসা হয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য জল ঘণ্টা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : জেলায় প্রথম বারোঘরিয়া বটতলি স্বর্ণময়ী প্রাথমিক স্কুলে চালু হল জল ঘণ্টা। দিনে দুইবার অ্যালার্ম বাজবে স্কুলে, ঠিক তখনই পড়ুয়ারা পানীয় জল খাবে। জল মানবজীবনে অত্যাবশ্যকীয়, কিন্তু পড়ুয়ারা স্কুলে পঠনপাঠন ও খেলাধুলোর সময় ঠিকঠাক জল পান করে না, তাই স্কুলেই জলপানের জন্যে সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এর উদ্বোধন করেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ, স্কুলে পঠনপাঠন বা খেলাধুলো চলাকালীন পড়ুয়ারা জলপানের প্রতি বিশেষ নজর দেয় না। এতে ভবিষ্যতে নানা রোগব্যাধির সম্ভাবনা থেকে যায়। সবটা ভেবেই স্কুলে পানীয় জল পানের জন্যে পড়াশোনার ফাঁকেই ক্লাসঘরে বেলা ১১টা ৫৮ মিনিট ও ১টা ১৮ মিনিটে জলপানের সময় ঠিক করা হয়েছে। স্কুলের টিচার ইনচার্জ জয় বসাক বলেন, 'স্কুলের দুই প্রান্তে দুটি অ্যালার্ম বেল বসানো হয়েছে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় হলেই কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা অ্যালার্ম বাজিয়ে দেবেন এবং সেই সময় ধরেই পড়ুয়ারা পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করবে।' এদিন শিশুদের কাছেও জল ঘণ্টা বিষয়টিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রতিটি পড়ুয়ার নাম লেখা জলের বোতল উপহার হিসেবে তুলে দিয়েছে। পড়ুয়ারা উপহার পেয়ে খুব খুশি। এবার থেকে নতুন নাম লেখা বোতলে স্কুলের ক্লাসঘরে বসে নির্দিষ্ট সময়ে জল পান করতে পারবে তারা।

চিকিৎসকরা স্কুলের উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। ডাঃ প্রণয় দাস বলেন, 'শিশুদের গড়ে দুই থেকে আড়াই লিটার এবং বয়স্কদের গড়ে ৩ থেকে চার লিটার জল খাওয়া প্রয়োজন। আর পর্যাপ্ত জল পান করলে নানা ধরনের সংক্রমণ, হজম, ডিহাইড্রেশন সহ একাধিক রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। পর্যাপ্ত জল পান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' এর আগেও এই বিদ্যালয় স্কুলের বাচ্চাদের জন্যে কিউআর কোডের মাধ্যমে পাঠরত বইয়ের বন্দোবস্ত সহ একাধিক উদ্যোগ নিয়েছিল।

এরপর দশের পাতায়

বারোঘরিয়ার স্কুলে পড়ুয়াদের জলের বোতল উপহার দিচ্ছেন পরিদর্শক।

শুশ্রূষায় সুস্থ 'অনাথ' শিশু

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২ সেপ্টেম্বর : জন্মের সময় ওজন মাত্র ৮০০ গ্রাম ছিল। সাড়ে তিন মাস হাসপাতালে থাকার পর সেই শিশুর ওজন ১ কেজি ৯৪০ গ্রাম হল। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের পাশাপাশি এই সাফল্যের পিছনে বড় ভূমিকা এসএনসিইউ ইউনিটের রয়েছে। এসএনসিইউয়ের নার্সের প্রচেষ্টায় যে নবজাতক কন্যাটি সুস্থ হয়ে উঠেছে তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে। তবে বাড়ির লোকের খোঁজ না পাওয়ায় সোমবার ওই শিশুটিকে আলিপুরদুয়ার জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল সূত্রে খবর, গত ২০ মে জেলা হাসপাতালে অনু মহান্ত নামে এক মহিলা ভর্তি হন। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে ওই মহিলা আরও কয়েকজনের সঙ্গে থাকতেন বলে হাসপাতালে জানানো হয়। তাঁর আসল বাড়ি কোথায় তা জানা যায়নি। ২০ মে ওই মহিলা একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন। তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগে জন্ম হওয়ায় শিশুটির ওজন ৮০০ গ্রাম ছিল। যে কারণে শিশুটিকে জেলা হাসপাতালের এসএনসিইউতে রাখা হয়েছিল। তিনদিন পর ওই মহিলা হাসপাতাল থেকে ছুটি হয়ে যায়। তবে নবজাতককে সুস্থ করার জন্য তার চিকিৎসা চলতে থাকে। সামান্য সুস্থ হওয়ার পর তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কেউ আসেনি বলে অভিযোগ। এসএনসিইউ সিস্টার ইনচার্জ চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'এত ছোট বাচ্চার মায়ের প্রয়োজন হয়। মাতৃদুগ্ধ প্রয়োজন ছিল সেটা পায়নি।'

> সাড়ে তিন মাস আগে হাসপাতালে ওই বাচ্চাটির জন্ম হয়। বাচ্চাটির মায়ের ছুটি হওয়ার পর সে আর বাচ্চার খোঁজ করেনি। বাড়ির লোকের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করা হলেও তারা কেউ আসেনি। নার্সারাই বাচ্চাটিকে সুস্থ করে তুলেছে।
>
> -ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল সুপার, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল

এসএনসিইউতে প্রথমদিন তাকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়। এরপর চারদিন সিপ্যাপে রাখা হয়। এছাড়া রক্তে হিমোগ্লোবিন কম থাকায় একবার রক্ত দেওয়া হয়। ১০০ দিনের বেশি সময় এসএনসিইউতে থাকার পর অনামিকা সুস্থ হয়ে ওঠে। তাঁর বাড়ি থেকে যে নম্বর দেওয়া হয় সেটায় যোগাযোগ করলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলা হয় বাচ্চার মা মারা গিয়েছেন। পরিবারের লোক হাসপাতালে আসবে বলেও আসেনি। আলিপুরদুয়ার জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান অসীম ঘোষের বক্তব্য, 'শিশুকন্যাটিকে কেউ দত্তক নেবেন কি না সেটাও দেখা হচ্ছে। সরকারি পোর্টালে সেই তথ্য দেওয়া হবে।'

পাশের হার হ্রাস সিবিসিএস কোর্সে

চিন্তিত পিবিইউ কর্তৃপক্ষ

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২ সেপ্টেম্বর : স্নাতক স্তরে নতুন পদ্ধতি চালু হতেই কদর কমেছে সিবিসিএস পদ্ধতির প্রোগ্রাম কোর্সগুলির। ফলে প্রতি বছরই কমছে প্রোগ্রাম কোর্সে পাশের হার। অনেকেরই বক্তব্য, নতুন শিক্ষানীতি অনুযায়ী সিলেবাস, সিমেস্টারভিত্তিক ক্লাস নেওয়া, সেই শিক্ষানীতি অনুসারে কাজকর্ম করা নিয়েই অধ্যাপকরা বেশি চিন্তিত। কিন্তু এর মাঝে তারা ভুলেই যাচ্ছে, এখনও সিবিসিএস ব্যবস্থাপনার প্রোগ্রাম কোর্সে হাজারখানেক পড়ুয়া রয়েছে কলেজগুলিতে। তাঁদেরও নিয়মমাফিক ক্লাস করানো দরকার। ফলে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে অবহেলিত হচ্ছে পুরোনোরা। যার দরুণ প্রতি বছরই কমছে প্রোগ্রাম কোর্সে পাশের হার।

তথ্য বলছে, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিতে ২০২১ সালে প্রোগ্রাম কোর্সে ৯৯.৪২ শতাংশ পড়ুয়া পাশ করেছিল। ২০২২ সালে সেই হার দাঁড়িয়েছিল ৯২.৫৩ শতাংশতে। গতবছর পাশের হার এসে ঠেকেছে একেবারে অর্ধেকে। ২০২৩ সালে প্রোগ্রাম কোর্সে ৫৪.৬৩ শতাংশ পড়ুয়া পাশ করলেও চলতি বছর সেই ফলাফল আরও আশঙ্কাজন। এবছর পিবিইউয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলিতে প্রোগ্রাম কোর্সে পাশ করেছে ৪৪.৬৭ শতাংশ পড়ুয়া। এই পাশের হার ক্রমাগত কমতে থাকায় চিন্তায় পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহ শিক্ষামহল। প্রসঙ্গত, গতবছরের তুলনায় অনার্সেও পাশের হার এবছর কিছুটা কমেছে।

এবিএন শীল কলেজের অধ্যক্ষ নিলয় রায়ের কথায়, 'প্রোগ্রাম কোর্সে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হলেও সেই কোর্সের প্রতি তাদের যথেষ্ট অনীহা রয়েছে। তারা পড়াশোনাতেও মনোযোগ দেয় না। কিন্তু রেজাল্টটা আরও ভালো হওয়া উচিত ছিল। পড়ুয়ারা প্রায় সব পরীক্ষাই করোনা পরিস্থিতি কেটে যাওয়ার পরে দিয়েছে। তাও যখন ফলাফল আশানুরূপ হল না তাই আগামী বছরও প্রোগ্রাম কোর্সে ফল খারাপ হওয়ারই আশঙ্কা রয়েছে।'

বনোন্নয়নে যৌথ প্রয়াস ভারত-ফ্রান্সের

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : বন্যপ্রাণীর বাসস্থান থেকে হাতির করিডরের উন্নতি। ইকো পর্যটন থেকে বন্যপ্রাণী স্কোয়াডগুলির পরিকাঠামোর উন্নতি, মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত আটকানো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন দপ্তরকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এল ফ্রান্স সরকার। নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ভেতরে এবং জঙ্গলের বাইরে একগুচ্ছ উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের তৎপরতা শুরু করল দুই দেশের সরকার। ২৮ অগাস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ফ্রান্স সরকারের একটি প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় আধিকারিকদের নিয়ে উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ শাখার আধিকারিকরা পাঁচদিন ধরে দুই জাতীয় উদ্যানের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠক করে প্রতিনিধিদলটি। বন দপ্তর নিজেরা কোথায় কী পরিকল্পনা নিয়েছে, সেটা সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়েছে। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'দুটি জাতীয় উদ্যানকে নিয়েই আমাদের প্রস্তাবিত পরিকল্পনার ব্যাপারে ফ্রান্সের প্রতিনিধিদলকে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে।'

এই পরিকল্পনায় বনবাসীদের নিয়ে বন দপ্তরের গঠিত যৌথ বন পরিচালন কমিটিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। নেওড়াভ্যালিতে রেড পান্ডার বাসস্থানের উন্নতি সহ বাঘ সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্যের উন্নতি করার প্রস্তাব এই দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে রাখা হয়েছে। নেওড়াভ্যালির সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বাইরে লাভা, মৌচুকি, গৌরীবাস, সামসিং ইত্যাদি পাহাড়ি এলাকায় ইকো পর্যটনের প্রসার ঘটানো হবে। তোদে, তাংতা, মূর্তি, রামশাইয়ের মতো এলাকাগুলিতে হোমস্টে তৈরির বিষয়টিও নজরে রয়েছে।

গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ক্ষেত্রে আবার জঙ্গলের ভেতর ও বাইরে দু'দিকেই নজর রাখা হচ্ছে। রামশাই, খুনিয়া, গরুমারা, মাল ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের পরিকাঠামোর উন্নতি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। গরুমারার মধ্যে তৃণভোজী গন্ডার, বাইসন, হরিণের খাদ্যভাণ্ডার তৈরি করা হবে। বিশেষ করে মানুষ এবং বন্যপ্রাণীর সংঘাত এড়াতে সমস্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

ফ্রান্সের প্রতিনিধিদল নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে।

উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি জানান, প্রতিনিধিদলটি নেওড়াভ্যালি এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যান পরিদর্শন করেছে। অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে পুরো বিষয়টি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।

কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রকের সঙ্গে কেন্দ্রের সরকারের মাধ্যমে ফ্রান্স সরকারের বিস্তারিত আলোচনা আগেই হয়েছে। ফ্রান্সের সরকারি প্রতিষ্ঠানটি রাজি হয়েছে বন দপ্তরের কাজে বিনিয়োগ করতে। ফ্রান্সের ওই সরকারি প্রতিষ্ঠানটির অফিস রয়েছে দিল্লিতে। সেখান থেকে অগাস্টের শেষে ভারতীয় আধিকারিকদের একটি প্রতিনিধিদল এসে সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছে। উত্তরবঙ্গের বন দপ্তরের তরফে সিসিএফ ছাড়াও দ্বিজপ্রতিম সেন এবং চিত্রক ভট্টাচার্য সহ অন্য বনাধিকারিকরা প্রতিনিধিদলটির সঙ্গে ছিলেন।

হদিস বৃদ্ধার

বানারহাট, ২ সেপ্টেম্বর : সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এক বৃদ্ধাকে উদ্ধারের দু'দিনের মধ্যে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হল।

গত ৩১ অগাস্ট বানারহাট থানার ধুমপাড়া জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় এক অচেনা বৃদ্ধাকে ঘুরে বেড়াতে দেখেন স্থানীয়রা। বৃদ্ধার কাছে তাঁর নাম, পরিচয় জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিতে পারেননি। বানারহাট থানার পুলিশ এসে ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলার ডিমডিমার হেভেন্স শেলটার হোমে পৌঁছে দেন।

আজ টিভিতে

পর্ণার সঙ্গে অভিমন্যুর বিয়ে আটকাতে সৃজনের বিবাহ অভিযান। **নিমফুলের মধু** সোম থেকে রবি রাত ৮টায় **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ জামাই বদল, বিকেল ৪.০০ বাঘ বন্দী খেলা, সন্ধ্যা ৭.১৫ রাখী পূর্ণিমা, রাত ১০.১৫ সন্তান
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মহান, দুপুর ১.০০ প্রতিকার, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধ্যা ৭.০০ তুলকালাম, রাত ১০.০০ দুজনে
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ পূজা, দুপুর ২.৩০ শপথ নিলাম, বিকেল ৪.৫০ এক চিলতে সিঁদুর, সন্ধ্যা ৭.৩০ আক্রোশ, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাদশা – দ্য ডন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বন্দী

অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি দুপুর ২.৩০ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**

দুজনে রাত ১০টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

মিশন রানিগঞ্জ সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **অ্যান্ড পিকচার্সে**

আকাশে সুপারস্টারে বিচারকের আসনে থাকবেন শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। সোম থেকে শনি **আকাশ আটে** দুপুর ২টায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

ফুলবাড়ি, উত্তরকন্যার বিপরীতে Car শোরুমের জন্য একজন মহিলা রিসেপশনিস্ট প্রয়োজন। M : 95938 33330. (C/112284)

•

সুবর্ণ সুযোগ - স্বাস্থ্য সংস্থায় বাড়ি থেকে নিজের এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম কাজে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 97331 70439. (K)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে B+ কিডনিদাতা চাই। সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 8967860938. (C/112316)

অ্যাফিডেভিট

গত 27.08.2024 E.M. কোর্ট, দিনহাটা-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি বিবি রাহিলা ও আহিলা দেবী থেকে রাহিলা বিবি হলাম এবং স্বামী রঞ্জিত মণ্ডল ও নুরুল থেকে নুরুল হক হলো। রাহিলা বিবি, গোবরছড়া, দিনহাটা, কোচবিহার।

•

গত 03-4-2024, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Abdul Miya, Abdul Hosen, Abdul Hossain এবং Abdul Hossen, পিতা Nura Mahammada Miya, Nur Mahammad Miya, পুত্র Chhamidul Miya এবং Chhamidul Shekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। বড় বালাশী, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/111808)

Notice inviting e-tender

Online applications for e-tender is invited by U/S from the bidders through www.wbtenders.gov.in. for eNIT-04/24-25 (1st call). memo no-342/PGp/nit/24 : dt-02/09/2024 Last date of document download and bid submission is 11/09/2024 at 11.00 hrs. Date of Technical Bid openning is 13/09/2024 at 12.00 hrs at the office of the U/S. Other details may be seen in the office dring office hours of all working days & in website of
Sd/-
Prodhan
No.2 Panjul Gram Panchayat
Vill+P.O.-Fatepur (Hili)
Dakshin Dinajpur

e-TENDER NOTICE

NIT No: 22/23/24/NKT/24-25 dated: 23/08/24 & 27/08/24 fund: SBM(G)/15TH FC & MDM is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 07/09/24, 09/09/24 & 05/09/24. The details of the NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal https://wbtenders.gov.in and office notice board of the undersigned.
Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

Alipurduar University
P.G. Admission
Notification : 2024-25

It is hereby notified for information to all concerned that the online applications are invited for admission into 2 years M.A./M.Sc/M.Com. Courses in 14 different subjects (Beng, Eng, Hist, Pol. Sc, Geo, Eco, Philo, Sans, Chem, Bot, Math, Phys, Zoo, Com) for the academic session 2024-2025 on and from 04.09.2024 to 17.09.2024. Please visit our University Website for details : alipurduaruniversity.ac.in
Sd/- Registrar (Additional Charge)
Alipurduar University

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ১২২ ও ১২৩-এমএলডিটি-২৪-২৫, তারিখ ২২.০৮.২০২৪ (সিভিল/ওয়ার্কস)। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং. ঃ ১; ঃ টেন্ডার নং ঃ ১২২-এমএলডিটি- ২৪-২৫। স্থান সহ কাজের নাম ঃ ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া মেয়াদে জোন নং. ০৮-এ এইএন/মালদা-র অধীনে সকল অফিসারদের কোয়ার্টার্স, কালিন্দ্রী ভবন এবং ওল্ড মালদাতে হস্টেল সমেত ডিভিসনাল ট্রেনিং স্কুল, কোয়ার্টার্স, অ্যাকাডেমিক ব্লক, অ্যাকাডেমিক ব্লক সমেত সেন্ট্রাল স্কুল এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল সহ রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং-এর নতুন কাজ [সাধারণ কাজ, কাঠের কাজ, ওয়াটার পাইপ লাইন এবং স্যানিটারি কাজ] সমেত মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্পাদন করার সকল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৫৫,০০,০০০.০০ টাকা। ক্র. নং. ঃ ২; ঃ টেন্ডার নং ঃ ১২৩-এমএলডিটি- ২৪-২৫। স্থান সহ কাজের নাম ঃ ৩০.০৬.২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া মেয়াদে জোন নং. ০৭-এ এইএন/মালদা-র অধীনে মালদা স্টেশন এলাকাতে সকল সার্ভিস বিল্ডিং, গুডস্ শেড, কেবিন, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, কোচিং ডিপো, মালদা স্টেশন এলাকায় অন্যান্য সার্ভিস বিল্ডিংসমূহ, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা, প্ল্যাটফর্ম এবং শেডসমূহ, ডিআরএম-এর অফিস বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেডিয়াম, আরআরবি মালদা এবং এইএন/মালদা অফিস, মালদা টাউন স্টেশন এলাকা ইত্যাদি ব্যতীত অফিসসমূহ, মালদা টাউন স্টেশন (ব্যতীত) থেকে নিউ ফারাক্কা (ব্যতীত) পর্যন্ত সকল সার্ভিস বিল্ডিং, স্টাফ কোয়ার্টার্স, লেভেল ক্রসিং গেট লজসমূহ, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা, প্ল্যাটফর্মসমূহ এবং শেডসমূহ ইত্যাদি, আরপিএফ ব্যারাক ইত্যাদি সমেত সকল ধরনের স্টাফ কোয়ার্টার্স-এর নতুন কাজ [সাধারণ কাজ, কাঠের কাজ, ওয়াটার পাইপ লাইন এবং স্যানিটারি কাজ] সমেত মেরামতি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সম্পাদন করার সকল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য ঃ ৭০,০০,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১২.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড ঃ www.ireps.gov.in এবং ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার-এর অফিস, মালদা টাউনে। টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-88/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ANANDA CHANDRA COLLEGE JALPAIGURI
NOTICE : 31 / 08 / 2024
Admission in M.A. in Bengali
Online application for admission into M.A.(Regular) in Bengali will commence from 03/09/2024. For details visit college website https://accollege.in and for application and admission https://acc.collegepgadmission.in
Sd/-
Dr. Debashis Das
Principal

e-Tender Notice

DURLOVPUR GRAM PANCHAYAT UNDER ITAHAR DEVELOPMENT BLOCK ISSUED e-NIQ & NIT

e- NIQ NO. 07/15th FC (TIED)/2024-25, ViDE MEMO NO. 642/DURGP/2024-25, DT.- 31.08.2024,
e- NIT NO. 28/15th FC (TIED)/2024-25, HAVING SL NO-13 (REVOC) VIDE MEMO NO. 638 /DURGP/2024-25, DT.- 30.08.2024.
THE MORE INFORMATION PLEASE THE SITE http://wbtenders.gov.in.
Sd/-
Prodhan
Durlovpur Gram Panchayat
P.O.- Sonapur, Itahar, Uttar Dinajpur

সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ
গোয়ালপোখর-২ নং ব্লক
উত্তর দিনাজপুর
বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, আগামী ০২.০৯.২০২৪ তারিখ থেকে ১০.০৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত গোয়ালপোখর-২ নং ব্লকের অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রামে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জারের সমীক্ষার কাজ চলবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে বিশদে জানবার জন্য নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতে কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ব-ঘোষণা ক্যাম্প চলবে ০৫.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত। এই ক্যাম্প প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে চলবে। এই ক্যাম্পে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার নিজে এসে স্ব-ঘোষণা পত্রে তথ্য দিয়ে জমা করতে পারবেন।

Sd/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
গোয়ালপোখর-২ নং ব্লক
চাকুলিয়া, উত্তর দিনাজপুর
তাং ঃ ০১/০৯/২০২৪

সাক্ষাৎকার

নং.-ই/২২৭/আরইসিটিটি./সিএমপি/এলএমজি (৩)/২০২৪ তারিখ ঃ ২৯-০৮-২০২৪

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে লামডিং ডিভিশনে পূর্ণাঙ্গ সময়ের ভিত্তিতে চিকিৎসক পদের জন্য সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকারের তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০৯-২০২৪; ১০.৩০ ঘণ্টা (মঙ্গলবার)
স্থানঃ অফিস অব দ্য চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট/লামডিং, ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়, লামডিং, এন. এফ. রেলওয়ে।
পদের সংখ্যাঃ ০৫ (পাঁচ)টি ঠিকাভিত্তিক চিকিৎসক (পূর্ণাঙ্গ সময়)
স্টেশনের নাম ঃ

ক্র.নং.	চিকিৎসালয়/এইচইউ-এর নাম	পদের মোট সংখ্যা
০১	ডিভিশনাল রেলওয়ে চিকিৎসালয়/লামডিং=০৫	০৫

শিক্ষাগত/কারিগরি যোগ্যতাঃ (ক) বিশেষজ্ঞ ঃ প্রার্থীকে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়/ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/ডিপ্লোমা সহ এমবিবিএস ডিগ্রি ধারী হতে হবে এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের পঞ্জিয়নভুক্ত হতে হবে। (খ) জেনারেল ডিউটি ঃ প্রার্থীকে অবশ্যই এমবিবিএস ডিগ্রি ধারী হতে হবে এবং ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের পঞ্জিয়নভুক্ত হতে হবে।
বয়স ঃ (i) ০১-০৮-২০২৪ অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স ৫৩-এর অধিক হতে পারবে না। (ii) অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে চিকিৎসক, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চিকিৎসকদের জন্য ০১-০৮-২০২৪ অনুযায়ী বিবেচনাযোগ্য বয়স হলো ৬৭ বছর।
মাসিক পারিশ্রমিকঃ- (ক) জেনারেল ডিউটির (জিডিএমও) জন্য ঃ ৭৫,০০০ টাকা (প্রতি মাস)। (খ) বিশেষজ্ঞের জন্য (১ম বছর) ঃ ৯৫,০০০ টাকা (প্রতি মাস) ঃ (গ) বিশেষজ্ঞের জন্য (২য় বছর থেকে) ঃ ১,০৫,০০০ টাকা (প্রতি মাস)। সরকারি কোনও আবাসন প্রদান না করার শর্তে নির্দেশিত মাসুল প্রদান করা হবে। যদি সরকারি আবাসন প্রদান করা হয়, তাহলে প্রদত্ত আবাসনের এইচআরএ এবং লাইসেন্স মাসুলের সমপর্যায়ের একটি পরিমাণ মাসিক পারিশ্রমিক থেকে কর্তন করা হবে।
বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ www.nfr.indianrailways.gov.in (general info-departments-personnel-walk in interview)-এ পাওয়া যাবে।
যোগ্য আগ্রহী প্রার্থীদের ১০.০৯.২০২৪ তারিখের ১০.৩০ ঘণ্টায় কনফারেন্স হল, ডিআরএইচ/লামডিং, লামডিং রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, লামডিং-এ "সাক্ষাৎকার"-এর জন্য সমস্ত সার্টিফিকেট/টেস্টিমোনিয়াল-এর মূল প্রতিলিপি/প্রত্যায়িত প্রতিলিপি এবং দুটি পাসপোর্ট আকারের ছবি সাথে নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। কোনও ভুল তথ্য/ভুয়ো অ্যাকাডেমিক সার্টিফিকেট/টেস্টিমোনিয়াল প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কার্যকর আইনের অধীনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (পি), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি
বিষয়
ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জার সমীক্ষা
[THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION ACT, 2013]

সর্বসাধারণের অবগতির উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে

- খাটা পায়খানা ব্যবহার বা খোলা নর্দমায় মল-মূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।
- ওই প্রকার শৌচাগার সাফাইয়ের জন্য কোনও ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।
- আগামী ০২.০৯.২০২৪ থেকে রাজ্যের সমস্ত গ্রাম এবং শহরে ওই প্রকার শৌচাগার (Insanitary Latrine) এবং তা সাফাইয়ের পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সমীক্ষা শুরু হচ্ছে।
- এই প্রকার পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রকল্পের সুবিধা পেতে অবিলম্বে নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েত/পৌরসভা অথবা স্বেচ্ছা ঘোষণা শিবির (Self Declaration Camp)-এ যোগাযোগ করুন।

জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানানো হচ্ছে যে, এ সম্পর্কিত কোনও তথ্য আপনাদের জানা থাকলে তা অবিলম্বে স্থানীয় পঞ্চায়েত গোচরীভূত করুন।

কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক জনস্বার্থে প্রকাশিত এবং প্রচারিত।

Department of Posts, India
Office of the Postmaster General
North Bengal Region
Siliguri-734001

সংখ্যা : সি.পি.টি/ডাক আদালত/ত্রৈমাসিক শিলিগুড়ি, তারিখ :02.09.2024

সংবাদ লিপি
ডাক আদালত 2024

ডাক আদালত 2024, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র-এর সভাপতিত্বে 26.09.2024 তারিখে, 11টায়, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001-এর অফিসে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই আদালতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের অভিযোগের সমাধান করা হবে। অভিযোগে অবশ্যই রেফারেন্স নম্বর, বিভিন্ন ডাক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির তারিখ এবং অভিযোগকারীর মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে। অভিযোগটি সহকারী ডিরেক্টর (পি.জি.), পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001 এই ঠিকানাতে দিতে হবে যাতে 15.09.2024 তারিখে বা তার আগে ডাকযোগে বা ই-মেইল আইডি bdntnb@gmail.com-তে ই-মেইলের মাধ্যমে পৌঁছে যায়। অভিযোগকারীকে উপরে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স) এর মাধ্যমে ডাক আদালত 2024-এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, গুগল মিট-এর লিঙ্ক সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর সাথে শেয়ার করে দেওয়া হবে। অন্য যে কোনও প্রকার ব্যাখ্যার জন্য সহকারী ডিরেক্টর (পি.জি.)-এর সাথে টেলিফোন নম্বর : 0353-2436550 এবং মোবাইল নম্বর 9679248729, 9475714655-তে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
ডাক আদালতের আবেদনপত্রের খামে 'ডাক আদালত' শব্দটি লিখতে হবে।
দ্রষ্টব্য : আইনি বিষয় জড়িত মামলা যেমন উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং নীতিগত বিষয়গুলি উপরোক্ত ডাক আদালতে নেওয়া হবে না।

সরকারী ডিরেক্টর (পি.জি.)
পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়
উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র
শিলিগুড়ি-734001

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বন্ধুকে বাড়ির কোনও কথা বলে সমস্যা পড়তে পারেন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তি। **বৃষ :** আজ সারাদিন প্রচুর পরিশ্রমে কাটবে। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। **মিথুন :** অসম্পূর্ণ কাজ আজ শেষ করতে পেরে আনন্দ। দূরের কোনও প্রিয়জনের শুভ সংবাদ পেয়ে স্বস্তি। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। রাস্তায় পড়ে গিয়ে আঘাত লাগার আশঙ্কা। প্রেমে শুভ। **সিংহ :** কোনও গোপন প্রকাশ্যে আসায় অসম্মান। ব্যবসার কাজে আজ দূরে যেতে হতে পারে। **কন্যা :** কর্মসূত্রে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ মিলতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় সুরাহা পেতে পারেন। **তুলা :** পারিবারিক কাজে বাইরে যেতে হতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তিরা আজ প্রতারিত হতে পারেন। **বৃশ্চিক :** প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথা শুনে কিছু বলতে গিয়ে সমস্যায়। পেটের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে। **ধনু :** ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু টাকা ধার করতে হবে। বিনা কারণে অপমানিত হতে পারেন। **মকর :** বন্ধুদের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। ক্রীড়াবিদরা সম্বর্ধিত হতে পারেন। **কুম্ভ :** শরীর নিয়ে সমস্যা চলবে। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। দাঁতের সমস্যায় ভোগান্তি। **মীন :** কোনও অপরিচিত ব্যক্তির কথায় প্রলোভনে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। পেটের অসুখের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৭ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১২ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ১৭ ভাদ, সংবৎ ১৫ ভাদ্রপদ বদি অধিক, ২৯ শফর। সূঃ উঃ ৫।২২ অঃ ৫।৫২। মঙ্গলবার, অমাবস্যা দিবা ৬।৩১। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ৩।৯। সিদ্ধযোগ রাত্রি ৮।২১। নাগকরণ দিবা ৬।৩১ গতে কিস্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৭।২৩ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ৩।৯ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৩।৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৬।৩১ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৬।৫৬ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৮ গতে ৮।৪৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দিবা ৬।৩১ গতে সীমান্তোন্নয়ন।(অতিরিক্ত বিবাহ-শেষরাত্রি ৪।১১ গতে ৫।২৩ মধ্যে সিংহলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ)। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।২২ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৪৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৪ মধ্যে ও ৮।৪৬ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ১।২৯ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মেডিকেলে ঘাটতি গ্যাসের ওষুধের

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে গ্যাস ও ক্যালসিয়াম ডি'থ্রি ওষুধের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। বহির্বিভাগের চিকিৎসকরা ওই ওষুধ প্রেসক্রাইব করলেও হাসপাতালের ফামাসিতে এসে হতাশ হচ্ছেন রোগীরা। প্রায় এক থেকে দেড় মাস ধরে এই সমস্যা চললেও তার কোনও সুরাহা হয়নি। ফামাসির কর্মীর দাবি, স্টকে পর্যাপ্ত ওষুধ থাকলে রোগীদের প্রয়োজনমতো দেওয়া যায়। কিন্তু তা না থাকাতেই সমস্যা হচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হাসপাতালের কর্মী বলেন, 'প্রায় ২০ দিন ধরে গ্যাসের ওষুধ নেই। মাঝে ওষুধ এলেও তার পরিমাণ ছিল খুব কম। এতে আমাদের কিছু করার নেই।'

ওষুধ না মেলায় সোমবার জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফামাসি থেকে বেশ কয়েকজনকে চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় বের হতে দেখা গিয়েছে। বানারহাট থেকে হাসপাতালে এসেছিলেন অলীন রায়। বহির্বিভাগের ফামাসি থেকে বেরোনোর সময় বললেন, 'সাতটা ওষুধের মধ্যে চারটা পেলাম মাত্র। বাকি তিনটা আমাকে বাইরে থেকে কিনে নিতে বলা হল। হাতেও তেমন পয়সাকড়ি নেই। এখন কী করব বুঝতে পারছি না।' অলীন ছাড়াও ফামাসির লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন অনেকেই। কেউ নিজে রোগী, কেউ রোগীর পরিজন। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় তাঁরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফামাসির সামনে ওষুধের খোঁজে রোগীদের ভিড়। সোমবার।

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বললেন, 'ওইসব ওষুধের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়েছে। কলকাতা থেকে ওষুধ আসতে কয়েকদিন সময় লাগায় এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অন্য জায়গা থেকে ওষুধ নিয়েও ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চালাচ্ছি। আশা করছি এই সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।'

এদিকে, ওষুধ না মেলায় রোগীদের সমস্যা বাড়ছে। গড়ালবাড়ির বাসিন্দা যাটোর্ধ্ব আলিউল হক বলেন, 'হাড়ের ডাক্তার দেখালাম। ওষুধ নিতে এসে কয়েকটা মাত্র ওষুধ পেয়েছি। বাইরে থেকে ক্যালসিয়ামের ওষুধ নিতে বলল। আগেও বাইরে থেকে ওষুধ কিনেছি। আমি গরিব মানুষ। সুস্থ থাকতে কষ্ট করে ওষুধ কিনছি।' প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে কত দাম পড়বে জানেন না অনেকেই। রোগী লক্ষ্মী দাসের বক্তব্য, 'ডাক্তারবাবু যে দুটো ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন তার একটাও পেলাম না। বাইরে থেকেই ওষুধ কেনা ছাড়া অন্য উপায় নেই।'

রোগীদের দুর্ভোগ

- প্রায় দেড় মাস ধরে গ্যাস ও ক্যালসিয়াম ডি'থ্রি ওষুধের ঘাটতি
- জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছবি
- ওষুধ না মেলায় অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন
- দ্রুত সমস্যা মেটানো হবে বলে কর্তৃপক্ষের আশ্বাস

সাপের ছোবলে মৃত্যু

রাজগঞ্জ, ২ সেপ্টেম্বর : বাড়ির মন্দিরের সামনে সাপের ছোবলে এক মহিলার মৃত্যু হল। সোমবার রাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মনুয়াগঞ্জ এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতার নাম মীনাবালা রায় (৪০)। মনুয়াগঞ্জের বাসিন্দা মীনাবালা স্থানীয় মনুয়াগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল রান্নার কাজ করতেন। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ বাড়ির মন্দিরে পুজো দিচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় একটি গোখরো তাঁকে ছোবল মারে। পরিবারের সদস্যেরা তখনই তাঁকে স্থানীয় রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার চিকিৎসক ওই মহিলাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পথেই তাঁর অবস্থা গুরুতর হতে থাকে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পুলিশকর্মী সংবর্ধিত

মালবাজার, ২ সেপ্টেম্বর : দক্ষতার জন্য সংবর্ধিত হলেন মাল থানার পুলিশ অফিসার তেনজিং ভুটিয়া। তাঁর তদন্তে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় পকসো আইনে গত ৩০ অগাস্ট এক দুষ্কৃতীর ২৫ বছরের কারাদণ্ড হওয়ায় এই সম্মান। জলপাইগুড়ি জেলার ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ সাজা বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত। সোমবার মালবাজার থানায় গিয়ে তেনজিংকে সংবর্ধিত করে স্থানীয় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। তাঁর হাতে পুষ্পস্তবক ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। তেনজিংয়ের কথায়, 'আমি শুধু কর্তব্য পালন করেছি।' সাজা ঘোষণার পর ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি সংগঠন তেনজিংকে প্রশংসিত এবং সংবর্ধিত করেছে।

পাখিদের জন্য চারা রোপণ

চালসা, ২ সেপ্টেম্বর : পাখিদের খাদ্যসংকট মেটাতে বিভিন্ন ফল গাছের চারা রোপণ করলেন পরিবেশপ্রেমীরা। সোমবার মেটেলি ব্লকের খরিয়ার বন্দর জঙ্গল সংলগ্ন টিয়াবন এলাকায় আম, জাম সহ একাধিক ফলের চারা রোপণ করা হয়। পরিবেশপ্রেমী মানবেন্দ্র দে সরকার ও সুমন চৌধুরী জানান, সারাবছরই টিয়াবন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পাখির আনাগোনা থাকে। সেই তুলনায় ওই এলাকায় ফলের গাছ নেই। টিয়াবন এলাকায় পাখিরা যাতে খুব সহজেই গাছের ফল খেতে পারে তাই এই উদ্যোগ নেওয়া হল। এই কর্মসূচি আগামী সময়েও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

ময়নাগুড়ি কলেজ এখনও ১৮০০টি আসন ফাঁকা।

এখনও অর্ধেক আসন ফাঁকা ময়নাগুড়ি কলেজে

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : কলেজে ভর্তির সময়সীমা প্রায় শেষ হতে চলল। ময়নাগুড়ি কলেজে এখনও অর্ধেক প্রায় আসন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। প্রথম বর্ষের ভর্তির এই ছবি উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। চিন্তিত কলেজ কর্তৃপক্ষ। যদিও তাদের একাংশ দাবি করছে, বিগত বছরের তুলনায় জেলায় কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের কর্মমুখী শিক্ষার দিকে ভর্তি হওয়ার প্রবণতা বেশি দেখা যাচ্ছে, সেই সংক্রান্ত কোর্সগুলিকে বেশি বেছে নেওয়ায় কলেজে স্নাতক স্তরে ভর্তির সংখ্যা কম।

ময়নাগুড়ি কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য প্রায় ৪২০০টি আসন রয়েছে। রাজ্য সরকারের পোর্টালে গত জুলাই মাস থেকে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখ প্রক্রিয়াটি শেষ হবে। প্রতি বছর ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ুয়াদের মধ্যে ভর্তির জন্য হুড়োহুড়ি লেগে যায়। তবে চলতি বছর পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে উলটো। ময়নাগুড়ি কলেজে এখনও পর্যন্ত ভর্তির জন্য ২৪০০টি আবেদন জমা পড়েছে। ফলে কলেজের সব আসন পূর্ণ হবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

ময়নাগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এখনও কলেজে ভর্তির জন্য বেশ কিছুদিন সময় রয়েছে। সঙ্গে আশাও রয়েছে আরও কিছু পড়ুয়া ভর্তির আবেদন করবে। সম্প্রতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কর্মমুখী শিক্ষার দিকে আগ্রহ বাড়ছে। ময়নাগুড়ি কলেজেও এরকম কর্মমুখী ১১টি নতুন কোর্স চালু হয়েছে। তার জন্য সাধারণ স্নাতক স্তরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কিছুটা হলেও কমেছে।' ময়নাগুড়ি কলেজের পরিচালন কমিটির সদস্য তথা শিক্ষারত্ন গোবিন্দ পাল ময়নাগুড়ি কলেজের অধ্যাপকের সঙ্গে সহমত পোষণ করে বললেন, 'জেলায় এখন অনেক কলেজ হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন কলেজে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। এর জন্য কলেজে কিছু আসন ফাঁকা থাকছে।'

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
Emerald Bower Campus: 56 A, B.T. Road, Kolkata-700050
Jora Sanko Campus: 6/4 Dwarakanath Tagore Lane, Kolkata-700007

Admission Notice : FC/PG/02/24 **Date : September 03, 2024**

The University invites online applications for admission to the academic programmes :

M.A, M.F.A, Integrated Master in Library & Information Science (B.Lib.I.Sc + M.Lib.I.Sc.), B.Ed. Special Education in Visual Impairment (B.Ed. Spl. Ed. in V.I.), B.Ed.Special Education in Hearing Impairment (B.Ed. Spl. Ed. in H.I.), PG Diploma in Manuscriptology & Palaeography and Diploma in Tagore Literature in the academic session 2024-2025 under the Faculties of Arts, Fine Arts and Visual Arts.

Applications Forms can be filled up **Online** on the University Admission portal : online.rbu.ac.in from **03/09/2024 to 17/09/2024.**

For further details, please visit the University website: www.rbu.ac.in and Admission portal: online.rbu.ac.in.

Sd.-
Secretary, Faculty Councils

পুকুরে দেহ দেখে খুনের সন্দেহ

রাজগঞ্জ, ২ সেপ্টেম্বর : রবিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজের মৃতদেহ উদ্ধার হল বাড়ির পাশের পুকুর থেকে। রাজগঞ্জ থানার মগরাডাঙ্গি সংলগ্ন কামিনীনগর এলাকায় মৃতের নাম সুশান্ত মণ্ডল (৪০)। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। তদন্তও শুরু করেছে।

পরিবার জানিয়েছে, সাত-আট মাস আগে সুশান্তর স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। সেই সময় থেকে সুশান্ত অসুস্থ ছিলেন। শ্বশুরবাড়িতে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। সুশান্তর শ্যালক বিশ্বজিৎ রায়ের অভিযোগ, 'জামাইবাবুর দাদা রামপ্রসাদ পুকুরে ডুবিয়ে মেরেছে আমার জামাইবাবুকে।' সুশান্ত অসুস্থ হওয়ার পর তাঁর অপারেশন হয়েছিল। অপারেশনের পর আর তিনি ঠিকভাবে চলাফেরা করতে পারতেন না।

বিশ্বজিৎ জানান, দ্বিতীয় অপারেশনের প্রয়োজনে আরও ২ লক্ষ টাকা দরকার বলে তিনি দু'দিন আগে জামাইবাবুকে নিয়ে এনজেপি এলাকায় সুশান্তর দাদার বাড়িতে যান।

ওই দিন সন্ধ্যায় তাঁর বাবা ও দাদা সুশান্তকে নিয়ে বিশ্বজিৎদের বাড়িতে আসেন। সুশান্তর স্ত্রী মাধবীর কাছ থেকে চাবি নিয়ে তাঁরা সুশান্তর কামিনীনগরে নিজের বাড়িতে যান। পরের দিন বিশ্বজিৎ তাঁর মাকে পাঠান সুশান্তকে দেখাশোনার জন্য। বিশ্বজিৎয়ের মা বিকেলে ফিরে আসা পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল।

বিশ্বজিৎ বলেন, 'সন্ধ্যায় রামপ্রসাদ বাড়িতে এসে জামাইবাবুর মোবাইল এবং জমির নথিপত্র চান। তিনি ফিরে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে ফোন আসে যে জামাইবাবুকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরের দিন কামিনীনগরে বাড়ির পাশে পুকুরে কিছু একটা ভেসে থাকতে দেখে পাম্প করে জল তুলে জামাইবাবুর দেহ পাওয়া যায়।' যদিও বারবার চেষ্টা করেও রামপ্রসাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তিনি ফোনে সাড়া দেননি।

জেলা শাসকের দপ্তরে বিজেপির অভিযান কর্মসূচিতে ধুন্ধুমার। সোমবার জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

সংস্কারের টাকা নেই, বিপদে ৪৬টি স্কুল

ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত চালের নীচেই চলছে ক্লাস

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত জলপাইগুড়ি সদর ও ময়নাগুড়ি ব্লকের ৪৬টি প্রাথমিক স্কুলের পড়ুয়ারা সমস্যায় ভুগছে। ঝড়ের পর প্রায় পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও সংস্কার শুরু হয়নি। অনেক স্কুলেই বৃষ্টির থেকে বাঁচতে একটি ক্লাসরুমেই দুই থেকে তিনটি ক্লাসের পড়ুয়াদের পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন শিক্ষকরা। পুজোর আগে ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলগুলি সংস্কার হবে কি না তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ সংশয়ে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায়ের বক্তব্য, 'স্কুলগুলির ক্ষতির পরিমাণ হিসেব করে আনুমানিক একটা খরচের তালিকা ইতিমধ্যেই বিকাশ ভবনে পাঠানো হয়েছে। পুজোর আগে সেই টাকা বরাদ্দ হবে বলেই আশা করছি। তারপরেই দ্রুত মেরামতি শেষ করা হবে।'

জলপাইগুড়িতে এ বছর ৩১ মার্চ প্রবল ঘূর্ণিঝড় হয়। সেই ঝড়ের প্রভাব পড়ে জলপাইগুড়ি সদর ও ময়নাগুড়ি ব্লকের বেশ কয়েকটি বাড়ির পাশাপাশি ৪৬টি প্রাথমিক স্কুলে। ওই স্কুলগুলিতে রান্নাঘর, শৌচালয়ের পাশাপাশি ক্লাসরুমের চাল উড়ে যায়। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের সঙ্গে শিক্ষা দপ্তরের সচিব ও কমিশনার বৈঠক করেন। জলপাইগুড়ি জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ জানিয়েছে, স্কুলগুলির ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত অবস্থা পরিদর্শন করে ২৯ মে শিক্ষা দপ্তরে একটি রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। স্কুলে ক্ষতিগ্রস্ত চাল, দেওয়াল প্রভৃতি মেরামতিতে প্রায় ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা প্রয়োজন বলে ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সেই টাকা আজও বরাদ্দ না হওয়ায় সংস্কারকাজ আটকে পড়ে আছে।

পদক্ষেপের দাবি

- মার্চের ঘূর্ণিঝড়ে জেলার ৪৬টি স্কুলে ক্ষয়ক্ষতি
- শিক্ষা দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের বৈঠকে স্কুলগুলি সংস্কারের উদ্যোগ
- ঝড়ের পর লোকসভা ভোট চলে আসায় উদ্যোগে ভাটা
- সংস্কারে প্রায় ২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা প্রয়োজন, আজও বরাদ্দ হয়নি

ঝড়ের পর স্কুলগুলিতে মেরামতির উদ্যোগ নেওয়া হলেও সেই সময় লোকসভা ভোট চলে আসায় সমস্যা হয়। আদর্শ আচরণবিধির কারণে সমস্ত কাজ থমকে যায়। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও সংস্কারের টাকা বরাদ্দ না হওয়ায় কর্তৃপক্ষের চিন্তা বাড়ছে। জলপাইগুড়ি সদর উত্তর মণ্ডলের সুভাষনগর মাহুতপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ প্রিয়াংকা দাস জানান, ঝড়ের ফলে তাঁদের স্কুলের একটি ক্লাসরুমের টিনের চাল পুরোপুরি উড়ে গিয়েছে। শৌচালয় ও রান্নাঘরের চালের অর্ধেক টিন নেই। তিনি বলেন, 'ক্লাস চলাকালীন বৃষ্টি নামলে চাল চুইয়ে জল পড়ে। ঝড়ের পর পরিস্থিতি মোকাবিলায় তিনটি ত্রিপল দেওয়া হলেও তাতে সমস্যা মেটেনি। ভাঙা চাল দ্রুত সারাই করা হলে উপকৃত হব।' সদর সার্কেলের বোদাগঞ্জ জুনিয়ার বেসিক স্কুলের টিচার ইনচার্জ বিশ্বজিৎ মোহন্ত বললেন, 'ফুটো চালের নীচে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়ারা ক্লাস করছে। বৃষ্টি হলে ক্লাসরুমে বসা যায় না। বাধ্য হয়ে পড়ুয়াদের অন্য ক্লাসরুমে নিয়ে যাই।'

পাটের দাম নেই, অন্য চাষের ভাবনা

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : উৎপাদিত পাটের দাম মিলছে না। পুজোর মুখে তাই বাজারে পাট বিক্রি করতে এসে মুখভার কৃষকদের। এই পরিস্থিতিতে যে দাম পাওয়া যাচ্ছে, সেই দামেই পাট বিক্রি করে পরবর্তী ফসল চাষ শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছেন কৃষকরা। ধূপগুড়ির কালীরহাটের কৃষক বাবলু রায় বলেন, 'আবহাওয়ার জন্যই পাটের উৎপাদনে প্রভাব পড়েছে। তার ওপর পাটের গুণগত মানও অনেকটা খারাপ থাকায় দাম কম মিলেছে। সেইসঙ্গে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহারও অনেকটাই কমে গিয়েছে। পাটের দাম কমে যাওয়ায় অনেক কৃষকই পাট চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।' তিনি জানান, সামনের মরশুমেও আবহাওয়া এবারের মতো থাকলে বিকল্প হিসেবে অনেকে পাটের মরশুমের সময়ের বিভিন্ন সবজি চাষের দিকে ঝুঁকবেন।

একই দাবি করেছেন সুবল রায়, পঙ্কজ মণ্ডলের মতো কৃষকরা। কৃষকদের কথায়, চলতি বছর পাট চাষের মরশুমে প্রখর রোদ ছিল। আর যে সময় বৃষ্টি হয়েছে, তখন গাছের গোড়া সহ পাতায় পচন ধরে গিয়েছিল। অনুকূল আবহাওয়া না পেয়ে একাধারে উৎপাদন মার খেয়েছে। অন্যদিকে, পাটের গুণগতমানও খারাপ হয়েছে। পাট ছোট থাকায় চলতি বছর বাজারে প্রতি মন (৪০ কিলোগ্রাম) পাটের দাম ন্যূনতম ১৬০০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৯০০ টাকা দাম দিচ্ছে। যা দিয়ে এবারের চাষের খরচও উঠবে না বলে আক্ষেপ তাঁদের। এদিকে, পরবর্তী ফসল চাষের জন্য কৃষকদের টাকার প্রয়োজন।

গতবছর আবহাওয়া কিছুটা অনুকূল থাকায় চাষ করে উচ্চগুণমানসম্পন্ন পাট উৎপাদন হয়েছিল। তাতে গত দুই বছরে প্রতি মন পাটে ২৬০০-২৯০০ টাকা পর্যন্ত দাম মিলেছে। ফলে অনেকটাই উপকৃত হয়েছিলেন কৃষকরা। বছর ঘুরতে চাষের পর উৎপাদিত ফলনের দাম এভাবে প্রতি মনে এক হাজার টাকার ফারাক হয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবতেই পারছেন না কৃষকরা। কিন্তু প্রকাশ্যে কৃষি দপ্তর বা কৃষি বিপণন দপ্তরের আধিকারিক কিছুই বলতে নারাজ। এক আধিকারিকের কথায়, আবহাওয়ার জন্য পাট গাছের বৃদ্ধি প্রথম থেকেই প্রায় থমকে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। অনেক কৃষক কৃত্রিমভাবে জলসেচের মাধ্যমে গাছে জল দিয়েছিল। কিন্তু শেষরক্ষা করা যায়নি।

রাস্তা চওড়া হলেও নতুন বাজারে কমেনি যানজট

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : ময়নাগুড়ি শহরের নতুন বাজার থেকে হাসপাতাল মোড় হয়ে রামশাই বাজার অবধি প্রায় ২০ কিলোমিটার রাস্তা সম্প্রসারণের কাজ হলেও কমেনি যানজট সমস্যা। ময়নাগুড়ি শহরের অন্যতম ব্যস্ততম এই রাস্তায় দিনভর অগণিত বাইক, টোটো সহ ছোট-বড় গাড়ি সহ পণ্যবাহী ট্রাক, পিকআপ ভ্যানের যাতায়াত লেগেই থাকে। সবচেয়ে বড় সমস্যা রাস্তাজুড়ে অবৈধ পার্কিং। বিশেষত, শহরের নতুন বাহার ট্রাফিক মোড় সংলগ্ন এলাকায় এমন যানজট চিন্তা বাড়িয়েছে।

হাসপাতালগামী ব্যস্ততম এই রাস্তার একাংশ এখন টোটোচালকদের দখলে। টোটোর স্থায়ী পার্কিং স্ট্যান্ড না থাকায় সমস্যা বেড়েই চলেছে। নতুন বাজার চত্বরে ডিভাইডার বসানো হলেও তার অর্ধেক চলে যাচ্ছে যত্রতত্র পার্কিংয়ের দখলে। দিনরাত এই সমস্যা প্রকট। প্রশাসন থেকে যানজট রুখতে উদ্যোগী হলেও ছবিটা বদলায়নি। পুজোর আগে যানজট রুখতে পুলিশি নজরদারির দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সহ পথচারীরা।

ময়নাগুড়ি নতুন বাজার ও হাসপাতালপাড়ায় রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে টোটো।

ময়নাগুড়ির বাসিন্দা শিবু মণ্ডল জানান, নতুন বাজার ব্যস্ততম মোড়। বিশেষ করে অফিস ও স্কুলের সময় মারাত্মক যানজট তৈরি হয়। সপ্তাহের অন্য দিনগুলির সঙ্গে হাটের দু'দিনও নতুন বাজার চত্বরে প্রচুর মানুষের ভিড় হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নাকাল হতে হয় ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক ভলান্টিয়ারদের।

পাশাপাশি, অনেক সময় কিছু টোটো যাত্রী ওঠানামার জন্য রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে যায়। রাস্তায় সার দিয়ে টোটো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে।

ময়নাগুড়ি নতুন বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, 'নতুন বাজার মোড়ে বহুদিন ধরেই স্থায়ী ট্রাফিক পোস্টের দাবি জানানো হয়েছে। যদিও কিছুটা দূরে পুলিশের কিয়স্ক বুথ খোলা হয়েছে। হাসপাতালে যাওয়ার ব্যস্ততম এই রাস্তায় যানজট সমস্যা চিন্তা বাড়াচ্ছে। পাশাপাশি পুজো আসন্ন। যানজট সমস্যা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনকে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে।'

ময়নাগুড়ি পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রদ্যোৎ বিশ্বাস জানান, নতুন বাজার ট্রাফিক মোড়ের মূল রাস্তা সব সময় খোলা রাখা উচিত। এটা হাসপাতালে যাওয়ার মূল রাস্তা। আগেও পুরসভা ও পুলিশ সচেতন করেছিল।

ময়নাগুড়ির ট্রাফিক ওসি ভায়েস সুব্বা জানান, পুলিশি নজরদারি অব্যাহত। চালকদের রাস্তায় যত্রতত্র গাড়ি না দাঁড় করানোর কথা বলা হয়।

শিক্ষিকার অভাবে স্কুলগেটে তালা

ধূপগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : খাতায়-কলমে তিনজন শিক্ষিকা রয়েছেন। কিন্তু স্কুলে আসেন দুজন। শিক্ষিকার অভাবে পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে প্রভাব পড়ছে, সেই অভিযোগে সোমবার ধূপগুড়ি শহরের বৈরাতিগুড়ি ১ নম্বর সিএস প্রাইমারি স্কুলের গেটে তালা লাগালেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। অভিভাবক ভগবতী দাস বলেন, 'এই স্কুল থেকে তিনজন শিক্ষিকা বেতন নেন। অথচ কাজ করেন দুজন। এটা কী করে সম্ভব হতে পারে? আমাদের এখানে শিক্ষিকাকে ফেরাতে হবে। নাহলে আগামীদিনে আমরা বড় আন্দোলন করব।'

ওই স্কুলের এক শিক্ষিকাকে গত সাত বছর ধরে জলপাইগুড়ি শহরে পেপার ট্রান্সফার করে রাখা হয়েছে। সেইসময় ওই শিক্ষিকা ছাড়াও আরও তিন শিক্ষক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন চলতি বছর জানুয়ারিতে অবসর নিয়েছেন। আরেকজন অমৃতা বাগচী বর্তমানে ওই স্কুলে টিআইসির পদ সামলাচ্ছেন। সম্প্রতি আরেক শিক্ষিকা ওই স্কুলে যোগ দিয়েছেন। তিনিই বর্তমানে স্কুলের ১০৪ জন পড়ুয়ার পড়াশোনার দিকটা দেখছেন।

জানা গিয়েছে, টিআইসি কাগজপত্র নিয়ে ক্লাসরুমে চলে আসেন তিনি এবং পড়ুয়াদের পড়ান। তাও সবসময় নয়, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে দেখে স্থানীয় বাসিন্দা, অভিভাবকরা এদিন সকালে দুই ঘণ্টা স্কুলের গেটে তালা মেরে রেখে দেন। শেষে স্কুলের টিআইসির হাতে স্মারকলিপি দিয়ে তালা খুলে দেন অভিভাবকরা। ধূপগুড়ি সার্কেলের এসআই তাপস দাস জানান, বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

লাস্ট বয়ের মানোন্নয়নে দায়িত্ব নিতে চান না কেউ

শিক্ষাসংকট/২

মাধ্যমিকে লাস্ট বয়। উচ্চমাধ্যমিকেও তথৈবচ। রাজ্যে স্কুল শিক্ষায় জলপাইগুড়ি জেলার তকমা এমনই। চা বাগানের পড়ুয়াদের জন্য জেলার ফল খারাপ- শুধু এই সামগ্রিক মূল্যায়ন নয়, সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে। জেলার উচ্চমাধ্যমিক স্তরে স্কুলের পরিকাঠামো দেখে যে কেউ শিউরে উঠবেন। খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সপ্তর্ষি সরকার

২ সেপ্টেম্বর : পরীক্ষায় গোল্লা পাওয়া, তারপর গোল্লায় যাওয়ার ভয়ে স্কুল ফাঁকি দিতেও একসময় বুক কাঁপত সকলের। হালে অবশ্য স্কুল ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা মারাত্মক স্তরে পৌঁছেছে এই জেলায়। প্রতিবছর মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলে জলপাইগুড়ি জেলা তলানিতে পড়ে থাকার কারণ বোঝাতে গিয়ে স্কুলে অনুপস্থিতির কথাই শোনা যায় শিক্ষা প্রশাসক এবং শিক্ষক সংগঠনের নেতৃত্বর মুখে। পড়ুয়াদের কাছে অবশ্য শোনা যায় স্কুলে নিয়মিত ক্লাস না হওয়ার অভিযোগ।

সাধারণত বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক গরহাজির থাকলে অন্য কাউকে দিয়ে 'স্টপ গ্যাপ' করানোই রীতি স্কুলগুলোতে। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সম্পাদক হিসেবে হাইস্কুলগুলোতে সেকাজের ভার পড়ে সহকারী প্রধান শিক্ষকের ওপরেই। শিক্ষকের ঘাটতি চরমে উঠলে সেকাজ করাতে হিমসিম খেতে হয় তাঁদেরও। বিজ্ঞানের পাশাপাশি কলা বা বাণিজ্য বিভাগেও সমস্যা প্রকট। বিদ্যাশ্রম দিব্যজ্যোতি বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুদীপ মল্লিকের কথায়, 'পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণির ব্যাপার আলাদা, তবে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রস্তুতি ছাড়া কোনও বিষয়ের ক্লাস নেওয়া যায় না। যতই মেধাবী হন না কেন, একজন গণিতের শিক্ষক কোনওভাবেই ভূগোল, এডুকেশন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অঙ্ক শেখাতে পারবেন না।

সাধারণত মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্টের পর বেশিরভাগ পড়ুয়া তথা অভিভাবকদের নজর থাকে বিজ্ঞান পড়ার দিকে। সেকারণে বিজ্ঞানের সমস্যা স্পটলাইটে এলেও দুয়োরানির মতো অবহেলিত থাকে আর্টস বা কমার্সের সমস্যাগুলো। জলপাইগুড়ি জেলায় বর্তমানে ১৪২টি উচ্চমাধ্যমিক স্কুল রয়েছে, যার সবক'টিতেই কলা বিভাগ রয়েছে। বিজ্ঞান রয়েছে মেরেকেটে ৪০টির মতো স্কুলে। তবে সবথেকে খারাপ অবস্থা বাণিজ্যের।

বানারহাট হাইস্কুলে ল্যাবে হাতেগোনা কয়েকজন পড়ুয়া।

বর্তমানে জেলায় ২৫টি স্কুলেও বাণিজ্য বিভাগ চালু নেই। যেসব স্কুলে বাণিজ্য পড়ানো হয় তাদের অবস্থাও ভালো নয়। সোনালি অতীত হারিয়ে ধুঁকতে থাকা বাণিজ্য বিভাগ নিয়ে ধূপগুড়ি হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, 'শিল্প ও কলকারখানা সহ বেসরকারি সংস্থা পর্যাপ্ত সংখ্যায় না বাড়লে বাণিজ্য পড়ে পেশাগত জায়গায় সফল হওয়া কঠিন। এই কারণে এই বিভাগে আগ্রহ কমছে। পেশার সুযোগ বাড়লে অবশ্যই আগ্রহ বাড়বে।'

কলা বিভাগ সব স্কুলে থাকলেও দক্ষিণবঙ্গের স্কুলগুলির মতো বিষয়ের বৈচিত্র্য নেই। ফলে গতানুগতিক ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা এমন কিছু বিষয়ের বাইরে সেই অর্থে 'স্কোরিং কম্বিনেশন' এই জেলার বেশিরভাগ স্কুলেই নেই। বহু স্কুলে অর্থনীতি বিষয় হিসাবে থাকলেও তার অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এমন অবস্থার জন্যে সরকারি পরিকল্পনাহীনতাকে দায়ী করে বাম শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ'র জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায়ের বক্তব্য, 'আপার প্রাইমারি থেকে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলগুলো নিয়ে শিক্ষা দপ্তর, বোর্ড বা কাউন্সিলের কোনও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বা ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্যোগ এক দশকের বেশি সময় চোখে পড়েনি। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট প্রকাশ হলেই কিছু গালভরা কথা শুনি তারপর সবাই সব মানিয়ে নেয়। এর ফল ভুগতে হয় প্রান্তিক জেলার পড়ুয়াদের।'

জেলার ভাষাগত বৈচিত্র্য প্রচুর। বাংলার পাশাপাশি হিন্দি ও নেপালিমাধ্যম স্কুল এখানে রয়েছে। চা বাগান ও বনবস্তি এলাকার হিন্দি ও নেপালিমাধ্যমের স্কুলগুলির ফলাফল জেলার গড় রেজাল্টে প্রতিবছর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, সেটা পরিসংখ্যানেই পরিষ্কার। তবে এর থেকে উদ্ধারের ভাবনা কোনও তরফেই নেই। এমনকি, এনিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চান না হিন্দি বা নেপালিমাধ্যমের স্কুলগুলির পরিচালক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকরা।

চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় পড়ুয়াদের দৈনিক গড় উপস্থিতি ভয়াবহ বলে মেনে নিচ্ছেন শিক্ষা প্রশাসনের কর্তারা। সেই পরিস্থিতির বদল চাইলে স্কুলের বাইরেও যে কাজ দরকার সেটাও মেনে নেন সকলে। তবে কাজটা করবে কে, তা নিয়ে চলে দায় ঠেলাঠেলি। বহু অনুরোধেও নাম প্রকাশে নারাজ জেলার এক হিন্দিমাধ্যম স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ভাষায়, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে মিড-ডে মিল নেই।

চা বাগানের পড়ুয়ারা পড়ার চাইতে দু'পয়সা রোজগার করে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে বেশি আগ্রহী। এই অবস্থায় পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হওয়ার আশা করাটা বেশি চাওয়া হয়ে যায়। স্কুলের গণ্ডির বাইরে বাগানের পরিস্থিতি বদল আমাদের হাতে নেই।

কৃষি বলয়, সামান্য শহুরে এলাকা, চা বাগান, বনবস্তি অধ্যুষিত এই জেলার উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার উন্নতিতে মূল সমস্যা হয়তো এই হাত না থাকা বা হাত তুলে দেওয়ার প্রবণতা। এইসব সমস্যাকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আসছে। জেলাকে লাস্ট বয় করে ক্যালেন্ডারে বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। মেধাতালিকা বা পাশের হারে উন্নতি হচ্ছে না জলপাইগুড়ি জেলার।

তথ্য সহায়তা- সন্তু চৌধুরী, অনুপ সাহা, রহিদুল ইসলাম, শুভ দত্ত, জিষ্ণু চক্রবর্তী, শুভজিৎ দত্ত, কৌশিক দাস

মায়ের শ্লীলতাহানি, মেয়েকে হুমকি

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : কয়েকমাস আগে ফুলবাড়িতে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল এক বিবাহিত তরুণীকে। বিষয়টি স্থানীয় মাতব্বররা মিটমাট করে দেওয়ার জন্য সালিশি সভাও ডেকেছিল। সেই ঘটনার জেরে পুনরায় অশান্তি সৃষ্টি হয় রবিবার রাতে। সেইসময় তরুণীর শ্লীলতাহানি করার পাশাপাশি তাঁকে মারধরের অভিযোগ ওঠে এলাকারই কয়েকজনের বিরুদ্ধে।

তাতেই অবশ্য ক্ষান্ত হয়নি অভিযুক্তরা। অভিযোগ, তরুণীর স্বামী ও পাঁচ বছরের মেয়ের গায়ে হাত তোলার পাশাপাশি ওই একরত্তিকেও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার বিবরণ জানিয়ে সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে।

বৃষ্টিস্নাত বিকেলে স্কুল ছুটির পর পড়ুয়ারা। গ্রাসমোড় চা বাগানে।

স্কুলছুট পড়ুয়াদের ফেরাতে উদ্যোগ

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে গরহাজির পড়ুয়াদের স্কুলে ফেরত আনতে উদ্যোগ নিল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন। জেলা শাসকের নির্দেশে ডিআই-এর (প্রাথমিক) তরফে সোমবার সমস্ত শিক্ষা সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে এব্যাপারে কী করণীয় তা বিশদে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যে সকল পড়ুয়ারা দীর্ঘদিন স্কুলে আসছে না তাদের বাড়িতে যাওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু সহ সংশ্লিষ্ট স্কুলের অতিরিক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। শিক্ষক ও শিক্ষাবন্ধুরা স্কুলে না আসার কারণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ফের তাদের স্কুলমুখী করার উদ্যোগ নেবেন। এবিষয়ে প্রধান শিক্ষকদের কাছে একটি রিপোর্টও পেশ করবেন তাঁরা। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদেরও গরহাজির পড়ুয়াদের বিষয়টি যাচাই করে দেখতে পড়ুয়াদের বাড়িতে যেতে বলা হয়েছে। প্রাথমিক স্কুলগুলির পাশাপাশি একই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে উচ্চপ্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রেও।

ডিআই (প্রাথমিক) শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'স্কুলে নিয়মিত না এলে শিক্ষার মান ভালো হতে পারে না। সেকারণেই এমন উদ্যোগ।' ডিআই (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে জানিয়েছেন, তাদের তরফেও স্কুলগুলির কাছে নির্দেশিকা পাঠানো হচ্ছে। গত ৩০ অগাস্ট শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয় নিয়ে জেলা শাসক শামা পারভিনের পৌরোহিত্যে জলপাইগুড়িতে একটি প্রশাসনিক বৈঠক হয়েছিল। সেখানে বহু পড়ুয়ার স্কুলে দীর্ঘদিন গরহাজির থাকার সমস্যাটি উঠে আসে। জেলা শাসক বিষয়টি নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। এদিন ডিআই (প্রাথমিক) অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে যে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন তাতে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জানানো হয়েছে, টানা ১৪ দিন বা তার বেশি যে পড়ুয়ারা স্কুলে অনুপস্থিত থাকছে তাদের একটি তালিকা তৈরি করে আগামী সাতদিনের মধ্যে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে পেশ করতে। এরপর প্রতিটি শিক্ষা সার্কেল ওই পড়ুয়াদের বাড়ি যাওয়ার জন্য একটি নির্ঘণ্ট তৈরি করবে। এতে পার্শ্বশিক্ষক, শিক্ষাবন্ধু ও অতিরিক্ত শিক্ষকরা থাকবেন। পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট তৈরি হবে। যা প্রধান শিক্ষক হয়ে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে যাবে।

কী করণীয়

- প্রতিটি শিক্ষা সার্কেলগুলির অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকদের বেশ কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে
- স্কুলগুলিতে মাসে ১০টি সভাতে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকরা শিক্ষাবন্ধু ও এডুকেশন সুপারভাইজারদের উপস্থিতির নির্দেশ
- সেই রিপোর্ট জমা দিতে হবে ডিআই-এর কার্যালয়ে

প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেলের চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের দ্রুত বিচারের দাবিতে সারা রাজ্যের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলায় বিরাম নেই আন্দোলনে। অপরাধীর সর্বোচ্চ শাস্তি এবং ধর্ষণ ও খুন সংক্রান্ত আইন পরিবর্তনের দাবিতে সোমবার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন জেলা শাসক, মাল মহকুমা শাসক ও সব বিডিওর দপ্তরে ও মেডিকেল কলেজে ধর্নায় বসেছিল।

একই দাবিতে মালে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। মাল শহরের ঘড়ি মোড়ে ওই কর্মসূচিতে শহরের বিভিন্ন প্রান্তের সমর্থকরা যোগ দিয়েছিলেন। গয়েরকাটায় মিছিল করে শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মহল। গয়েরকাটা ফুটবল ময়দান থেকে মিছিল নেতাজি মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত গিয়ে নিহত চিকিৎসকের আত্মার শান্তি কামনায় নীরবতা পালন করে। মোমবাতি জ্বালানো হয়।

ঘরছাড়া তরুণী উদ্ধার

দুর্ব্যবহার করেন সৎমা-ভাই, বেঙ্গালুরুর উদ্দেশে রওনা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : সৎমা ও ভাইয়ের দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে ঘর ছেড়েছিলেন ময়নাগুড়ির এক তরুণী। ভেবেছিলেন, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে পাড়ি দেবেন বেঙ্গালুরু। সেই মোতাবেক সোমবার ওই তরুণী চলে এসেছিলেন নিউ জলপাইগুড়ি রেলস্টেশনে। যদিও শেষপর্যন্ত রেলকর্মী ও দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরামের সহযোগিতায় তাঁকে ঘরে ফেরানো হয়। ফোরামের সভাপতি অমিত সরকার বলেন, 'তরুণীকে সুরক্ষিতভাবে ঘরে ফেরানো হয়েছে।'

২৪ বছরের ওই তরুণী চলতি বছর স্নাতকোত্তর সম্পূর্ণ করেছেন। পরিবার সূত্রের খবর, ১৩ বছর আগে তাঁর মা মারা যান। এরপর মেয়েটির বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। অভিযোগ, সৎমা এবং ভাই তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন না। বাবাও যত্নশীল নন। সেই অভিমানেই বাড়ি ছাড়ার ভাবনা।

সোমবার দুপুরে তরুণীকে কার্যত বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর কথায়, 'বাড়িতে সকলে দুর্ব্যবহার করে। কেউ ভালোবাসে না। সেই কারণে অজানার পথে পা বাড়িয়েছিলাম।' এভাবে একা বেরোতে ভয় হয়নি? তরুণীর জবাব, 'চারিদিকে বিভিন্ন ঘটনার কথা শুনেছি। রাগের বশে মাথায় কিছু আসেনি। কিন্তু এখন ভয় করছে।' পরে ময়নাগুড়ি থেকে এনজেপিতে আসেন তাঁর পিসি। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা পিসিও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এদিন সকাল দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ময়নাগুড়ির ওই তরুণী। এনজেপি স্টেশনে টিকিট কাউন্টারের সামনে তাঁকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন রেলকর্মীরা। তাঁরা তরুণীর সঙ্গে কথা বলেন। এক মহিলা রেলকর্মী জানান, তরুণীর কথাবার্তায় অসংগতি দেখে তাঁকে ভেতরে ডেকে বসানো হয়। খবর পেয়ে লিগ্যাল এইড ফোরামের সভাপতি সেখানে আসেন। কিছুক্ষণ পর একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য রাকেশ দত্তও হাজির হন।

> পরিবারে একে অপরের প্রতি আরও বেশি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। মেয়েটি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। পরিবারের লোককে বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রশাসনকেও বলা হয়েছে। ফের দুর্ব্যবহার করা হলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।
>
> **অমিত সরকার,** সভাপতি
> *দার্জিলিং লিগ্যাল এইড ফোরাম*

দুপুর একটা থেকে বিকেল প্রায় চারটা পর্যন্ত তরুণীকে ঘরে ফেরানোর চেষ্টা চলে। শেষপর্যন্ত রেল, প্রশাসন সহ বিভিন্ন জায়গায় জানিয়ে উপযুক্ত প্রমাণের ভিত্তিতে মেয়েটিকে পিসির হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অমিত বলেছেন, 'পরিবারে একে অপরের প্রতি আরও বেশি সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন। মেয়েটি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত। পরিবারের লোককে বিষয়টি জানানো হয়েছে। প্রশাসনকেও বলা হয়েছে। ফের দুর্ব্যবহার করা হলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।'

অন্যদিকে, তরুণীকে ঘরে ফেরাতে পেরে খুশি রেলকর্মী শুভদীপ দত্ত, তনুশ্রী মুখোপাধ্যায়রাও।

১৩ বছর ধরে বন্ধ সেচপ্রকল্প

ক্রান্তি, ২ সেপ্টেম্বর : রহমতটারিতে রিভার লিফট ইরিগেশন প্রকল্পটি পুনরায় চালু করার দাবি উঠল কৃষকদের তরফে। ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ মাঝগ্রামের রহমতটারিতে দীর্ঘদিন আগে প্রকল্পটি চালু ছিল। গত ১৩ বছর ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে সেটি। প্রকল্পটি চালু থাকার সময় প্রায় ১৫০-২০০ হেক্টর জমিতে বছরে দুই থেকে তিনবার চাষ করতে পারতেন কৃষকরা। প্রকল্পটি বন্ধ হওয়ায় পরে জমিগুলো এখন একফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার কয়েকশো কৃষক। এবিষয়ে ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে শীঘ্র যোগাযোগ করা হবে।'

১৯৮৩ সালে এই প্রকল্পটি শুরু হয়। ২০-২৫ বছর ভালোভাবে চলার পর দুষ্কৃতীদের হামলায় কৃষিজ নানান যন্ত্রপাতি চুরি হতে শুরু করে। ১৩ বছর আগে প্রকল্পটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে কৃষকদের দুর্দশার ছবিটা আবারও সামনে আসে। প্রকল্পটি বন্ধ থাকার সুযোগে সেখানকার জিনিসপত্র চুরি হওয়ার পাশাপাশি প্রকল্পের জমিও দখল হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। এলাকার চাষিরা একত্র হয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তাঁদের সমস্যার কথা লিখিত আকারে জানিয়েছেন। তাঁদের এই দাবি খতিয়ে দেখতে আধিকারিকরা এলাকায় এসে প্রকল্পটি চালুর ব্যাপারে আশ্বাসও দেন। কিন্তু আশ্বাস অধরাই থেকে গিয়েছে। তাই গ্রামবাসীর ক্ষোভের পারদ দিন-দিন চড়ছে।

কৃষক বজলুর রহমানের কথায়, 'নিজেদের টাকা খরচে জলসেচ করে চাষ করার মতো পরিস্থিতি আমাদের নেই। এখন সংসার চালাতে রীতিমতো হিমসিম খাচ্ছি। দ্রুত প্রকল্পটি চালু হওয়া দরকার।'

অন্য কৃষকদের বক্তব্য, ধানের পাশাপাশি জমিগুলোতে গম, আলু সহ অন্যান্য আবাদ করা যেত। প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জমিগুলি আবার এক ফসলি জমিতে পরিণত হয়েছে। ধান ছাড়া সেখানে আর কিছু ফলনেরই উপায় নেই।

বন্ধ নিলামকেন্দ্র খুলতে আশাবাদী সাংসদ

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : বন্ধ থাকা জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র খোলার ব্যাপারে আশাবাদী জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়।

\আইটিপিএ'র সভাকক্ষে সোমবার দুই টি বোর্ডের সদস্য, ক্রেতা-বিক্রেতা ও ব্রোকার প্রতিনিধিদের নিয়ে সাংসদ প্রায় দেড় ঘণ্টা বৈঠক করেন।

পরে সাংসদের দাবি, 'আমি খুব পজিটিভ মানসিকতার মানুষ। জলপাইগুড়িতে দ্রুত চা নিলামকেন্দ্র খুলবে।' কিন্তু কবে খুলবে নির্দিষ্টভাবে দিনক্ষণ ঘোষণা করেননি সাংসদ। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। তিনি কেন্দ্রটি খোলার আশ্বাস দিয়েছেন। এনিয়ে প্রায়ই নিরাশ হয়ে পড়ি। বায়ার্স-সেলার্স ও ব্রোকাররা প্রথমে নারাজ হলেও এখন ঐকমত্যে পৌঁছেছে।' জলপাইগুড়িতে প্রায় দুশোর বেশি ক্ষুদ্র চা বাগান রয়েছে। এখান থেকে প্রক্রিয়াকরণের পর সহজেই নিলাম করা যায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

নজরদারি।। গঙ্গারামপুরের নয়াবাজারে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন সঞ্জীব সরকার।

প্রথম সেতু পাচ্ছে জিতি চা বাগান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ সেপ্টেম্বর : স্বাধীনতার পর প্রথম সেতু পাচ্ছেন ডেভিড, ফিরোজরা। এঁরা সকলে জিতি চা বাগানের ভুটান সীমান্তের দুটি শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দা। সেখানে বিরসাঝোরার ওপর এই প্রথম সেতু তৈরি হচ্ছে। এতদিন এলাকাবাসী লোহার পিলারের ওপর বাঁশের সাঁকো দিয়ে প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতেন।

আর কয়েকমাসের মধ্যে তাঁদের আর সেই দুর্ভোগ পোহাতে হবে না। গোপাল লাইনের মহম্মদ ফিরোজের কথায়, 'প্রতিবছর বর্ষাকালে ওই ঝোরাটা দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেত। সেতুটা তৈরি হলে সেই দুর্ভোগের অবসান ঘটতে চলেছে।'

সোমবার অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দে নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির তরফে সেতুর কাজের শিলান্যাস হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'সেতু তৈরিতে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ হবে। এর থেকে বেশি ভালো খবর বাসিন্দাদের কাছে আর কিছু হতে পারে না।'

ভুটান পাহাড়ের একটি ঝরনা নেমে এসে সেখানে ঝোরার আকারে লাগোয়া জিতি নদীতে মিশেছে। ওই ঝোরাটির স্থানীয় নাম বিরসাঝোরা। জিতি ও বিরসা লাইন নামে দুটি শ্রমিক মহল্লার মধ্যে যাতায়াত করতে হলে ওই ঝোরা পার হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

আরেক স্থানীয় ডেভিড তিরকি বলেন, 'এই সেতুর মাধ্যমে এলাকায় পর্যটনের সম্ভাবনাও তৈরি হতে পারে বলে মনে করি।'

যখন ভুটান সীমান্তে তারজালির বেড়া ছিল না, তখন বিকল্প রাস্তা থাকলেও এখন আর ঝোরা এড়িয়ে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। বিখ্যাত জিতি নদীর ধারে বেড়াতে গেলেও ঝোরা পার হতে হয়। এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আনাস্তিসিয়া তিরকি বলেন, 'একটা সময় বাগান পরিচালকের তরফে সেখানে লোহার রডের ওপরে কাঠ পেতে একটা অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কয়েক বছর আগে সেই পাটাতন জলের তোড়ে ভেঙে যায়। এরপর সেই ভাঙা অংশে বাঁশের সাঁকো তৈরি করে কোনওরকমে হেঁটে যাতায়াত করতেন স্থানীয়রা।'

বিরসাঝোরার এখানে সেতুটি তৈরি হবে।

এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে ছিলেন চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রমেশ তিরকি, সমাজসেবী প্রেম ছেত্রী, জিতি চা বাগানের শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক পার্থ ভাদুড়ি প্রমুখ।

সচেতনতা শিবির

চালসা, ২ সেপ্টেম্বর : মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত রুখতে সোমবার দক্ষিণ ধূপঝোরা ভবেশ্বরপাড়ায় গ্রামবাসীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির করা হল।

এখন জমিতে ধান লাগানোর পরেও হাতির হানা অব্যাহত রয়েছে। সেসব রুখতে বন দপ্তরের তরফে ওই সমস্ত এলাকায় কুইক রেসপন্স টিম গঠন করে দেওয়া হয়েছে।

সেই টিমের কাজ নিয়ে এদিন আলোচনা করেন খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, পরিবেশপ্রেমী শাবুল হক, সর্পপ্রেমী দিবস রাই প্রমুখ।

রক্তদান শিবির

বানারহাট, ২ সেপ্টেম্বর : বানারহাট লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে সোমবার একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হল। মহারাজ অগ্রসেন ম্যাগনাম ব্লাড সেন্টারের সহায়তায় বানারহাট বাজারে শিবিরটি হয়। বানারহাট লায়ন্স ক্লাবের রক্তদান ইউনিটের চেয়ারম্যান সন্তোষকুমার প্রসাদ জানান, এদিন মোট ৬০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

জঙ্গল খোলার আগে আগাছা সাফ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : গত তিন মাস ধরে বন্ধ গরুমারা ও চাপড়ামারির জঙ্গল। পর্যটকদের আনাগোনাও নেই। তাই জঙ্গলের রাস্তাগুলোর দিকে এতদিন কারও নজর ছিল না। গাড়ি চালাতেই রীতিমতো ভয় পাচ্ছিলেন চালকরা। আর পাবেন নাই বা কেন? জঙ্গলের ভিতরে রাস্তার বাঁকে বাঁকে হাতির ভয় তো রয়েইছে। সাবধানতা অবলম্বন না করলে মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা থাকে। তার ওপর লাটাগুড়ি জঙ্গলের প্রায় গোটা রাস্তা ঝোপঝাড়ে ঢেকে যাওয়ায় রাস্তার একদিক থেকে অন্যদিকের দৃশ্যমানতাও কমে আসছিল। এমনকি রাস্তার দু'পাশে রোড সাইনেজ, রোড রিফ্লেক্টরও দেখা যাচ্ছিল না।

এদিকে, হাতে মাত্র আর ১৪ দিন বাকি গরুমারা ও চাপড়ামারির জঙ্গল খোলার। পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়বে ডুয়ার্সে। শুরু হবে জঙ্গলপথে জিপসি সাফারি। এই পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তার দু'ধারে ঝোপঝাড় কাটতে শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর। সোমবার টিলাবাড়ি এলাকার সামনে থেকে চালসার আগে মঙ্গলবাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে ঝোপঝাড় কেটে সাফ করা হয়েছে।

গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেনের কথায়, '১৬ সেপ্টেম্বর থেকে জঙ্গল পুনরায় খুলে যাচ্ছে। এই জঙ্গলপথের দু'ধারে ঝোপঝাড় গজিয়ে ওঠায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছিল। পূর্ত দপ্তর ঝোপঝাড় পরিষ্কার করাতে এখন আর কোনও সমস্যা হবে না।'

লাটাগুড়ি থেকে জিপসি সাফারির টিকিট নিয়ে জঙ্গলপথের রাস্তা ধরেই সাফারিতে যেতে হয় পর্যটকদের। লাটাগুড়ির বেসরকারি ও সরকারি রিসর্ট থেকেও পর্যটকদের একই পথ ধরে যাতায়াত করতে হয়। এছাড়া, ওই জঙ্গলপথ ধরেই চালসা, মালবাজার, ধূপঝোরা, মূর্তি, ঝালং, বিন্দু যায় সকলে। গাড়ির চালক বিরাট মাহালি বলেন, 'মাঝেমধ্যেই চা বাগানের কাজে আমাকে ওই জঙ্গলের রাস্তা দিয়েই চলাচল করতে হয়। কিন্তু রাস্তার দু'ধারে এত ঝোপঝাড় হয়ে গিয়েছিল যে গাড়ি বাঁক নেওয়ার সময় ঝোপঝাড়ের জন্য দৃশ্যমানতার সমস্যা হচ্ছিল। এমনকি ঝোপঝাড় উঁচু হয়ে যাওয়ায় কখন হাতি বেড়িয়ে রাস্তায় উঠে আসছিল আগে থেকে বোঝাই যাচ্ছিল না।'

লাটাগুড়ির জঙ্গলপথের দু'ধারের ঝোপঝাড় কেটে ফেলা হচ্ছে।

লাটাগুড়ি রেলগেটের পর থেকে শুরু হওয়া পূর্ত দপ্তরের রাস্তাটি চালসা হয়ে মালবাজার পর্যন্ত চলে গিয়েছে। কিন্তু গরুমারার গেটের আগেই জঙ্গলের রাস্তা শেষ হয়েছে। ১৬ জুন থেকে তিন মাসের জন্য জঙ্গলে ভ্রমণ বন্ধ থাকায় জঙ্গলের রাস্তার দু'পাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হয়নি। বিষয়টি বন দপ্তর, পুলিশ ও পূর্ত দপ্তরকে জানাতেই ঝোপঝাড় কাটার কাজ শুরু করে পূর্ত দপ্তর। পূর্ত দপ্তরের সাফাই বিভাগের সুপারভাইজার দুর্জন কোড়ার কথায়, 'দপ্তরের নির্দেশেই ঝোপঝাড় কেটে ফেলা হচ্ছে। দূর থেকেও যাতে দেখা যায় তেমনভাবেই কাটা হচ্ছে ঝোপগুলি। আড়াই মাসে ঝোপগুলি অনেক উঁচু হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল।'

চাকরি

হরিয়ানায় গণপিটুনিতে মৃত বাংলার শ্রমিক সাবির মোল্লার পরিবারের একজনকে চাকরি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ওই চাকরি কে করবেন তা পরিবারের সদস্যরা ঠিক করবেন।

কীর্তির স্ত্রীবিয়োগ

প্রয়াত হলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদের স্ত্রী। সোমবার সকালে তিনি প্রয়াত হন। শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মঘাতী

নিজের লোককে চাকরি দেওয়ার জন্য কোতুলপুরে পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষকে ২০ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু টাকা ফেরত না পেয়ে আত্মঘাতী হলেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী।

র‍্যাশন দুর্নীতি

র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী। ইডি'র তদন্তে নয়া তথ্য উঠে এসেছিল।

প্রতিবাদী রূপান্তরকামী সাসপেন্ড

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : শাসকদলবিরোধী কর্মসূচিতে শামিল হওয়ায় এক রূপান্তরকামী শিক্ষিকাকে চাকরি থেকে সাসপেন্ড করার অভিযোগ ওঠে। তাই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। এই মামলায় সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে ১৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন আপিল কমিটি গঠন করে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগের নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন।

মহার্ঘভাতা, নিয়োগ দুর্নীতি, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন বৃদ্ধির দাবিতে প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন ওই শিক্ষিকা। তাঁর আন্দোলনে অংশগ্রহণের ছবি বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তারপরই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ তাঁকে সাসপেন্ড করে। তিনি মহেশতলার গণিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ছিলেন। তাঁকে সাসপেন্ড করার যথাযথ কারণ দর্শাতে পারেনি সংসদ। তাঁর বিরুদ্ধে যে চার্জশিট দেওয়া হয়, সেখানেও যথাযথ কারণ উল্লেখ করা হয়নি। ১৪ মাস পেরিয়েছে। এখনও স্কুলে যোগ দিতে পারেননি তিনি।

রাজ্যকে কোর্টের ভর্ৎসনা

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : নবান্ন অভিযানের আগের রাতে ৪ ছাত্রনেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়ল রাজ্য সরকার। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ প্রশ্ন করেন, 'কীসের ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেপ্তার করল পুলিশ? আর কীসের ভিত্তিতেই বা ছেড়ে দেওয়া হল? এভাবে চললে তো পুলিশ যাঁকে খুশি গ্রেপ্তার করবে আবার ২৪ ঘণ্টা পর ছেড়ে দেবে।' ঘটনায় রাজ্যের থেকে তদন্ত রিপোর্ট তলব করেছেন বিচারপতি।

হাজিরার নির্দেশ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : পূর্ব মেদিনীপুরের শীতলপুর গ্রামপঞ্চায়েতের সিপিএমের প্রধান পদপ্রার্থীকে বোর্ড গঠনের আগে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ফলে তৃণমূলের প্রার্থীকে প্রধান পদে বসানো হয়। আবেদনকারীর আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, 'শাসকদলের প্রতিনিধিকে প্রধানের পদে বসানোর জন্যই সিপিএমের প্রার্থীকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।' এই মামলায় বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ বোর্ড গঠনের দিনের ভিডিও ফুটেজ সহ তদন্তকারী পুলিশ অফিসারকে আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেয়।

জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : বসিরহাটের অন্যতম জনপ্রিয় ইয়ংস্টার ক্লাবের পুজো। কিন্তু মার্টিন বার্নের রাস্তা আটকে পুজো হওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

দু'পক্ষই যখন মুখোমুখি

একদিকে ডাক্তাররা, অন্যদিকে পুলিশ। মাঝে ব্যারিকেড। সোমবার কলকাতায় জুনিয়ার ডাক্তারদের লালবাজার অভিযানের সময়। ছবি : আবির চৌধুরী

প্রতীকী শিরদাঁড়া হাতে মিছিল, পরে অবস্থান

লালবাজারে ডাক্তাররা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : হাতে গোলাপ ফুল, বুকে কালো ব্যাজ, আবার কারও হাতে প্রতীকী শিরদাঁড়া। কলেজ স্কোয়ার থেকে লালবাজারমুখী জুনিয়ার ডাক্তারদের বিক্ষোভ মিছিলে সোমবার শামিল হলেন কয়েকশো ডাক্তার। আরজি কর কাণ্ডে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ চেয়ে এই মিছিল। যদিও লালবাজারের ৫০০ মিটার আগে আটকে দেওয়া হয় মিছিল। সেখানেই বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। রাত পর্যন্ত চলে সেই বিক্ষোভ। জুনিয়ার ডাক্তারদের দাবি, লালবাজার পর্যন্ত তাঁদের যেতে দিতে হবে। পুলিশ যা দিতে নারাজ।

দুপুর ২টোর আগে থেকেই জুনিয়ার ডাক্তাররা কলেজ স্কোয়ারে জড়ো হতে থাকেন। আন্দোলনকারী ডাক্তারের সংখ্যা বাড়তে থাকে। পাঁচ দফা দাবি নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্টের এই লালবাজার অভিযান। আন্দোলনরত ডাক্তারদের পাশে এসে দাঁড়ান কামদুনির মৌসুমি ও টুম্পা কয়াল। তাঁরা বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় যেভাবে কলকাতা পুলিশ প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছে, ধামাচাপা দিয়েছে, তা নিন্দনীয়। কামদুনির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিল। এই জন্য আজও অপরাধীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

দুপুর ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়। মিছিলে যোগদানকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের সকলের হাতে লাল গোলাপ। পুলিশ লাঠিচার্জ করলে তাঁদের হাতে এই লাল গোলাপ তুলে দেওয়া হবে বলেও জানান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তার দেবলীনা দোলুই, অতনু মণ্ডল প্রমুখ। আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের অন্যতম নেতা ডক্টর অনিকেত মাহাতো বলেন, 'প্রতীকী শিরদাঁড়াও আনা হয়েছে। রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে সেই শিরদাঁড়া পুলিশ কমিশনারকে দেওয়া হবে।'

ওই সময় মিছিলের ছবি তুলতে দেখা যায় বেলজিয়াম থেকে এদেশে ঘুরতে আসা বয়স্ক দম্পতি সিবিন ও বিউ-কে। তাঁদের দেশেই আরজি করের ঘটনা খবরের কাগজে পড়েছেন। এখানে বেড়াতে এসে তাই সাগ্রহে ডাক্তারদের আন্দোলনের ছবি তোলেন। বলেন, 'যে কোনও পরিস্থিতিতে ধর্ষক ও খুনিদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।'

> প্রতীকী শিরদাঁড়া আনা হয়েছে। রজনীগন্ধার মালা জড়িয়ে সেই শিরদাঁড়া পুলিশ কমিশনারকে দেওয়া হবে।
>
> **ডাঃ অনিকেত মাহাতো**
> *আন্দোলনকারীদের অন্যতম নেতা*

এরপর মিছিল চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ হয়ে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট দিয়ে লালবাজারের দিকে যায়। ওইসময় ওই রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তবে বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেওয়া হয় আন্দোলনকারীদের। তবে ব্যারিকেড না ভেঙে রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ডাক্তাররা। বিনীত গোয়েলের কুশপুতুল দাহ করা হয়। ডাক্তারদের দাবি, হয় তাঁদের লালবাজারে যেতে দিতে হবে, না হলে সিপিকে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অথবা তাঁকে পদত্যাগ করতে হবে। এজন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয় পুলিশকে। সেই কথা অবশ্য মানেনি পুলিশ। ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় এসে বলেন, 'দাবিমতো আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তারদের ২০ জনের প্রতিনিধি দলকে যেতে দেওয়া হবে। তবে লালবাজারের দিকে সবাইকে যেতে দেওয়া সম্ভব নয়।' ডাক্তাররাও নিজেদের দাবিতে অনড় থাকেন। মাইকে বাজতে থাকে অরিজিৎ সিংয়ের গান 'আর কবে, আর কবে, চোখ মেলে তাকাবে'। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভকারীরা মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা জানান, ৪৮ ঘণ্টা টানা ডিউটি করতে পারলে, দাবি আদায়ে সারারাত বসে থাকতে পারবেন।

শংকর অসহযোগ আন্দোলন চান

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ইস্যুতে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে এবার অসহযোগ আন্দোলন চান উত্তরবঙ্গের বিজেপি নেতা শংকর ঘোষ। এদিন ধর্মতলার ধর্নামঞ্চে শংকর বলেন, 'স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রিটিশ সরকারকেও টলিয়ে দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন। আরজি কর সহ রাজ্যের অন্যান্য ধর্ষণের ঘটনার জন্য দায়ী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর তাঁর সরকার। আরজি করের দায় মাথায় নিয়ে তাই মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে রাজ্যজুড়ে সরকারের বিরুদ্ধে সমস্তরকম অসহযোগ বা আইন অমান্যের মতো আন্দোলনে নামতে হবে বিজেপিকে।

আরজি করের দোষীদের শাস্তি ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে রাজ্যস্তরে ধর্না কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। প্রথম দফায় শ্যামবাজারে পাঁচদিনের ধর্নার পর ধর্মতলায় সাতদিনের ধর্না চলছে বিজেপির। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দফার সেই ধর্না শেষ হওয়ার পর দাবি না মেটা পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্না চালিয়ে যেতে আদালতে যেতে চায় বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে আরজি করের দাবি আদায়ের আন্দোলনকে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতে দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও ধর্নামঞ্চ শুরু হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, কালচিনির ধর্ষিতাদের এই মঞ্চে শামিল করে রাজ্যজুড়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক ও বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। 'আমার মেয়ের বিচার চাই' এই দাবিতে উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গকে শামিল করে ধর্ষণবিরোধী প্রতিবাদী মঞ্চ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর শংকর।

এদিন শংকর বলেন, 'দাবি আদায়ে বিরোধীদের নিত্যনতুন পথের সন্ধান করতে হবে। কোনও একটি নির্দিষ্ট দাবি বা আন্দোলনের মধ্যে থেমে থাকলে হবে না। সরকারকে বাধ্য করতে প্রয়োজনে সরকারের সঙ্গে সমস্ত ক্ষেত্রে অসহযোগিতার পথে নামতে হবে রাজ্যবাসীকে। আমাদের লক্ষ্য, নির্যাতিতার পরিবারকে বিচার দেওয়া। তার জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পদত্যাগ করতে বাধ্য করতে হবে আমাদের। রাজ্য সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে পেন ডাউনের মতো প্রতীকী প্রতিবাদ কর্মসূচি নিয়েও দলে আলোচনা চেয়েছেন শংকর।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যজুড়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কী কী সমস্যা হচ্ছে তা নিয়ে সোমবার বিকালে নবান্নে বৈঠকে বসলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগম। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালগুলিতে পরিষেবা কেমন চলছে, অস্ত্রোপচার সব জায়গায় হচ্ছে কি না, সিনিয়ার চিকিৎসকরা কীভাবে হাজির হচ্ছেন তা নিয়ে স্বাস্থ্য সচিবের কাছে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। গত ৭ দিনে চিকিৎসকদের আন্দোলনের জেরে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। তার মধ্যে এক সদ্যোজাত শিশুও রয়েছে। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে স্বাস্থ্য সচিবকে নির্দেশ দেন। মঙ্গলবারই বিধানসভায় পেশ হবে ধর্ষণ বিরোধী কঠোর বিল। তার আগে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজ 'অপরাজিতা মহিলা ও শিশু বিল'

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার বিধানসভায় আসতে চলেছে নারী ও শিশু নির্যাতনবিরোধী বিশেষ বিল। সোমবারই বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়। সেখানেই সরকারপক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মঙ্গলবার বেলা ১১টায় 'অপরাজিতা মহিলা ও শিশু বিল ২০২৪' পেশ করবেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। এরপর বিধানসভায় বিলটি নিয়ে আলোচনা হবে। শেষে এই বিল পাশ করাবে সরকার। যেহেতু এই মুহূর্তে রাজ্য সরকারের হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তাই বিল পাশ করানো সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছে রাজনৈতিকমহল। বিল পাশের পর তা সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যপালের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। রাজ্যপাল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিলের অনুমোদন না দিলে রাজভবনে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসবেন তৃণমূলের মহিলা নেতা ও কর্মীরা। বিলের ওপর আলোচনায় অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভার অধিবেশন শুরুর আগে বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসে। সেখানেই সিদ্ধান্ত হয়, মঙ্গলবার বেলা ১১টায় এই বিল পেশ হবে।

বিধানসভা সূত্রে খবর, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতায় যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ ও গণধর্ষণ সংক্রান্ত যে আইন রয়েছে, বাংলার ক্ষেত্রে তার কিছুটা সংশোধন আনা হচ্ছে। দ্রুত বিচারের জন্য ও নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে বাংলায় নিরাপদ পরিবেশ তৈরির জন্য নতুন বিলে বেশ কিছু বিধি যোগ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। বিধানসভা সূত্রে খবর, যে বিল পেশ হতে চলেছে, তাতে বিধিগুলির মধ্যে রয়েছে দ্রুত বিচারের বিধান, ডেডিকেটেড বিশেষ আদালত, ডেডিকেটেড তদন্তকারী দল, এই তদন্তকারী দলকে বিশেষ সুযোগসুবিধা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা, ন্যূনতম সাতদিনের মধ্যে গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে চার্জশিট পেশ, যেখানে মূল আইনে এক বছরের মধ্যে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে সেটা সংশোধন করে একমাসের মধ্যে শাস্তিবিধান, মূল আইনে কোনও থানায় ঘটনা নথিভুক্ত করার পর তা দু-মাসের মধ্যে তদন্ত শেষ করার কথা ছিল, এক্ষেত্রে তা সংশোধন করে ২১ দিনের মধ্যে করতে বলা হয়েছে। নতুন বিলে বলা হচ্ছে, যদি কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করতে পারছে না পুলিশ, সেক্ষেত্রে তদন্তের জন্য পুলিশ সুপার পদমর্যাদার কোনও অফিসারকে ১৫ দিন অতিরিক্ত সময় দেওয়া যাবে।

নতুন বিলে বলা হচ্ছে, ধর্ষণ প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানা অথবা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। গণধর্ষণের ক্ষেত্রেও আমৃত্যু কারাদণ্ড ও জরিমানা এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। ধর্ষণের পাশাপাশি ধর্ষণকারীর আঘাতে ধর্ষিতার মৃত্যু হলে অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানা হবে। ধর্ষিতা কোনও কারণে গুরুতর অসুস্থ বা কোমায় চলে গেলেও অভিযুক্তের মৃত্যুদণ্ড ও জরিমানা করা হবে। সব মামলা হবে জামিন অযোগ্য ধারায়। আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক বলেন, 'নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেই এই আইন আনা হচ্ছে। রাজ্য সরকার ধর্ষণকারীদের ফাঁসির সাজা চায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় আইন অনেক দুর্বল। তাই মূল আইনে আমরা কিছু সংযোজন করছি।'

নতুন বিধি

- দ্রুত বিচারের বিধান
- ডেডিকেটেড বিশেষ আদালত
- ডেডিকেটেড তদন্তকারী দল
- তদন্তকারী দলকে বিশেষ সুযোগসুবিধা
- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ
- ন্যূনতম সাতদিনের মধ্যে চার্জশিট পেশ
- একমাসের মধ্যে শাস্তিবিধান
- ২১ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ
- না হলে পুলিশ সুপারকে অতিরিক্ত সময়
- ধর্ষণের শাস্তি কারাদণ্ড ও জরিমানা অথবা মৃত্যুদণ্ড

মমতার আইনকে সমর্থন করবে বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : ধর্ষণ দমনে কেন্দ্রীয় আইন নয়, রাজ্যের প্রস্তাবিত বিলকেই সমর্থন করতে চলেছে রাজ্য বিজেপি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ধর্ষণ দমনে কঠোর আইন আনতে মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে বিশেষ বিল। নাম দ্য অপরাজিতা উওম্যান অ্যান্ড চাইল্ড (ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল লজ আমেন্ডমেন্ট) বিল ২০২৪। রাজ্যের প্রস্তাবিত এই বিলে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তর সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড। যদিও বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আইন, ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় মৃত্যুদণ্ড বা ফাঁসির কোনও বিধান নেই। তা সত্ত্বেও মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যের প্রস্তাবিত আইনকেই সমর্থন করতে চলেছে বিজেপি। আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর অপরাধীকে ফাঁসির দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই সেই দাবিতে গলা মিলিয়েছে বিজেপি।

দেশের আইনে ধর্ষণের দায়ে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল ৭ থেকে ১০ বছরের জেল। এমনিতে খুনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাজা হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল দেশের প্রচলিত আইনে। নির্ভয়া কাণ্ডের বীভৎসতা সারা দেশের জনমানসে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল, তার জেরে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হয়েছিল। নির্ভয়া কাণ্ডের রায় নিয়ে দেশের মানবাধিকার সংগঠন ও আইনজীবীদের একাংশ সহমত ছিলেন না। নির্ভয়া কাণ্ডের বিচারের সঙ্গে যুক্ত ও দীর্ঘদিন ধরে দেশের বিভিন্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত লড়াই করা আইনজীবী পার্থ দেবনাথের দাবি, 'সেই সময়ে আমরা হাইকোর্ট সহ দেশের একাধিক ফোরামের আলোচনায় পক্ষ দিয়ে তথ্য পরিসংখ্যানের মাধ্যমে দেখিয়েছিলাম, ধর্ষণের দায়ে দোষীকে মৃত্যুদণ্ড দিলে ধর্ষণ কমে না বরং অপরাধী তার শাস্তির কথা মনে রেখে ধর্ষিতাকে খুন করে।' আরজি করের মৃতা ডাক্তার ছাত্রীর ন্যায় বিচারের ইস্যুটি জনমানসে এতটাই স্পর্শকাতর যে জেনেবুঝেও মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার বিরোধিতা করতে পারছে না বিজেপি। শুরুতে রাজ্যের প্রস্তাবিত নতুন আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে বিলের সমালোচনা করলেও শেষে রাজ্যের আনা বিলকেই সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি।

বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ মঙ্গলবারের বিল প্রসঙ্গে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নাটক করছেন। আপনি নাটক বন্ধ করুন। বিচার পেতে ধৈর্য ধরতে হবে।' বিজেপির আইনজীবী সেলের এক নেতার মতে, 'আমরাও জানি এটা কেন্দ্রীয় আইনের পরিপন্থী। বিল বিধানসভায় পাশ হলেও তা আইনে পরিণত হতে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দরকার। সেক্ষেত্রে এই বিলের পরিণতি খুব স্পষ্ট। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফাঁসির কথা বলে রাজনৈতিক সহানুভূতি কাড়তে চাইছেন। তাই এই পরিস্থিতিতে রাজ্য বিজেপির পক্ষেও এর বিরোধিতা করা রাজনৈতিক কারণেই অসম্ভব।'

কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠের দুই মুহূর্ত। সোমবার তথাগত চক্রবর্তী ও শান্তনু ভট্টাচার্যের ক্যামেরায়।

দলীয় নেতাদের কুকথায় ক্ষুব্ধ তৃণমূল

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : কুমন্তব্য থেকে দলের লোকেদের বিরত রাখতে কঠোর হচ্ছে তৃণমূল। দরকারে তাঁদের মুখ বন্ধ করতে দল থেকে সাসপেন্ড বা বহিষ্কারের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। দলের সর্বস্তরে তৃণমূল নেতৃত্বের এই জরুরি বার্তা দেওয়া হয়েছে। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে দল বেকায়দায় পড়েছে। এই চরম অস্বস্তি সরকার ও দলের পক্ষে এখনও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। তারই মধ্যে দলের সাংসদ, বিধায়ক, স্থানীয় নেতা ও পদাধিকারীদের কুমন্তব্য তৃণমূলকে রীতিমতো বিড়ম্বনায় ফেলছে। এই অস্থির পরিস্থিতিতে জটিলতা আরও বাড়ছে। যা মনঃপূত নয় নেতৃত্বের। এই নিয়ে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই ব্যাপারে তাঁর বিরক্তির কথা গোপন করেননি বলে দলীয় সূত্রের খবর। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী আজ নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের বাংলা-বিরোধী ভূমিকার কারণেই তিনটি বাংলা সংবাদ চ্যানেলে এখন থেকে আর তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি যাবেন না।

দলের মধ্যেই নানা কুকথা নিয়ে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী সহ নেতৃস্থানীয় আরও দু-একজনের সঙ্গে তৃণমূল সুপ্রিমোর কথা হয়েছে। অভিষেক তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে এই নিয়ে কথা বলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও নেতৃত্বের কেউই এদিন এব্যাপারে মুখ খোলেননি। তবে এধরনের আচরণ দল কখনওই অনুমোদন করে না বলে জানাচ্ছেন তাঁরা। আর এই অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে পিছপা নয় দল বলে দাবি করছেন তাঁরা। তাঁরাই জানালেন, এধরনের কুমন্তব্য করার অভিযোগে দল এদিনও একজন স্থানীয় তৃণমূল নেতাকে দল থেকে সাসপেন্ড করেছে। ভবিষ্যতের জন্য সতর্কও করা হয়েছে দলের কাউকে কাউকে। তৃণমূল নেতৃত্ব চাইছেন, আরজি কর ইস্যুতে দলের কেউ এমন কিছু মন্তব্য না করুন যাতে এই পরিস্থিতির মধ্যে দল আরও বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে। সেই ক্ষেত্রে দলের পক্ষে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না। আরজি কর ইস্যুকে হাতিয়ার করে বিরোধী বিজেপি, সিপিএম ও কংগ্রেসের মতো দলগুলির চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে পালটা প্রচার করতেই নির্দেশ দলনেত্রীর। তার মানে এই নয় যে এই ইস্যুতে দলের লোকেদের কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করতে হবে। এতে জটিলতা ও বিতর্ক এই পরিস্থিতিতে বাড়বে বই কমবে না। দল এটা কিছুতেই অনুমোদন করে না। দলের সর্বস্তরে এই বার্তাই দেওয়া হচ্ছে।

বঙ্গে সমন্বয় নেই, অসন্তোষ পদ্মে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর ইস্যুতে দলের লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচি চলছে ঠিকই। তবে তা চলছে বঙ্গ বিজেপির নেতৃত্বে সমন্বয়হীন পরিচালনার মধ্যেই। যা মোটেই মনঃপূত হচ্ছে না বিজেপির কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্বের। কিছুতেই বঙ্গ বিজেপির তিন শীর্ষ মাথাকে এক জায়গায় আনা যাচ্ছে না বলেই খেদ দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের। গেরুয়া শিবিরের খবর, বঙ্গ বিজেপির তিন শীর্ষ নেতা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ আরজি কর ইস্যুতে যে যাঁর মতো করে আন্দোলনের মধ্যে রয়েছেন। তবে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা আরও শক্তিশালী করার ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের এই পরিস্থিতির মধ্যে দলের কর্মসূচি ও পরিকল্পনা নিয়ে তিন শীর্ষনেতার মধ্যে একান্তে আলোচনা বা কথাবার্তাও হয়নি। এই সমন্বয়হীনতা নিয়েই প্রশ্ন কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্বের।

দলের শীর্ষ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে এরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত দুই কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষকের সঙ্গে আলোচনাও হয়ে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ধারণা, রাজ্যে সদ্য লোকসভা ভোটে দলের বিপর্যয়ের পর হঠাৎই আরজি কর ইস্যু এসে পড়ায় দলের কাছে একটা মস্তবড় সুযোগ হাজির। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ও সরকারকে আরও বেকায়দায় ফেলতে দল এই সুযোগে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে ঠিকই।

দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় আন্দোলনে রয়েছেন, তবে তাতে বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের মধ্যে কারও ধারণা, সমন্বয়ের এই অভাবই সদ্য লোকসভা ভোটে রাজ্যে দলে থাকার জন্যই বিজেপি আশানুরূপ ফল করতে ব্যর্থ হয়েছে। কোথাও যেন ছন্নছাড়া ভাব। যদিও আরজি কর নিয়ে বিচার চাইতে রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের অরাজনৈতিক আন্দোলন যেভাবে দিনদিন গতি পাচ্ছে ও শক্তিশালী হচ্ছে, সেটাই ভরসা। এদিন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের কারোর সঙ্গেই এই ব্যাপারে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। একমাত্র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ছাড়া।

দিলীপও এদিন বহরমপুরে দলের ডিএম অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন, 'আন্দোলন জোরকদমে চালাচ্ছি আমরা। সর্বত্র শুধু আন্দোলন। কর্মসূচি ঠিক করছেন রাজ্যস্তরের পদাধিকারীরা। আমাকে যা বলা হচ্ছে, আমি করছি। বহরমপুরে আসতে বলা হয়েছে। এসেছি, আন্দোলনেও আছি। রাজ্য নেতৃত্বের এই সংক্রান্ত বৈঠক অবশ্য হয়নি আমাকে নিয়ে। আমি এখনও এই ধরনের বৈঠক করিনি।'

মঙ্গলবার, ১৭ ভাদ্র ১৪৩১, ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১০৭ সংখ্যা

ফাঁক বহু, শাস্তি কম

ভারতজুড়ে রোজই প্রায় ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণের পর খুন। আরজি কর মেডিকেল কলেজে প্রশিক্ষণরত এক মহিলা চিকিৎসককে হত্যা অবশ্য সংগঠিত অপরাধ বলে অনুমান করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর (এনসিআরবি) পরিসংখ্যানে ২০২২-এ ভারতে দিনে গড়ে প্রায় ৯০টি ধর্ষণ হয়েছে। সেন্টার ফর উইমেন স্টাডিজ-এর দাবি, এ এক ভিন্ন ভারত, যেখানে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য, কেন্দ্র, সরকারি সংস্থা, সব পক্ষ সমানভাবে দায়ী। কোনও রাজ্যে অপরাধের তদন্ত নিরপেক্ষ নয়। স্থানীয় নেতারা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ান তথ্য অনুসন্ধানে। তদন্ত ধীরে চালাতে পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি চলে। অনেক ক্ষেত্রে সেই প্রয়াস সফল হয়। উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ নষ্ট করা হয়। অঙ্কিতা ভাণ্ডারী হত্যা বা আরজি করে সেই একই চেষ্টার পুনরাবৃত্তি।

মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে স্কুলে যাওয়ার পথে দুই নাবালিকা ধর্ষিতা হল। এফআইআর দায়ের করতে অভিভাবকদের ১২ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত পাঁচ দশকে ধর্ষণ বৃদ্ধির হার ৮৩৭ শতাংশ। দেশজুড়ে পুলিশ আড়াই লাখেরও বেশি মামলা নথিভুক্ত করেছে। এনসিআরবি'র তথ্যে ২০১৫ থেকে ২০১৬-র মধ্যে শুধু উত্তরপ্রদেশে শিশু ধর্ষণ ৪০০ শতাংশ বেড়েছে।

এই পরিসংখ্যানগুলি ক্ষমতাসীন সরকারকে নাড়া দেয় না। ২০১৪ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু উন্নয়নমন্ত্রী মানেকা গান্ধি দেশে ৬৬০টি নির্ভয়া কেন্দ্র তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যেখানে এক ছাতার নীচে নির্যাতিতাদের চিকিৎসা, আইনি ও পুলিশি সহায়তা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সেই প্রস্তাবকে সরকারি 'টাকার অপচয়' বলে বাতিল করে। এছাড়া সমস্যা হল পুলিশের রাজনীতিকরণ।

এইসব কারণে শাসকদলের মর্জিমাফিক তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে অনেক সময়। ফলে বেশিরভাগ ধর্ষণের মামলা কোর্টে প্রমাণাভাবে খারিজ হয়। বর্ণ ও ধর্মীয় শ্রেণিবিন্যাসও এমন অপরাধের সংস্কৃতি তৈরি করে দেয়। ২০১৪-এর ২৭ মে বাদাউনিতে দলিত দুই তুতো বোন গণধর্ষণের পর খুন হলে অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়, এদের মধ্যে দুজন ছিল প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের। তারা সিবিআই তদন্তে 'নির্দোষ' প্রমাণিত হওয়ায় ছাড়া পায়।

এক বছর পর পকসো আইনে তাদের ফের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২০২২-এ হাথরসে ১৯ বছরের এক দলিত তরুণী চার উচ্চবর্ণীয়ের ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশে প্রথমে পুলিশ অভিযোগ নিতেই অস্বীকার করে। দিল্লিতে সফদরজং হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হলেও ভর্তির দু'সপ্তাহ পর তরুণীর মৃত্যু হয়। ওই মামলায় চার অভিযুক্তের তিনজনকে চলতি বছরের মার্চে বিশেষ আদালত সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি দেয়।

মূল অভিযুক্তের অপরাধ 'চরমতম নয়' বলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১৪-তে কাঠুয়ার রাসানা গ্রামে আট বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল। শ্রীনগরের ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি ও জম্মু মেডিকেল কলেজের তৈরি ভিসেরা রিপোর্ট খতিয়ে দেখে ঘটনাটি হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণের উদ্দেশ্যে ঘটানো হয়েছিল বলে জানানো হয়েছিল।

নির্ভয়া মামলার পর প্রণীত আইনে দ্রুত বিচার ও ধর্ষকের কঠোর শাস্তিতে জোর দেওয়া হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা অবশ্য এমন অপরাধে দ্রুত বিচার সেরে অভিযুক্তর ফাঁসির পক্ষে সওয়াল করছেন। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ১২ বছরের কমবয়সি মেয়েদের ধর্ষণে দোষী সাব্যস্তের 'মৃত্যুদণ্ড আইন' চালু করতে সফল।

পকসো আইনে তৈরি বিশেষ আদালত ২০১৮-তে ২১টি ও ২০১৯-এ পাঁচটি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়, ২০১৮-তে ১৬৮ জন ধর্ষককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। কিন্তু একটি মৃত্যুদণ্ডও কার্যকর হয়নি। ফলে আইন ও বাস্তবের মধ্যে সহস্র যোজন ফাঁক থাকায় পার পেয়ে যায় দোষীরা।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে।মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

উত্তমকুমার ও দুই নায়কের সমীকরণ

উত্তমকুমার আজ ৯৮। পরবর্তী প্রজন্মের দুই নায়ক রঞ্জিত মল্লিক ও দীপঙ্কর দে-র সঙ্গে উত্তমের সমীকরণ অবাক করে।

বাল্মীকি চট্টোপাধ্যায়

বলতে বাধা নেই, উত্তমকুমার একটু একচোখো ছিলেন। বরাবর। কিছু লোককে উনি ভালোবাসতেন। তাঁদের শ-খানেক দোষ থাকলেও তাঁরা ছিলেন দাদার নয়নের মণি। তাঁদের সাত খুন মাফ।

একটা ঘটনা বলি। যদিও যাঁরা পুরোনো পাঠক, তাঁরা জানেন। নতুন প্রজন্মর জানার কথা নয়। ঘটনাটা তাঁদের উদ্দেশ্যেই। এবং এই ঘটনার সঙ্গে খুনোখুনির বিন্দুবিসর্গ সম্পর্ক নেই।

একবার স্টুডিওতে শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় এসে পৌঁছালেন। 'চৌরঙ্গী' সিনেমা তখন সুপারহিট হয়ে গেছে। গাড়ি থেকে হন্তদন্ত হয়ে নামলেন। সোজা ঢুকে গেলেন উত্তমকুমারের মেকআপ রুমে। উত্তমকুমার তখন আয়নার সামনে বসে আছেন। সম্ভবত বসির আহমেদ মেকআপ করছেন। শুভেন্দু খুবই উত্তেজিত।

'দাদা আজ হাতেনাতে চোর ধরে ফেলেছি', বললেন শুভেন্দু। 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে পেট্রোল পাম্পে গিয়েছিলাম। প্রত্যেকদিন ড্রাইভারই তেল ভরে। আজ আমি নিজে ভরলাম। দেখলাম কীভাবে ড্রাইভারটা তেল মারে!'

উত্তমকুমার খুব ধীরে বললেন, 'চোর ধরেছিস! আর তোর নিজের বক্স অফিসটা যে চুরি হয়ে গেল, তার কী হবে!' শুভেন্দু অবাক! উত্তম বললেন, 'এই যে তুই পেট্রোল পাম্পে নেমে সবার সামনে দাঁড়িয়ে তেল তুললি। ওখানকার সবাই তোকে দেখল। অন্য গাড়ির লোক চিনল। রাস্তার লোক দেখল। সামনে থেকে যখন দেখাই যাচ্ছে, তাহলে তারা কেন টিকিট কেটে তোকে হলে দেখতে যাবে!'

উত্তম-শুভেন্দুর গল্প বলতে বলতে হঠাৎই একটা প্রশ্ন জাগতে পারে মনে। সময় যন্ত্রে চড়ে ৪৫ বছর যদি পিছিয়ে যাই! অর্থাৎ উত্তমকুমার বেঁচে আছেন। তিনি শামিল হতেন আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে? এখনকার কিছু শিল্পীর মতো নামতেন রাস্তায়? জাগতেন রাত?

তাঁর সমসাময়িক অভিনেতাদের সঙ্গে কথা বলে, লাগাতার উত্তমচর্চা করে যা বুঝেছি, যেতেন না।

উত্তমকুমারের সমর্থন নিশ্চয়ই থাকত। ফেসবুকে নিন্দা করতেন। এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদ করতেন। ইন্টারভিউ দিতেন। রাস্তায় নামতেন না।

উত্তমকুমার খরাত্রাণ ও বন্যাত্রাণের টাকা তুলতে বেরিয়েছিলেন। একবার রাস্তায় একবার ইডেনে।

তবুও এই আন্দোলনে হয়তো নামতেন না। কারণ, তিনি নামলেই আন্দোলনের মোড় ঘুরে যেত। নির্যাতিতার দিক থেকে উত্তমের দিকে। নির্যাতনের যন্ত্রণা বিনোদনে রূপান্তরিত হত। তিনি সেটা চাইতেন না।

উত্তম-শুভেন্দুর কথা হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে। উত্তম মনে মনে খুব ভালোবাসতেন শুভেন্দুকে। আসলে, উত্তম পছন্দ করতেন শিক্ষিত মানুষকে। শুভেন্দু ছিলেন ডাক্তারি পাশ। ওদিকে স্তানিস্লাভস্কি গুলে খেয়েছেন! উত্তমের কাছে তাঁর মূল্য ছিল অনেক। সে কারণে, সুযোগ থাকলে এবং চরিত্র মোটামুটি মিললে তিনি প্রযোজক, পরিচালকদের কাছে শুভেন্দুর কথা পাড়তেন। 'চৌরঙ্গী'তে স্যাটা বোস যেভাবে সাহায্য করেছিল শঙ্করকে, ঠিক সেভাবেই।

উত্তমকুমার সব থেকে বেশি পছন্দ করতেন রঞ্জিত মল্লিককে। এ অভিযোগ ছিল অনেকের। দীপঙ্কর দে তো সরাসরি বলেই দেন, 'রঞ্জিত মল্লিক ছিল লাকি আর্টিস্ট। কাজ পাওয়ার দিক থেকে লাকি। ছবি হিট করার দিক থেকে লাকি এবং উত্তমকুমারের নেকনজরে থাকার দিক থেকে তো চূড়ান্ত লাকি।'

উত্তমকুমারের একটা অপত্যস্নেহ ছিল রঞ্জিতের ওপরে। তার প্রধান কারণ, উত্তমকুমার বাঙালিয়ানার সঙ্গে বনেদিয়ানা খুব পছন্দ করতেন এবং দাম দিতেন। রঞ্জিত একে ভবানীপুরের মল্লিকবাড়ির ছেলে। তার ওপর ওই রূপ। অত্যন্ত ভদ্রলোক। সজ্জন। নিজে যেমন কারও সাতেপাঁচে থাকতেন না, তেমন পরনিন্দা পরচর্চা সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। উত্তমও নিন্দেমন্দ একেবারে পছন্দ করতেন না। প্যাঁচালো মানুষ দেখলে তফাতে থাকতেন। যদিও তাঁকে সর্বদাই ঘিরে থাকতেন রাজ্যের প্যাঁচালো লোকজন। তাঁরাই কান ভাঙাতেন। তাঁরাই একটু-একটু করে বিষ ঢালতেন। উত্তম বুঝতে পারতেন। জেনেশুনে সেই বিষ পানও করতেন।

'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতে উত্তমকুমারের সঙ্গে পরিচালক তপন সিংহর মনোমালিন্য হয়েছিল। দীপঙ্কর দে-র সঙ্গে নয়। টালিগঞ্জের টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে 'সন্ধি' ছবির শুটিং চলছিল দীপঙ্করের। হঠাৎ ওই ছবির প্রযোজক ধীরেশকুমার চক্রবর্তী এসে দীপঙ্করকে বললেন, 'তপন সিংহ এনটি টু স্টুডিওতে রয়েছেন। তোমাকে এখনই যেতে বলেছেন।' দীপঙ্কর তড়িঘড়ি ছুটলেন। তপন কোনও ভণিতা না করেই তাঁর নতুন ছবি 'বাঞ্ছারামের বাগান'-এ কাজের অফার দিলেন। সঙ্গে এও বললেন, 'ওই চরিত্রে উত্তমকুমারের করার কথা ছিল। ওর বদলে তোমায় নেওয়া হচ্ছে।'

দীপঙ্কর খুবই খুশি। বললেন, 'ঠিক আছে। আমি একবার দাদার সঙ্গে দেখা করে একটু বলে নেব।' সেটা ছিল নেহাতই শৈল্পিক সৌজন্য। অগ্রজের প্রতি অনুজের শ্রদ্ধা। তপন কড়া ভাষায় দীপঙ্করকে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'না। তাহলে তোমাকেও বাদ দিয়ে দেব।'

এই ঘটনা দীপঙ্করকে এখনও কুরে-কুরে খায়। সেদিন পুরো টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিতে বাঞ্ছারামের বাগানের জমিদারের মতোই ভিলেন হয়ে গিয়েছিলেন দীপঙ্কর। বিন্দুমাত্র দোষ না থাকা সত্ত্বেও। উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া চৌধুরী কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এড়িয়ে চলতেন ইন্ডাস্ট্রির অনেক উত্তমভক্ত। তাঁরা জানতেনই না উত্তমকুমার ছিলেন দীপঙ্করের আরাধ্য ঈশ্বর।

কিছুদিন পর দীপঙ্করের কাছে নতুন ছবির প্রস্তাব আসে। 'হোটেল স্নো ফক্স'। মুখ্য ভূমিকায় উত্তমকুমার। শুনে দীপঙ্কর পরিচালককে বলেছিলেন, 'কী হবে এই ছবি করে, উত্তমদা তো আমার সব ডায়ালগ কেটে দেবেন।' এই কথা কানে গিয়েছিল উত্তমকুমারের। কিছু বলেননি। এর কিছুদিন পরের ঘটনা। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে ছিল কোয়ালিটি রেস্তোরাঁ। তার পাশের গলিতে ঢুকে একটু এগোলে পড়ত মারলিন পার্ক। সেখানে 'আমি সে ও সখা' ছবির পার্টি হচ্ছে। খানাপিনা চলছে দেদার। উত্তমকুমারকে ঘিরে রয়েছে ভক্তের দল। একটু দূরে গ্লাস হাতে দীপঙ্কর। খুব একটা সাহস পাচ্ছেন না কাছে যাওয়ার। উত্তম ইশারায় তাঁকে ডাকলেন। দীপঙ্কর গুটিগুটি গেলেন। ততক্ষণে পেগখানেক পেটে ঢুকে গিয়েছে। উত্তমকুমার শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন দীপঙ্করকে। বললেন, 'আমি যদি ব্রাহ্মণ সন্তান হই, বলছি, তুই অনেক বড় অভিনেতা হবি।'

হিসেবমতো উত্তমকুমারের পরের স্থানটা পাওয়ার কথা ছিল দীপঙ্করের। লম্বা, দেখতে সুন্দর, কণ্ঠস্বর ভালো। অভিনয়ে পারদর্শিতা আছে। তার প্রমাণ সত্যজিতের পাঁচটা ছবিতে কাজ। নায়ক হিসেবে বহু সফল ছবি তাঁর ঝুলিতে। তারপরেও হল না কেন! তার কারণ ওই 'বাঞ্ছারামের বাগান'। টালিগঞ্জ ফিল্মি ইন্ডাস্ট্রি অহেতুক তাঁকে ভিলেন হিসেবে দাগিয়ে দিল।

এখনও পর্যন্ত আড়াইশোর ওপর ছবি করার পরও আফসোস যায় না দীপঙ্করের। না। আফসোস উত্তমের জায়গা নেওয়া নিয়ে নয়! সেই ১৯৮০-তে 'বাঞ্ছারামের বাগান' ছবিতে উত্তমকুমারের অপমানটা তিনি হজম করতে পারেননি। তিনি অনুতপ্ত। কিছুটা অভিমান তপন সিংহর ওপর, কেন তিনি উত্তমের কাছে যেতে দিলেন না। কেন অনুমতি নিতে দিলেন না!

ওই যে বলছিলেন দীপঙ্কর যে, রঞ্জিত মল্লিক লাকি শিল্পী! সত্যিই তাই। অভিনয় জীবনে খুব কম সময়ই এরকম ধর্মসংকটে পড়তে হয়েছে রঞ্জিতকে। উলটে বরাবরই যে কোনও সমস্যা তাঁর স্রোতে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর ব্যবহার, নিয়মানুবর্তিতা, কাজের প্রতি আন্তরিকতা, সহ শিল্পীদের ওপর শ্রদ্ধা এতটাই ছিল যে, তাঁর খামতিগুলো চোখেই পড়ত না। বরং যতটুকু অভাব ছিল, তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন পরিচালকরা।

তাঁর প্রথম ছবি 'ইন্টারভিউ'তে মৃণাল সেন। একটু উচ্চকিত অভিনয় ব্যবহার করেছিলেন সত্যজিৎ রায় 'শাখা প্রশাখা' ছবিতে। আর বাকি যাঁরা, তাঁরা রঞ্জিতের রূপকে ইস্কাবনের টেক্কা করেছিলেন। রঞ্জিতের সাফল্যের প্রধান কারণ কোনও মায়াময় প্রকাশনীর বই নয়। এই ছায়াজগৎ তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল একটা সৎ প্রতিবাদী চরিত্র।

বাঙালি আলস্যের ঢেঁকি এক জাত। ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি বাড়ির বারান্দা থেকে দেখতে ভালোবাসে। সেখানে রঞ্জিত মল্লিকের মতো বনেদি এক বাঙালি জমিদার বাড়ির লোক ফুলকো লুচি, আলুর দম ছেড়ে গুন্ডা পেটাচ্ছে, সমাজের খারাপ লোকগুলোকে গাল পাড়ছে, এটাই বাঙালিকে কুপোকাত করে দিয়েছিল। সিনেমা হল ফেটে পড়ত গাড়ি থেকে একটা জুতো পরা পা পর্দায় দেখা যেতেই। উত্তম পরবর্তী যুগে।

একশো থেকে দু'বছর দূরে দাঁড়িয়ে উত্তমকুমার। তাঁর আর একটা জন্মদিনে তাঁর ঠিক পরবর্তী প্রজন্মের দুই নায়কের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়, আর একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষ হিসেবে এবং অভিনেতা হিসেবে কতটা এগিয়েছিলেন বাংলার সর্বকালের সেরা নায়ক। রঞ্জিত এবং দীপঙ্কর, এই ব্যাখ্যাটা দ্বিধাহীন মেনে নিতে পারেন।

(লেখক সাংবাদিক)

সময় যন্ত্রে চড়ে ৪৫ বছর যদি পিছিয়ে যাই! অর্থাৎ উত্তমকুমার বেঁচে আছেন। তিনি শামিল হতেন আরজি করের নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে? এখনকার কিছু শিল্পীর মতো নামতেন রাস্তায়?... উত্তমকুমারের সমর্থন নিশ্চয়ই থাকত। ফেসবুকে নিন্দা করতেন। এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিবাদ করতেন। ইন্টারভিউ দিতেন। রাস্তায় নামতেন না।

আজ

১৯৩৭

১৯৩৭ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা তপেন চট্টোপাধ্যায়।

১৯৯৮

বিশিষ্ট অভিনেতা অনুপ কুমার প্রয়াত হন ১৯৯৮ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

শুধুমাত্র অভিযুক্ত বলে কী করে কারও বাড়ি ভাঙা যেতে পারে? দোষী হলেও তাঁর বাড়ি ভাঙা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট বারবার এই নির্দেশ দেওয়ার পরেও দেশে অভ্যেসের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। কেউ এভাবে বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভাঙতে পারে না। বলা হচ্ছে, বেআইনি নির্মাণ বলেই বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। কিন্তু আমরা অভিযোগ দেখে মনে করছি, এই নিয়ম ভাঙা হচ্ছে। বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে গাইডলাইনের প্রয়োজন। পরামর্শ আসুক। আমরা দেশজুড়ে গাইডলাইন ইস্যু করব।

- সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ

ভাইরাল/১

দোল দোল...। কুর্তা, পায়জামা পরা এক ব্যক্তি ট্রাকের ওপর দোলনা টাঙিয়ে আয়েস করে শুয়ে রয়েছেন। গাড়ি দ্রুতগতিতে চলেছে। আর লোকটি দুলকির চালে সেই গতি উপভোগ করছেন। মোবাইলে খোশমেজাজে কথা বলছেন। স্ন্যাকস খাচ্ছেন। পাকিস্তানের ভিডিওটি ভাইরাল।

ভাইরাল/২

একেই বলে দিনে ডাকাতি। করাচিতে শপিং মল খুলেছিলেন এক প্রবাসী পাকিস্তানি। প্রথম দিন আকর্ষণীয় ছাড়ের টানে কাতারে কাতারে লোক ভিড় জমান। জনতা জোর করে মলে ঢুকে পড়ে। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে যে যার মতো সরে পড়ে। মল লুটের ছবি ভাইরাল।

জনমন জনমত

শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের 'রেফার রোগ'

কিছুদিন আগে বাবাকে হারিয়েছি। যেদিন তীব্র শ্বাসকষ্টের জন্য রাতেরবেলা বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সে রাতে হাসপাতালের ডাক্তার জানিয়ে দেন তাঁদের সেই পরিষেবা নেই। রোগীকে রেফার করতে হবে। এর আগেও হাসপাতালের এই ছবিটিই বারবার সামনে এসেছে। কোনও রোগীকে নিয়ে আসা হলেই তারা সব রিপোর্ট দেখে একটাই কথা বলে, 'আমাদের কাছে এই পরিষেবা নেই।' তাহলে কেন শুধু শুধু এতটা জায়গা দখল করে হাসপাতালের অবস্থান! যদি কোনও রোগীকে কোনও পরিষেবা নাই দিতে পারে, তাহলে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের ভূমিকাটা ঠিক কী? হাসপাতালে নেই কোনও ভালো ডাক্তার, নেই কোনও ভালো পরিষেবা। শুধু তাই নয়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ যেভাবে রোগীর পরিজনের সঙ্গে কথা বলে তাতে মনে হয় তারা বোধহয় দয়া করছে।

যাইহোক, এরপর পকেটভর্তি টাকা নিয়ে যখন শিলিগুড়ির বাইরে শিবমন্দিরে বেসরকারি নার্সিংহোমের দ্বারস্থ হলাম তখন তারা সাধ্যমতো আমার বাবার চিকিৎসা করে। যে ডাক্তার চিকিৎসা করেছেন, তিনি শিলিগুড়ির ডাক্তার নন, হায়দরাবাদের ডাক্তার। বাইরের ডাক্তার বলেই বোধহয় তাঁর ব্যবহার এতটা ভদ্র ও মার্জিত। রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে তিনি কোনও গাফিলতি করেননি, সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, বাবাকে হারিয়েছি। কিন্তু চিকিৎসার দিক থেকে বাবা সবচেয়ে ভালো ডাক্তারের চিকিৎসাই পেয়েছেন। হ্যাঁ তারাও পরীক্ষার পর পরীক্ষা করিয়েছে। একেকটি পরীক্ষার জন্য বেশ ভালো অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছে। তবুও ওষুধ, ইনজেকশন ইত্যাদির জন্য আমাকে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়নি। তথাপি আমি এটাও বুঝলাম, পকেটভর্তি পয়সা থাকলেই রোগীর চিকিৎসা সম্ভব। না হলে কেউ কোনও সুবিধাই রোগীকে দিতে চায় না।

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

বারবিশা চৌপথিতে আলো চাই

গত প্রায় ছয় মাস ধরে বারবিশা চৌপথির বাতিস্তম্ভের বাতি আর জ্বলছে না। বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকার জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ নাকি ওই বাতিস্তম্ভের বিদ্যুতের লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। বাতিস্তম্ভটি চালু হওয়ার পর থেকে বারবিশা ব্যবসায়ী সমিতি নাকি দীর্ঘদিন ওই বাতিস্তম্ভের বিদ্যুতের বিল মিটিয়ে আসছিল, কিন্তু তাদের পক্ষে এখন আর বিল মেটানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে দীর্ঘদিন থেকে বাতিস্তম্ভের আলোর অভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকছে বারবিশা চৌপথি চত্বর। সন্ধ্যা নামার পরই বারবিশার এই ব্যস্ততম এলাকা অন্ধকারে ডুবে থাকছে। ফলে সমস্যার সম্মুখীন ব্যবসায়ী, নিত্যযাত্রী ও পথচলতি মানুষজন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেলে গভীর অন্ধকার নেমে আসে বারবিশার প্রাণকেন্দ্র এই চৌপথি এলাকায়। অন্ধকারে অসামাজিক কাজকর্মের আতঙ্কে আতঙ্কিত থাকে এলাকাবাসী, সেই সঙ্গে পথ দুর্ঘটনার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়।

এমতাবস্থায় বারবিশা চৌপথির মতো এই জনবহুল এলাকার বাতিস্তম্ভটি পুনরায় চালুর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপেক্ষর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিকাশ সাহা
বারবিশা, আলিপুরদুয়ার।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জলপাইগুড়ির চা বলয়ের শিক্ষাসংকট

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে জলপাইগুড়ি জেলার ফল অন্য জেলার তুলনায় অনেক খারাপ। কেন, সেই প্রশ্ন উঠবেই।

ভূপেশ রায়

বাহারি সবুজ চা বাগান, গভীর অরণ্য, বন্যপ্রাণী সহ নানা প্রাকৃতির সৌন্দর্যে ভরপুর যেমন জলপাইগুড়ি জেলা, তেমনই বর্তমানে এরাজ্যে শিক্ষার দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা অন্যতম জেলাটির নামও জলপাইগুড়ি! এ যেন একই মুদ্রার দুটো দিক। গত কয়েক বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলের দিকে লক্ষ রাখলেই বোঝা যায় এ জেলার শিক্ষার হাল কতটা বেহাল!

২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার গোটা রাজ্যের গড় পাশের হার যেখানে ৮৫.১৫ শতাংশ, সেখানে জলপাইগুড়ি জেলার পাশের হার ৬৯ শতাংশ। এবছর মাধ্যমিকের ফলাফলে যেখানে পশ্চিমবঙ্গের গড় পাশের হার ৮৬.৩১ শতাংশ সেখানে জলপাইগুড়ি জেলার পাশের হার ৭৩.০৯ শতাংশ। উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফলেও বিগত কয়েক বছর থেকে গোটা রাজ্যে পিছিয়ে এই জেলা। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের কাছেও এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি, কেন এই জেলার শিক্ষার আজ এত বেহাল।

জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চা বাগান, যেখানে আদিবাসী শ্রমিকদের বসবাস। কিছুদিন আগে লাটাগুড়ির পার্শ্ববর্তী নেওড়া নদী চা বাগান ও আনন্দপুর চা বাগান এলাকায় ঘুরে বুঝতে পেরেছি উত্তরের প্রত্যন্ত চা বাগান এলাকাগুলির শিক্ষা পরিকাঠামোর হাল কতটা শোচনীয়। বিশেষত ভাষাগত সমস্যাটি অন্যতম কারণ। এখানকার আদিবাসী বেশিরভাগ পড়ুয়া প্রাথমিক স্তরে হিন্দিমাধ্যমে পড়াশোনা করলেও হিন্দিমাধ্যম হাইস্কুল পার্শ্ববর্তী এলাকায় তেমন নেই। তাছাড়া স্কুলগুলির পরিকাঠামোগত সমস্যা তো আছেই।

প্রতিবছর মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর যখন চা বাগান এলাকার শিক্ষার কঙ্কালসার দিকটি সকলের সামনে ফুটে ওঠে, তখন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক গণমাধ্যমে এবিষয়ে দু'একদিন আলোচনা হয়। সারাবছর শিক্ষা দপ্তর হোক বা জেলা প্রশাসন কারও কোনও হুঁশ থাকে না এবিষয়ে।

কেন উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ছেড়ে শ্রমিকের কাজে যোগ দিচ্ছে? তারা কেন এখনও শিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো থেকে বঞ্চিত? সরকারি প্রকল্পগুলির পরিষেবা চা বাগান এলাকার শিক্ষার্থীরা ঠিকঠাক পাচ্ছে তো? কেন তারা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা শিক্ষা দপ্তরের চেয়ারে বসে থাকা বাবুরা কখনোই করেননি। একজন মূলধারার সমাজের শহর এলাকার শিক্ষার্থী যে সুযোগসুবিধাগুলি পায়, একজন চা বাগান এলাকার শিক্ষার্থী সেই সুবিধাগুলির সিকি অংশও পায় না। তাড়াছা সরকারি উদাসীনতা তো আছেই।

এবছর দেখা গেল যে শিক্ষা দপ্তর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচি সকাল ১১টার পরিবর্তে সকাল ৯টায় করেছে! বিষয় হল মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে দক্ষিণবঙ্গে ঠান্ডার প্রকোপ না থাকলেও উত্তরবঙ্গে ঘন কুয়াশা ও ঠান্ডার প্রকোপ থাকেই। উত্তরের প্রত্যন্ত চা বাগান এলাকার পরীক্ষার্থীরা এত সকালে কীভাবে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাবে সেকথা একবারও কেন ভাবল না শিক্ষা দপ্তর তা বেশ আশ্চর্যজনক!

ব্যক্তিগতভাবে মনে করি উত্তরবঙ্গের চা বাগান অধ্যুষিত এলাকাগুলোর শিক্ষা পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য বিশেষ উন্নয়ন বোর্ড গড়ে তোলা দরকার। একদিনে হয়তো পরিবর্তন আসবে না, কিন্তু শিক্ষা দপ্তর যদি এখন থেকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে আগামী কয়েক বছরে এর সুফল পাওয়া সম্ভব। নয়তো অনাদর ও অবহেলায় এই জেলাগুলি আরও পিছিয়ে যাবে।

(লেখক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯২৮

পাশাপাশি : ১। দেখভালের জন্য নিযুক্ত, বহাল, প্রহরারত ৩। গুল্মের মূল যা রান্নার কাজে লাগে ৫। যে লেখা নকল করে, প্রতিলিপি করে যে ৬। বাকি, অবশিষ্ট ৭। বোধ নেই এমন, নাবালক, বিচারবুদ্ধিহীন ৯। অকারণ আস্ফালন বা নাচনকোঁদন ১২। স্বীকার, স্বীকৃতি, অঙ্গীকার ১৩। বোলতাজাতীয় বিষধর পতঙ্গবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। চাটুকার, পার্ষদ, তোষামুদে ২। নৃত্যশিল্পী ৩। বাংলা বছরের একটি মাস ৪। নীল ও হলুদ মেশানো রং, পাঁশুটে রং, মেটে রং ৫। নতুন, নব্য, আধুনিক ৭। মায়ের মা অথবা মাতামহী ৮। আকাশের নীল রং, আসমানি রং ৯। নিরীশ্বরবাদী ১০। তলহীন, সপ্ত পাতালের একটি ১১। ঢাক, নাকাড়া, দামামা।

সমাধান ■ ৩৯২৭

পাশাপাশি : ১। বাগীশ ৪। ফতুর ৫। নব ৭। নাজির ৮। মরকত ৯। পরিজন ১১। কদর ১৩। ইন্দু ১৪। খদির ১৫। কানন।

উপর নীচ : ১। বাখানা ২। শফর ৩। মরহুম ৬। বরাত ৯। পচাই ১০। নটখট ১১। করকা ১২। রসুন।

বিন্দুবিসর্গ

অভিযোগ কংগ্রেসের ■ মোদির ব্যাখ্যা দাবি

‘বহু সংস্থায় আয়’, বিতর্কে সেবি প্রধান

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের সাম্প্রতিক রিপোর্টের পর ভারতের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির প্রধান মাধবী পুরী বুচের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করল কংগ্রেস। সোমবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেস মুখপাত্র পবন খেরা অভিযোগ করেছেন, সেবির সর্বক্ষণের সদস্য হিসাবে, এমনকি সংস্থার চেয়ারপার্সন হওয়ার পরেও একাধিক আর্থিক সংস্থা থেকে নিয়মিত বেতন নিয়েছেন তিনি।

২০১৭-য় সেবির পূর্ণসময়ের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন মাধবী। ২০২২-এর মার্চে তিনি সংস্থার চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব নেন। খেরা জানান, ২০১৭ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে বেতন হিসাবে ১২.৬৩ কোটি টাকার বেশি পেয়েছেন তিনি। আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল থেকে একই সময়ে তিনি ২২.৪১ লক্ষ টাকা আয় করেছেন। এখানেই শেষ নয়, আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে ইএসওপি বাবদ আরও ২.৮৪ কোটি টাকার বেশি পেয়েছেন মাধবী। সব মিলিয়ে ৩টি খাতে তাঁর আয়ের পরিমাণ ১৬,৮০,২২,১৪৩ টাকা। আবার সেবি সদস্য এবং পরবর্তীকালে সংস্থার চেয়ারপার্সন হিসাবেও ৭ বছরে মোট ৩,৩০,২৮,২৪৬ টাকা পেয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, সেবি থেকে মাধবী যে টাকা বেতন বাবদ পেয়েছেন, আইসিআইসিআই ব্যাংক এবং অন্য সংস্থা থেকে তার ৫ গুণ অর্থপ্রাপ্তি হয়েছে তাঁর।

খেরা জানান, সেবি চেয়ারপার্সনের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার নিয়োগ কমিটি। যার প্রধান হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ফলে মাধবীর একাধিক সংস্থা থেকে আয়ের বিষয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যার দায়িত্ব তাঁকেই নিতে হবে। কংগ্রেস নেতার বক্তব্য, ‘সেবি-র কাজ শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা, যেখানে আমরা সবাই অর্থলগ্নি করি। সেবির চেয়ারপার্সনকে কে নিয়োগ করে? মন্ত্রীসভা, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র নিয়োগ কমিটি।’ কংগ্রেসের প্রচার শাখার প্রধান জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘আদানিগোষ্ঠীর সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট-নির্দেশিত তদন্তের ক্ষেত্রে সেবি চেয়ারপার্সনের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। যেসব প্রশ্ন ভারত সরকার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।’

মোদিকে কটাক্ষ করে রমেশের বার্তা, ‘নীরব থেকে যে অ-জৈবিক প্রধানমন্ত্রী সেবির চেয়ারপার্সনকে আড়াল করেছেন, তাঁকে অবশ্যই যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রধানের নিয়োগের সঠিক মাপকাঠি কী?’ আইসিআইসিআই এবং তার সহযোগী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্তের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি থেকেই আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া সেবি প্রধান কীভাবে নিরপেক্ষ ছিলেন মোদির কাছে সেই প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন কংগ্রেস নেতা। বিরোধী দলের অভিযোগ প্রসঙ্গে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত নীরব মাধবী পুরী বুচ। অবস্থান স্পষ্ট করেনি কেন্দ্রও।

জাতভিত্তিক গণনায় সম্মতি?

বিরোধীদের বার্তা দিল আরএসএস

তিরুবনন্তপুরম, ২ সেপ্টেম্বর : জাতভিত্তিক গণনা ইস্যুতে ভিন্ন বার্তা দিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)। সংঘের মুখপাত্র সুনীল আম্বেদকর সোমবার ইঙ্গিত করেছেন, জাতভিত্তিক গণনার দাবি মেনে নিতে তাঁদের আপত্তি নেই। উন্নয়নের প্রয়োজনে জাতগণনা করা যেতেই পারে। তবে বিরোধীরা যেভাবে ইস্যুটিকে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারের হাতিয়ারে পরিণত করেছে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছে না সংঘ পরিবার।

লোকসভা ভোটের আগে থেকেই জাতভিত্তিক গণনার দাবিতে সরব রাহুল গান্ধি। কংগ্রেসের সুরে সুর মিলিয়েছে আরজেডি, এসপি, ডিএমকে সহ ইন্ডিয়া জোটের অধিকাংশ শরিক দল। বিজেপি শুরু থেকে জাতভিত্তিক গণনার বিরোধিতা করছে। লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, রাজস্থানে এনডিএ’র খারাপ ফলে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জনসমর্থনে ফাটল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে সপা, কংগ্রেসের অভাবনীয় সাফল্যে যাদব-মুসলিম ভোটের পাশাপাশি পিছড়েবর্গের সমর্থন যে অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছে সেই ব্যাপারে ভোট বিশেষজ্ঞরা একমত।

> মানুষের উন্নয়নের জন্য জাতভিত্তিক গণনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না আরএসএস। কিন্তু একে ভোট রাজনীতিতে ব্যবহার করা অনুচিত। সরকারের উচিত তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতভিত্তিক গণনাকরা। মনে রাখতে হবে এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় একতার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।
>
> সুনীল আম্বেদকর

সামনেই মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা সহ কয়েকটি বড় রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে জাতভিত্তিক গণনা নিয়ে আরএসএসের বার্তা তাৎপর্যপূর্ণ। কেরলের পালক্কড়ে সংঘের ৩ দিনের অখিল ভারতীয় সমন্বয় বৈঠক শেষে সুনীল আম্বেদকর বলেন, ‘মানুষের উন্নয়নের জন্য জাতভিত্তিক গণনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না আরএসএস। কিন্তু একে ভোট রাজনীতিতে ব্যবহার করা অনুচিত। সরকারের উচিত তথ্য সংগ্রহের জন্য জাতভিত্তিক গণনা করা। মনে রাখতে হবে এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় একতার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।’

বিরোধীদের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতি নজর দেওয়া দরকার। সেজন্য সরকারের সব শ্রেণির জনসংখ্যার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। উদাহরণ হিসাবে সম্প্রদায় ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশুর সংখ্যা নির্ধারণের কথা বলা যেতে পারে। তবে জাতভিত্তিক গণনাকে যেন কল্যাণকর কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এই বিষয়টি রাজনীতি করার জন্য নয়। আমরা এখানেই সীমারেখা টানতে চাইছি।’

এতদিন কংগ্রেসের জাতভিত্তিক গণনার দাবিকে দেশে বিভাজন তৈরির চেষ্টা বলে অভিযোগ করছিলেন বিজেপি নেতারা। দেশের মানুষকে ভাগ করার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আরএসএসের বার্তার পর কেন্দ্রের শাসকদলের অবস্থান নিয়ে স্বাভাবিকভাবে জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এদিন সন্ধ্যাপর্যন্ত এই ইস্যুতে কোনও বিজেপি নেতা মন্তব্য করেননি।

কিশোরীকে কাঁধে চাপিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চলেছেন উদ্ধারকারীরা। (ডানদিকে) উদ্ধারের অপেক্ষায় বাড়ির ছাদের ওপর বসে পরিবার। বিজয়ওয়াড়ায়।

আরজি কর

রাজধানীতেও পথে নামছেন পুজোর উদ্যোক্তারা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে এবার রাজধানীতে পথে নামতে চলেছে দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তারা।

আরজি কর কাণ্ডে সুবিচারের দাবিতে উত্তাল সারা বাংলা। দেশজুড়ে চলছে তার প্রতিবাদ। ৫ সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ আদালতে ফের শুনানি হবে আরজি কর মামলার। তার আগেই ৪ সেপ্টেম্বর এই ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে পথে নামছে রাজধানীর সমগ্র বাঙালি সমাজ। দিল্লি এবং তৎসংলগ্ন এলাকার বাঙালি সমাজ ওইদিন বিকেল চারটের সময় মোমবাতি মিছিল করবেন যন্তর মন্তরে।

অন্ধকারে আলো হওয়ার বার্তা নিয়ে এই মোমবাতি মিছিলে শামিল হবেন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের জুনিয়ার ডাক্তার, দিল্লির বিভিন্ন দুর্গা পুজো সমিতির প্রতিনিধিরা এবং রাজধানীতে বসবাসকারী বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত বাঙালিরা নির্যাতিতার সুবিচারের দাবিতে পথে নামছেন। এর আগেও ১৪ অগাস্ট মেয়েদের রাত দখলে শামিল হয়েছিল রাজধানীবাসী। এবার আরজি করের ঘটনায় সুবিচারের দাবিতে রাজধানীর দুর্গা পুজো উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি প্রতিবাদের শামিল হতে চলেছেন নয়া দিল্লির বাঙালি ব্যবসায়ী সমাজও। দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক, অলোকনন্দা, গ্রেটার কৈলাস থেকে শুরু করে নয়ডা এবং গুরুগ্রামের বাঙালিরাও ওইদিন প্রতিবাদে শামিল হবেন।

বুলডোজার নীতিতে সুপ্রিম কোর্টের ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : নিয়মনীতির পরোয়া না করে ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলল শীর্ষ আদালত। সোমবার কেন্দ্রের উদ্দেশে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, কোনও ব্যক্তি ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত বা দোষী সাব্যস্ত হলেই তাঁর বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হবে কেন? বাড়ি ভাঙার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম থাকা উচিত।

ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্তদের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলার কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করে দু’বছর আগে একগুচ্ছ মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। আবেদনকারীদের

মূল বক্তব্য ছিল, মাথার ওপর ছাদের অধিকার জীবনের অধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই অধিকার কেড়ে নেওয়া অসাংবিধানিক। সোমবার ওইসব মামলার শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তাঁর উদ্দেশে আদালতের প্রশ্ন, ‘অভিযুক্ত হলেই কীভাবে একজনের বাড়ি ভেঙে ফেলা যায়? দোষী সাব্যস্ত হলেও ভেঙে ফেলা যায় না।’

বিচারপতি বিশ্বনাথনের কথায়, ‘কোনও পরিবারে একজন দুর্বিনীত ছেলে থাকতেই পারে। কিন্তু তার জন্য পরিবারের অধিকার কাড়া হবে কোন যুক্তিতে?’ প্রশাসনের কাজে উষ্মাপ্রকাশ করে বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও এই বিষয়ে প্রশাসনের মনোভাবে কোনও বদল হয়নি। বেঞ্চ বলেছে, ‘আমরা অবৈধ নির্মাণকে বাঁচানোর কথা বলছি না। তবে বাড়ি ভাঙা নিয়ে সর্বভারতীয়ভাবে গ্রাহ্য নিয়মনীতি তৈরি করার প্রয়োজন আছে।’ এ বিষয়ে সব পক্ষকে প্রস্তাব জমা দিতে বলেছে শীর্ষ আদালত। ১৭ সেপ্টেম্বর পরের শুনানি হবে।

রাজ্যপাল পদ বিলোপের পক্ষে সিংভি

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : রাজ্যপাল পদ তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন কংগ্রেসের আইনজীবী -সাংসদ অভিষেক মনু সিংভি। গত কয়েকবছরে বিরোধীশাসিত রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে রাজ্যপালদের সংঘাতের তীব্রতা বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকে রাজ্য সরকার-রাজ্যপাল সংঘাত বারবার খবরের শিরোনাম হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তেলেঙ্গানা থেকে রাজ্যসভায় জয়ী সিংভির মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। মোদি সরকারকে নিশানা করে তিনি বলেন, ‘এই সরকারের একটি বড় ব্যর্থতা হল, এরা দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে অপমান করেছে। সেগুলির গুরুত্বকে লঘু করেছে। কিছু ক্ষেত্রে রাজ্যপালেরা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা গ্রহণের চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁদের ভূমিকা অনেকাংশে একটি খাপের মধ্যে দ্বিতীয় তরোয়ালের মতো হয়ে যাচ্ছে।’

এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধির কথা উল্লেখ করেন আইনজীবী-সাংসদ। বলেন, ‘গোপালকৃষ্ণ গান্ধির মতো ব্যক্তিত্ব কি এই ধরনের আচরণ করবেন? তিনি আমাদের দলের তরফে উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। তারপরেও আমি তাঁর নাম করছি। কারণ, এই ধরনের মানুষেরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। তাঁরা ভুল পদক্ষেপ এড়িয়ে চলেন।’ সিংভির প্রস্তাব, হয় গোপালকৃষ্ণের মতো ব্যক্তিত্বদের রাজ্যপালের পদে বসানো হোক। নয়তো রাজ্যপালের পদ বিলুপ্ত করা হোক।

নেকড়ে ধরতে পুতুলের টোপ

লখনউ, ২ সেপ্টেম্বর : এক ডজন নেকড়ের উৎপাতে চিৎপাত দশা উত্তরপ্রদেশের বহরাইচের। ইতিমধ্যে মানুষখেকো চারটি নেকড়েকে বন দপ্তরের কর্মীরা জালে পুরতে পারলেও কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না বাকি দুটিকে। সোমবার কাকভোরে নেকড়ের হামলায় মৃত্যু হয়েছে বছর তিনেকের এক দুধের শিশুর। নেকড়ের হামলায় জখম হন দুই মহিলা সহ তিনজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ছে নেকড়ে। আতঙ্কে ঘুম উড়েছে এলাকাবাসীর। বহরাইচের জেলা শাসক মণিকা রানি জানিয়েছেন, ‘সোমবারের ঘটনাটি টেপরা গ্রামের। প্রতিদিন নতুন নতুন জায়গায় নেকড়েরা হানা দিচ্ছে। তবে তাদের ধরতে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন।’

এদিকে নেকড়ে ধরতে নতুন কৌশল নিয়েছে বন দপ্তর। বিভিন্ন রঙের পুতুলে শিশুদের মূত্র মিশিয়ে তা নেকড়ে ধরার টোপ হিসাবে ব্যবহার করছেন দপ্তরের অভিজ্ঞ আধিকারিকরা। যেসব জায়গায় নেকড়েরা হানা দিচ্ছে সেই পুতুল রাখা হচ্ছে সেইসব জায়গাগুলিতে। এক বনাধিকারিক জানিয়েছেন, ‘শিশুদের হিসু মাখানো পুতুলগুলিকে রাখা হচ্ছে নদীর তীর, নেকড়েদের বিশ্রামের স্থান এবং গুহার কাছাকাছি কোনও জায়গায়। যাতে সহজেই সেই গন্ধ পৌঁছে যায় নেকড়েদের নাকে। পুতুলগুলিকে মানুষ ভেবে ভুল করে ফাঁদে পা দিলেই নেকড়ে ধরা পড়বে।’

নেকড়ে শিকারি প্রাণী হলেও তারা সাধারণত মানুষখেকো হয় না। এক্ষেত্রে তার উলটপুরাণ ঘটল কী করে? এই প্রশ্নের জবাবে এক বনাধিকারিক জানিয়েছেন, বনজঙ্গল কেটে ফেলার পরে বসতি এলাকা কমে এসেছে অন্য বহু প্রাণীর মতো নেকড়েদেরও। নেকড়েরা

সাধারণত লাজুক প্রকৃতির এবং নিজেদের নির্দিষ্ট এলাকা ছেড়ে বেরোয় না। কিন্তু এলাকা ছোট হয়ে যাওয়ায় তারা মানুষের বসতি এলাকার কাছাকাছি চলে এসেছে। নেকড়েরা একবারে অনেকটা খাবার খেয়ে বেশ কিছুদিন বিরতি নেয়। কিন্তু পেটে টান পড়ায় এবং মানুষকে হাতের নাগালে পেয়ে যাওয়ায় তাদের স্বভাব হয়তো বদলে যাচ্ছে।

উপাচার্য নিয়োগ

৬ সপ্তাহে রিপোর্ট তলব

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে যে কমিটি কাজ করছে তাদের কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট ছয় সপ্তাহের মধ্যে জমা দিতে হবে, সোমবার নির্দেশ দিল সর্বোচ্চ আদালত। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের জন্য যেভাবে কাজ করছে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিতের নেতৃত্বাধীন কমিটি, সেভাবেই কাজ করবে তারা, সোমবার সাফ জানিয়ে দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্তর নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে মামলার শুনানিতে রাজ্যের তরফে সওয়াল করেন আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত। উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে যে পদক্ষেপ করা হচ্ছে তা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি। ৬ সপ্তাহ পরে হবে পরবর্তী শুনানি।

সাহায্যের আশ্বাস প্রধানমন্ত্রীর

অতিবৃষ্টিতে মৃত্যু বাড়ছে তেলুগু-ভূমে

হায়দরাবাদ, ২ সেপ্টেম্বর : বন্যা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায়। তেলুগু ভাষী দুই রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় কমপক্ষে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবারও বৃষ্টি বন্ধ না হওয়ায় বিস্তীর্ণ এলাকায় জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। জলের তলায় একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও রেলপথ। যার জেরে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। ১৪০টির বেশি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশ প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, রবিবার জলে ডুবে ১২টি প্রাণহানির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ১৫ জনের মৃত্যুর কথা জানিয়েছে তেলেঙ্গানার বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। সেখানকার ১১৫টি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। তলিয়ে গিয়েছে হায়দরাবাদের বড় অংশ। সেকেন্দ্রাবাদের কিছু এলাকায় জল ঢুকেছে। সোমবার সেখানকার সব স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তর রবিবার থেকে তেলেঙ্গানার আদিলাবাদ, নিজামাবাদ, রাজন্যা সিরসিল্লা, ইয়াদাদ্রি, ভুবনগিরি, ভিকারাবাদ, সাঙ্গারেড্ডি, কামারেড্ডি এবং মাহবুবনগর জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির জন্য লাল সতর্কতা জারি করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিজয়ওয়াড়া জেলা। সেখানকার বুদামেরু নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। শ্রীকাকুলাম, বিজয়নগরম, পার্বতীপুরম মান্যম, আলুরি সীতারামা রাজু, কাকিনাডা এবং নান্দিয়ালাতেও বন্যা পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এবং তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির সঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই রাজ্যের সরকারকে কেন্দ্রীয় সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এদিন প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন রেবন্ত রেড্ডি। বন্যা দুর্গতদের কাছে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দিতে আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বৃষ্টি-বিপর্যয়

- দুই রাজ্যে ২৪ ঘণ্টায় ২৭ জনের মৃত্যু
- ১৪০টির বেশি ট্রেন বাতিল
- তেলেঙ্গানার ১১৫টি গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন
- অন্ধ্রপ্রদেশে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিজয়ওয়াড়া
- সেখানে ৪০টি বোট, ৬টি হেলিকপ্টার পাঠানোর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী জানিয়েছে, দুই রাজ্যে ১২টি উদ্ধারকারী দলকে মোতায়েন করা হয়েছে। আরও ১৪টি দলকে সেখানে পাঠানো হচ্ছে। অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারের একটি সূত্র জানিয়েছে, রবিবার মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’কে পাওয়ার বোট সহ আরও উদ্ধারকারী দল পাঠানোর অনুরোধ করেন। সেই মতো রাজ্যে ত্রাণ ও উদ্ধারকাজের জন্য ৪০টি বোট এবং ৬টি হেলিকপ্টার পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

দুই রাজ্যের বন্যা দুর্গতদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘আমার মন তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মানুষের সঙ্গে রয়েছে। কারণ, তাঁরা অবিরাম বৃষ্টি এবং বিধ্বংসী বন্যার মোকাবিলা করছেন। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই।’ কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন রাহুল।

বৈষ্ণোদেবীর পথে ধসে মৃত ২

শ্রীনগর, ২ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরায় বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার রাস্তায় ধসের কবলে পড়ে মৃত্যু হল দুই মহিলা তীর্থযাত্রীর। আহত হয়েছে এক বালিকা। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার রিয়েসি জেলায় ধসের কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় রাস্তা।

আপ বিধায়ককে গ্রেপ্তার ইডি-র

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : দিল্লি ওয়াকফ বোর্ডে নিয়োগ দুর্নীতি ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলেন আপ বিধায়ক আমানাতুল্লা খান। সোমবার সকালে তাঁর বাড়িতে ইডির আধিকারিকরা ঘণ্টা ছয়েক তল্লাশি ও জেরা চালানোর পর গ্রেপ্তার করা হয় আপ বিধায়ককে।

সোমবার সকালেই আমানাতুল্লার বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। তাঁদের উদ্দেশ্য আঁচ করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তা দিয়ে আমানাতুল্লা বলেন, ‘মিথ্যা মামলায় আমাকে গ্রেপ্তার করতে বাড়িতে এসেছে ইডি।’ ইডির নোটিশের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, তাঁর শাশুড়ি ক্যানসারে আক্রান্ত এবং দিন চারেক আগে তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছে। সেই কারণে তিনি চার সপ্তাহ সময় চেয়েছিলেন ইডির কাছে। কিন্তু তারা তা দিতে নারাজ। ইডির অভিযোগ, প্রায় ১০০ কোটি টাকা নয়ছয় করেছেন আমানাতুল্লা। ইডির দাবি, তদন্তে সহযোগিতা না করায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। নিন্দা করে মণীশ সিসোদিয়া এক্সে লেখেন, ‘বিজেপির স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে কথা বললেই এজেন্সি দিয়ে তুলে নেওয়া হচ্ছে।’ সঞ্জয় সিংয়ের দাবি, ‘মিথ্যা অভিযোগে গ্রেপ্তারির জন্য ইডি বারবার আদালতে ভর্ৎসিত হচ্ছে। তবু তাদের শিক্ষা হচ্ছে না।’

স্বামীর অবসর, মুখ্যসচিব স্ত্রী

তিরুবনন্তপুরম, ২ সেপ্টেম্বর : কেরলে এই প্রথম। মুখ্যসচিব স্বামীর অবসরের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন স্ত্রী। ৩১ অগাস্ট শনিবার সারদা মুরলীধরণকে মুখ্যসচিব হিসেবে নিযুক্ত করেছে কেরল সরকার। প্রথামাফিক সেদিন স্ত্রী তথা মুখ্যসচিবকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান স্বামী ভি বেণু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। সেদিনই ভি বেণু মুখ্যসচিব তথা কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়েছেন।

সারদা মুরলীধরণ ও ভি বেণু ১৯৯০-এর আইএএস। একই বছরে উত্তীর্ণ হলেও স্বামীর চেয়ে বয়সে ছোট সারদা। তিনি কেরলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করেছেন। মুখ্যসচিব হওয়ার আগে অতিরিক্ত মুখ্যসচিব ছিলেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে একসঙ্গে কর্মজীবনে প্রবেশ করলেও বয়স কম হওয়ায় সারদাকে আরও আট মাস চাকরি করতে হবে। তাঁদের ৩৪ বছরের কর্মজীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সারদা বলেছেন, ‘এতদিন আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। কখনও ভাবিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নেওয়াটা একসঙ্গে হবে না।’

দু’মাস আগে কর্ণাটকের মুখ্যসচিব রজনীশ গোয়েল অবসর নেওয়ার পর তাঁর স্ত্রী শালিনী রজনীশ মুখ্যসচিব হন। ২০০০ সালে কর্ণাটকে মুখ্যসচিব বিকে ভট্টাচার্য অবসর নেওয়ার পর তাঁর স্ত্রী টেরেসা ভট্টাচার্য পরবর্তী মুখ্যসচিব হন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শুধু মুখ্যসচিবই নয়, জেলাশাসক পদে স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন এমন নজির রয়েছে।

একাকিত্বে ভুগছে জাপান

টোকিও, ২ সেপ্টেম্বর : এক এক সময় মনে হয় ঘরগুলো যেন গিলতে আসছে। সব ঘর ফাঁকা। এক গ্লাস জল দেওয়ার কেউ নেই। হাত ধরার কেউ নেই। এমন কথা অনেক বয়স্ক ব্যক্তিকেই এখন বলতে শোনা যায়। এমনও দেখা যাচ্ছে, এক একটি বাড়িতে সম্পূর্ণ একা রয়েছেন কোনও পুরুষ বা মহিলা। তাঁদের কথা, একাকীত্বের যন্ত্রণা ভীষণ কষ্টের। ভুক্তভোগী-ই তা বোঝে। জীবন সায়াহ্নে এসে এই বিচিত্র সংকটে ভুগছেন জাপানের বহু মানুষ। উদীয়মান সূর্যের দেশটিতে বহু বাড়ি ডুবে গিয়েছে আঁধারে। এক একটি বাড়ি যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে জাপানকে বিশ্বের প্রবীণ জনসংখ্যার দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এদেশে বয়স্কদের

এবছরেই মৃত্যু ৪০ হাজার

সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। চলতি বছরের প্রথম ছ’মাসে বাড়িতে সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ৪০ হাজারের মতো মানুষের। আরও মর্মান্তিক বিষয় হল, ৪০ হাজারের মধ্যে ৩,৯৩৯টি মৃত্যুর হদিস মিলেছে এক মাস পরে। ১৩০টি দেহের অস্তিত্ব মিলেছে এক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর। ৭,৪৯৮টি দেহের গড় বয়স ৮৫ কিংবা তারও বেশি, ৫,৯২০ জনের বয়স ৭৫-৭৯র মধ্যে। ৫,৬৩৫টি দেহের গড় বয়স ৭০ থেকে ৭৪ বছরের মধ্যে।

জাপানে বয়স্কদের একাকী মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, এদেশে পড়শিরা একে অপরের দিকে নজর রাখে না। বাসিন্দাদের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। তাঁরা হারিয়ে ফেলছেন সম্প্রদায়বোধ-ও। পারস্পরিক একাত্মতা বোধ।

অমানবিক ডুবুরি গঙ্গায় ভেসে গেলেন আমলা

লখনউ, ২ সেপ্টেম্বর : মানবিক মানুষের অমানবিক মুখ দেখল উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ের নানামউ ঘাট। গঙ্গার স্রোতে ভেসে যাওয়া এক আমলাকে দেখেও ডুবুরি ঝাঁপালেন না। যিনি ভেসে যাচ্ছিলেন তাঁর বন্ধু ডুবুরিকে উদ্ধারের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তাতে ১০ হাজার টাকা দাবি করেন ডুবুরি। বন্ধু রাজি হন। নগদ না থাকায় ইউপিআই-এর মাধ্যমে টাকা পাঠাতে উদ্যোগী হলে সময় লাগে। ডুবুরির একটাই কথা, আগে টাকা তারপর উদ্ধার। অনলাইনে টাকা আসতে আসতে আমলা তলিয়ে যান। ডুবুরি উদ্ধারে নেমেও কিছু করতে পারেননি। শনিবারের ঘটনা। সূর্য তর্পণে নেমেছিলেন উত্তরপ্রদেশের খাদ্যদপ্তরের ডেপুটি অধিকর্তা আদিত্য বর্ধন সিংহ। তাঁর অফিস কানপুরে। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধু। স্নানের পর সেলফি তুলতে গিয়ে স্রোতের টানে ভেসে যান। আদিত্যের স্ত্রী মহারাষ্ট্রের এক আদালতের বিচারক।

তারকাকথা

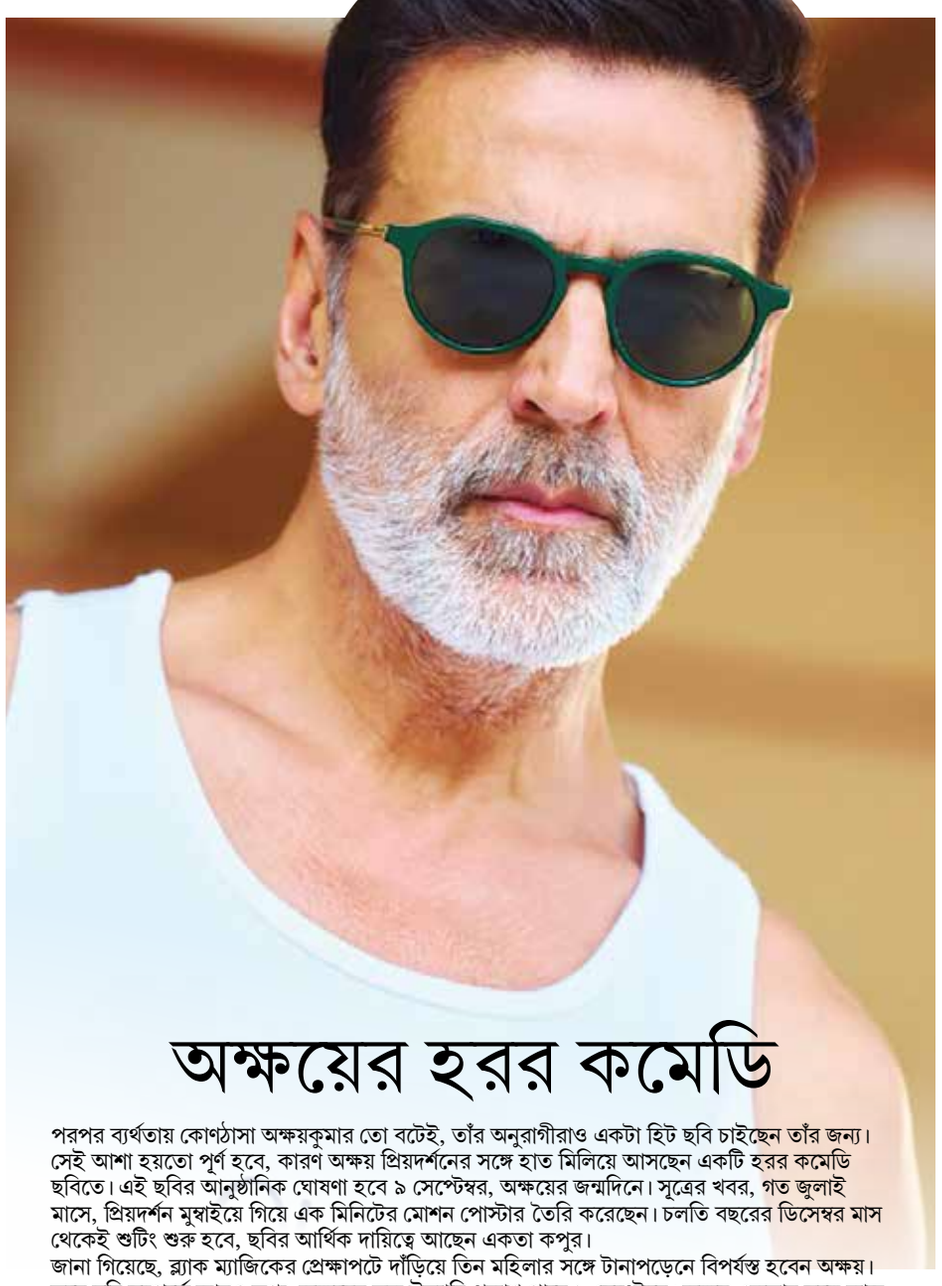

অক্ষয়ের হরর কমেডি

পরপর ব্যর্থতায় কোণঠাসা অক্ষয়কুমার তো বটেই, তাঁর অনুরাগীরাও একটা হিট ছবি চাইছেন তাঁর জন্য। সেই আশা হয়তো পূর্ণ হবে, কারণ অক্ষয় প্রিয়দর্শনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আসছেন একটি হরর কমেডি ছবিতে। এই ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হবে ৯ সেপ্টেম্বর, অক্ষয়ের জন্মদিনে। সূত্রের খবর, গত জুলাই মাসে, প্রিয়দর্শন মুম্বাইয়ে গিয়ে এক মিনিটের মোশন পোস্টার তৈরি করেছেন। চলতি বছরের ডিসেম্বর মাস থেকেই শুটিং শুরু হবে, ছবির আর্থিক দায়িত্বে আছেন একতা কপুর।
জানা গিয়েছে, ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিন মহিলার সঙ্গে টানাপড়েনে বিপর্যস্ত হবেন অক্ষয়। তবে ছবি সম্পর্কে আরও তথ্য, অক্ষয়ের লুক ইত্যাদি প্রকাশ পাবে ৯ সেপ্টেম্বর। অক্ষয় একতার সঙ্গে কাজ করবেন বলে কথা দিয়ছিলেন এবং ছবির গল্প শুনে তাঁর মনে হয়েছে, এই ছবিটাই একতার পক্ষে উপযুক্ত। অক্ষয়-একতা-প্রিয়দর্শন তিনজনেই এই ছবির জন্য উন্মুখ। অক্ষয়-প্রিয়দর্শন আগে একাধিক হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। অনুরাগীরা চাইছিলেন এই জুটির প্রত্যাগমন, এবার সেটাই সত্যি হতে চলেছে।

আমার ছবিতেই এমার্জেন্সি

কঙ্গনা

কঙ্গনা রানাওয়াত এই মন্তব্য করেছেন তাঁর ছবি 'এমার্জেন্সি'র মুক্তি ৬ সেপ্টেম্বর থেকে পিছিয়ে যাওয়ার পর। ছবির মুক্তি আটকে দেওয়ার জন্য সেন্সর বোর্ডে একাধিক আবেদন জামা পড়েছে, তাই বোর্ডের এই সিদ্ধান্ত। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই কঙ্গনার উল্লিখিত মন্তব্য। তিনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন, 'ব্যাপারটা খুবই নিরাশাজনক। বিশেষ করে নিজের দেশ, দেশের পরিস্থিতি দেখে আমি হতাশ।' তিনি নিজের ছবির পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, তাঁর ছবিতে তিনি যা দেখিয়েছেন, ২০১৭ সালের মধুর ভান্ডারকরের ছবি ইন্দু সরকার-এ (এখানে ১৯৭৫ সালের এমার্জেন্সি প্রয়োগ করার ঘটনা আছে) এবং গত বছর মেঘনা গুলজারের ছবি সাম বাহাদুর (এখানে ১৯৭১ সালের হিন্ডয়া-পাকিস্তানের যুদ্ধের কথা আছে) ছবিতে ইতিমধ্যেই প্রমাণিত তথ্য হিসেবে দেখানো হয়েছে। এই ছবিগুলো সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পেয়েছে, তাঁর ছবি রিভিউ হওয়ার পরও আটকে গিয়েছে, এর বিরুদ্ধে একাধিক আবেদন জমা পড়েছে বলে।

কঙ্গনা বলেছেন, 'যে ছবি আমি বানাতে চাই, তা বানাবই। এই সব হাস্যকর ঘটনা তুলে ধরবই। কেউ না কেউ আমাদের আজ ভয় দেখাবে, কাল ভয় দেখাবে আর আমরা ভয় পাব। কিন্তু কতদিন? আমাদের ভয় দেখানো সহজ কারণ আমারা ভয় পেয়ে যাই। আমি এই ছবি আত্মসম্মান নিয়ে তৈরি করেছি, তাই সেন্সর বোর্ড কোনও কাট ছাড়াই ছাড়পত্র দিয়েছিল। তারা ছবির মুক্তি স্থগিত রেখেছে কিন্তু আমার ছবি কোনও কাট ছাড়াই রিলিজ করাব। আমি কোর্টে লড়ব, আনকাট ভার্সন নিয়ে আসব। ইন্দিরা গান্ধি কোনও কারণ ছাড়াই হঠাৎ বাড়িতে মারা গিয়েছেন, এটা আমি দেখাতে পারব না।

উল্লেখ্য, 'এমার্জেন্সি' অনেক দিন থেকেই বিতর্কের মূলে। বেশ কিছু শিখ গ্রুপ বিরোধিতা করছিলই, এখন সেন্সর বোর্ডের বর্তমান সিদ্ধান্ত ছবির ভবিষ্যৎকে আরও সমস্যায় ফেলে দিল। প্রসঙ্গত, এমার্জেন্সি দেশের সবথেকে টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছে এবং দাবি করেছে এর মাধ্যমে ঐতিহাসিক ঘটনাই উঠে আসবে পর্দায়। ছবির প্রযোজক জি স্টুডিও ও মণিকর্নিকা ফিল্মস।

চলতি মাসেই দীপিকা-রণবীরের সংসারে আসবে নতুন অতিথি। তার আগে বিশেষ ছবি ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করলেন দুজনেই।

আবার অভিষেক একা

অভিষেক বচ্চন আবার একা দেখা দিলেন। শহরের এক প্রান্তে তাঁকে দেখা গেল গোলাপি সোয়েটশার্ট আর প্যান্ট পরে তিনি কোথাও যাচ্ছেন। সঙ্গে স্ত্রী ঐশ্বর্য রাই বা মেয়ে আরাধ্যা নেই। তিনি ক্যামেরার সামনে আসেননি, দূর থেকেই তাঁর ছবি তোলা হয়েছে। তাতেই ধরা পড়েছে, তাঁর হাতে বিয়ের আংটি নেই। সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেননি, তাই কোনও প্রশ্নও করা যায়নি তাঁকে। গত কয়েক মাস ধরে অভিষেক-ঐশ্বর্য একসঙ্গে দৃশ্যমান হননি। এমনকী অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে অভিষেক বাবা অমিতাভ, মা জয়া, দিদি শ্বেতার সঙ্গে গিয়েছিলেন, ঐশ্বর্য ছিলেন মেয়ে আরাধ্যার সঙ্গে। ফলে অভিষেক ও ঐশ্বর্যর মধ্যে বিচ্ছেদ আসন্ন, এই নিয়ে মিডিয়াও মাতামাতি করে চলেছে। অভিষেকের এই নতুন ছবিটি এই জল্পনায় আবারও হাওয়া দিল।

একনজরে সেরা

মা

হওয়ার পর প্রথমবার সোনম কাপুর অভিনয়ে ফিরছেন। নিজেই সে কথা জানিয়েছেন। তবে বিস্তৃত তথ্য দেননি, আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার পর ছবির বিষয়ে জানা যাবে। শুধু জানিয়েছেন, এটা বড় প্রজেক্ট এবং তিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে উদগ্রীব। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে সোনম পুত্র বায়ুর জন্ম দিয়েছেন।

প্রথম

ছবি পরিচালনা করেছেন বোম্মান ইরানি, নাম মেহেতা বয়েস। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর ১৫তম শিকাগো সাউথ এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্লোবাল প্রিমিয়ার হবে। ছবির গল্প—দীর্ঘদিন বাবা ও ছেলের মধ্যে খারাপ সম্পর্ক, তবু একটি পরিস্থিতিতে বাবা ও ছেলে ৪৮ ঘণ্টা একসঙ্গে কাটাতে বাধ্য হন। অভিনয়ে বোম্মান, আবিনাশ তিওয়ারি, শ্রেয়া চৌধুরি।

কাপুর

পরিবারের ঘরনিদের অভিনয়ে অনুমতি ছিল না, তাই বিয়ের পর তাঁরা পর্দায় অনুপস্থিত ছিলেন--- এই কথা অস্বীকার করে করিশমা কাপুর বলেছেন, আমার মা ববিতা, নীতু আন্টি সংসার করতে, সন্তান পালন করতে চেয়েছিলেন। আবার শাম্মি আঙ্কলের স্ত্রী গীতা বালিজি, শশী আঙ্কলের স্ত্রী জেনিফার আন্টি অভিনয় করেছিলেন। কোনও বাধা ছিল না।

কেন

নীরব অনির্বাণ ভট্টাচার্য? চিরকালের প্রতিবাদী কিন্তু আরজি কর নিয়ে চুপ? তাঁর স্ত্রী, নাট্যকর্মী মধুরিমা গোস্বামী রবিবারের মহামিছিলে হাঁটার সময় এই প্রশ্নের মুখে পড়লে উত্তরে তিনি বলেন, আমি এই বিষয়টার বাইরে অন্য কিছু দেখার সময় পাচ্ছি না। প্রত্যেকের প্রতিবাদের ভিন্ন ভাষা আছে। আমার মনে হয়েছে, আমি রাস্তায় নেমেছি।

দঙ্গল ২

নিয়ে কি আমির খান ভাবনাচিন্তা করছেন? কুস্তিগির ভিনেশ ফোগতকে প্যারিস অলিম্পিকে পারফর্ম করার জন্য তিনি শুভেচ্ছা জানাতে ভিডিও কল করেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে, অভিভূত ভিনেশ এবং প্রাক্তন কুস্তিগীর কৃপা শংকরকে, তিনি দঙ্গল-এ অভিনেতাদের মেন্টর ছিলেন। ছবি ভাইরাল হতেই নেটমহলের দঙ্গল ২ নিয়ে চর্চা শুরু।

অজয়ের সঙ্গে সঞ্জয়

সন অফ সর্দার ২-এ আসছেন সঞ্জয় দত্ত। ভিসা সমস্যার জন্য তিনি ছবির ইউ কে-র শুটিং শিডিউলে থাকতে পারেননি। তাই শোনা গিয়েছিল তিনি ছবি থেকেই বাদ পড়েছেন। আসলে তা নয়। জানা গিয়েছে, ২০১২ সালের হিট ছবি সন অফ সর্দার-এর

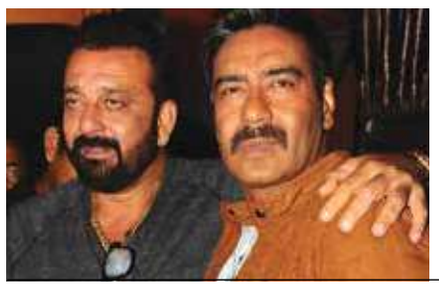

এই সিক্যুয়েলের চলতি বছরের অক্টেবর মাসের পাঞ্জাব-শিডিউলে সঞ্জয় টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন।

ছবির নায়ক এবং প্রযোজক অজয় দেবগণ। তাঁর ও সঞ্জয়ের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। ফলে দুজনের ছবিতে থাকা নিয়ে আলোচনাও ক্রমশ বাড়ছে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদসংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ছবিটি একেবারে প্রথম ছবির দ্বিতীয় ভাগ নয়। সঞ্জয়ের চরিত্র ভাসোলি ভাই মানে সেই ডন, একেবারে হুবহু আগেরটির মতো নয়, তবে প্রথমটির সঙ্গে মিল আছে। এখানেও পাঞ্জাবি ডনের সঙ্গে বিহারির গ্যাং ওয়ারও দেখা যাবে। দেখা যাবে, দারুণ শক্তিশালী অ্যাকশন দৃশ্যও। ছবিতে মৃণাল ঠাকুর, বিন্দু দারা সিং, চাংকি পাণ্ডে প্রমুখ আছেন। ছবিতে বিজয় রাজের চরিত্রটি সঞ্জয় মিশ্রের কাছে গিয়েছে। আপাতত ছবির শুটিং চলছে ইউ কে-তে।

সলমনের সঙ্গে কমল হাসান

সলমন খান দক্ষিণী পরিচালক অ্যাটলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দুর্ধর্ষ একটি অ্যাকশন ছবি করবেন, এটা পুরোনো খবর। এখন জানা গিয়েছে, কমল হাসান নাকি ছবিতে থাকবেন দ্বিতীয় নায়ক হিসেবে। চিত্রনাট্যও তৈরি হয়ে গিয়েছে। অ্যাটলি অপেক্ষা করছেন কমলের সম্মতির জন্য। তারপরই প্রি-প্রোডাকশন শুরু হবে অক্টোবর মাসে। এ আর মুরুগাদোসের ছবি সিকান্দর এবং বরুণ ধাওয়ানের বেবি জন-এ একটি ক্যামেওর শুটিং শেষ করেই সলমন অ্যাটলির ছবি শুরু করবেন। অন্য দিকে কমলও মণিরত্নমের থাগ লাইফ ও শংকরের ইন্ডিয়ান ২-এর শুটিং শেষ অ্যাটলির টিমে আসবেন।

মুসলিম ছিনতাইকারী, সিরিজে এসে হিন্দু হয়ে গেল? তুমুল বিক্ষোভ

নেটফ্লিক্সের কন্টেন্ট প্রধানকে ডেকে পাঠাল কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। আর এই ডেকে পাঠানো নিয়ে তুমুল জলঘোলা শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কী করেছেন তিনি?

সদ্য মুক্তি পাওয়া ওয়েব সিরিজ 'কান্দাহার হাইজ্যাক' নিয়ে মহা মুশকিলে পড়েছে নেটফ্লিক্স। এই সিরিজের দুই ছিনতাইকারীর নাম রাখা হয়েছে 'ভোলা' ও 'শঙ্কর'। আর তা নিয়েই বিতর্কের ঝড় বইছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৯ সালে নেপালে কাঠমান্ডু থেকে আসা ভারতীয় বিমানকে হাইজ্যাক করেছিল সন্ত্রাসবাদীরা। পরিবর্তে কিছু জঙ্গীর নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়েছিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তৈরি হয়েছে অনুভব সিনহার ওয়েব সিরিজ 'আইসি ৮১৪: দ্য কান্দাহার হাইজ্যাক'।

বাস্তবে বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনায় পাঁচ ছিনতাইকারীর নাম ছিল ইব্রাহিম আতহার, শহিদ আখতার সাঈদ, সানি আহমেদ কাজী, জহুর মিস্ত্রি এবং শাকির, যারা পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য ছিল।

ওয়েব সিরিজে সন্ত্রাসীদের নিজেদের 'ভোলা' এবং 'শঙ্কর' হিসেবে পরিচয় দিতে দেখা যায় এবং একজন নিজেকে 'বাগার' বলেও পরিচয় দেয়। আর এরপরই পরিচালক অনুভব সিনহার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন দর্শক। অনেকেরই অভিযোগ, 'অনুভব সিনহা কেন তথ্য বিকৃত করছেন?' 'সন্ত্রাসবাদীরা মুসলিম, সন্ত্রাসের যদি কোনও ধর্ম না হবে, তাহলে মুসলিম সন্ত্রাসবাদীদের নাম বদলে কেন বদলে ভোলা, শঙ্কর রাখা হবে!'

এক নেটিজেন লেখেন, 'সিনেমাতে এই ভাবেই হোয়াইটওয়াশিং করা হয়।' কেউ লিখেছেন, 'অপহরণকারীদের 'শঙ্কর' এবং 'ভোলা' নামকরণের জন্য অনুভব সিনহার লজ্জা পাওয়া দরকার! খবর অনুযায়ী, সমস্ত ছিনতাইকারীরা ছিল মুসলিম।' তবে অন্য এক নেটিজেন অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, 'অপারেশনের সময় ছিনতাইকারীরা 'ভোলা' এবং 'শঙ্কর' শব্দ দুটি সাংকেতিক নাম হিসেবে ব্যবহার করেছিল। তবে এই বিষয়টা সিরিজে আরও পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত ছিল।'

কাঞ্চনকে ঘিরে বিনোদন জগতে নিন্দার ঝড়

ঋদ্ধি সেন

কাঞ্চন মল্লিককে নিয়ে বিনোদন এবং সোশ্যাল মিডিয়া জগতে আবারও তুমুল জলঘোলা শুরু হয়েছে। নিজের দলের তরফ থেকে আরজি কর কাণ্ডের বিচারের দাবিতে ধর্না মিছিল থেকে আন্দোলনরত ডাক্তারদের নামে সমালোচনা করেন কাঞ্চন মল্লিক। এমনকী আন্দোলনরত তারকাদেরও সরকারি পুরস্কার প্রত্যার্পণের কথা বলেন তিনি।

কাঞ্চন মল্লিকের বক্তব্যের প্রবল সমালোচনা করেছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। তাঁর একদা বন্ধু কাঞ্চনকে যে তিনি 'ত্যাগ' করছেন, সে কথাও স্পষ্টভাবে লেখেন সুদীপ্তা। এবার কাঞ্চনের সমালোচনায় মুখর হলেন ঋদ্ধি সেন। ঋদ্ধি লিখেছেন, 'যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরকারকে প্রশ্ন করতে গেলে, সরকারি মাইনে ফেরত দিয়ে করতে হয়, তাহলে সেই একই নিয়মে কাঞ্চন মল্লিকের বাজে বকার জন্য বিধায়ক-সহ যে কোনও রাজনৈতিক পদ ফেরত দিয়ে অবিলম্বে স্কুলে ফেরত চলে যাওয়া উচিত। ভারতীয় সংবিধান না জেনে রাজনীতি করা তো দূরের কথা, ঠিক করে মোসাহেবিও করা যায় না। আপনাদের মতো কিছু লোকের ভোট চাওয়ার জন্য 'মানুষের পাশে থাকব' বলা আর অঙ্ক টুকে পাশ করার চেষ্টা একই জিনিস। দুটোর পরিণতি একই, ইংরেজিতে বলে 'fail' আর বাংলায় 'ভুল'।'

ঋদ্ধি স্পষ্ট বলেছেন, 'মানুষের পাশে থাকতে গেলে মানুষের অধিকারটা জানতে হয়। আপনি আসলে কোনও দিনই মানুষের পাশে ছিলেন না, আপনি টাকার পাশে ছিলেন।'

কাঞ্চন মল্লিক

শহরের মেসবাড়িতে আবাসিকরা কতটা নিরাপদ

প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী গ্রাম থেকে বা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য জলপাইগুড়ি শহরে আসছেন। শহরে পড়তে এসে তাঁদের প্রথম পছন্দ কলেজের হস্টেল কিংবা কোনও সরকারি হস্টেল। কিন্তু সবক্ষেত্রে হস্টেল পাওয়া মুশকিল। তাই তাঁদের ভরসা মেস। আরজি কর কাণ্ডের পর মহিলা শিক্ষার্থীদের পরিবার পরিজনেরা যথেষ্ট চিন্তায়। কারণ মেসবাড়িতে নিরাপত্তা, সিসিটিভি এবং সিকিউরিটি গার্ড কিছুই থাকে না। নারী সুরক্ষা নিয়ে পুলিশি তৎপরতা বাড়লেও শহরের মেসগুলোতে যাঁরা থাকছেন তাঁরা কী বলছেন, কী বলছেন মেস মালিক কিংবা ছাত্রীদের অভিভাবকরা, শুনল উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

খেয়াল রাখেন

আমরা যে মেসে থাকি সেখানকার মালিক খুব ভালো। তবে সময়ানুবর্তিতা নিয়ে খুবই স্ট্রিক্ট। তবে আমাদের কোনওদিন কোনও অসুবিধা হতে দেননি। কেউ অসুস্থ হলে তিনিই খেয়াল রাখেন। আমাদের খাওয়াদাওয়ার বিষয়েও ওঁর খেয়াল থাকে। নিজেদের মেয়ের মতো আমাদের ভালোবাসেন। সিকিউরিটির বিষয়েও তিনি কাউকেই বাড়িতে ঢুকতে দেন না।

– কাকলি রায় *আনন্দ চন্দ্র কলেজ*

মেয়েরা নিরাপদে থাকে

আমাদের বাড়ির তিনতলায় মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা। বাইরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো। মেয়েদের বলা আছে যাতে সাড়ে আটটার মধ্যে তারা মেসে ঢুকে যায়। রাত ন'টার মধ্যে গেটও বন্ধ করে দেওয়া হয়। কোনও ছেলে বা মেয়ে সে যত ভালো বন্ধুই হোক না কেন, মেসে তাদের ঢোকার ব্যবস্থা নেই।

– অরূপ পাল *মেস মালিক*

আমাদের অনেক যত্ন নেন

আমি জলপাইগুড়ির নিবেদিতা সরণির এখানে মেসে থাকি। আমার বাড়ি কোচবিহার জেলার গোপালের হাটে। এখানে আমার সঙ্গে আরও অনেক মেয়ে থাকে। এখানে যে আন্টি থাকেন তিনি আমাদের অনেক যত্ন নেন। কোনও কিছু সমস্যা হলে তিনি সবকিছুতেই সাহায্য করেন। আর এখানে আমরা সবাই নিজে নিজে রান্না করে খাওয়াদাওয়া করি। তেমন কোনও সমস্যা হয় না।

– প্রীতিলতা রায়
প্রসন্ন দেব মহিলা মহাবিদ্যালয়

আনসেফ মনে হয়নি

গত ৫ বছর ধরে বাড়ি থেকে দূরে থাকছি পড়াশোনার সুবাদে। কিন্তু এই ৫ বছরে কোনওদিন নিজেকে 'আনসেফ' মনে হয়নি। সেটা নিজের কলেজে হোক বা যে বাড়িতে থাকি সেখানে। আমরা যেখানে থাকি তাঁরা আমাদের নিজের মেয়ের মতোই দেখেন। একবারের জন্যও মনে হয়নি বাড়ি থেকে দূরে আছি। কিন্তু হ্যাঁ এখন ভয় হয় চারিদিকে যা হচ্ছে সেটা দেখে।

– সিলভিয়া চক্রবর্তী
জলপাইগুড়ি আইন মহাবিদ্যালয়

চিন্তা তো থাকবেই

দেখুন যারা ধর্ষক তারা মানসিক রোগী। জলপাইগুড়িতে মেয়ে পড়ছে এক বছরের বেশি সময় হল। সেরকম কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু মায়ের মন তাই চিন্তা তো থাকবেই। তাই ওর কাছে খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি মেসের মালিকের কাছ থেকেও খোঁজ নিই। ওঁরা নিজেদের বাড়ির লোকের মতো মেয়ের খেয়াল রাখেন। আমি ওঁদের অভিভাবকের মতো মেয়েকে শাসন করতে বলেছি।

– নীপা রায়
অভিভাবিকা মহাবিদ্যালয়

মালিক খুব ভালো

গয়েরকাটাতে আমাদের বাড়ি। মেয়ে নিশা জলপাইগুড়িতে আনন্দ চন্দ্র কলেজে পড়াশোনা করছে। তাই দূরে থাকায় কিছুটা চিন্তা লেগেই থাকে। তবে কলেজের বিপরীতে একটি মেসও থাকে। মেসের মালিক খুব ভালো। বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। মেয়ে দেরি করলে কিংবা বাড়িতে যাওয়ার কথা বললে ওঁরা আমাকে জানান। বেশ ভালো লাগে ওঁরা যেভাবে যত্নে রাখেন ওকে।

– প্রবীর জানা
অভিভাবক

সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে

আমাদের বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর পাশাপাশি প্রত্যেক আবাসিক এবং তাদের অভিভাবকদের আধার কার্ডের জেরক্স লোকাল থানাতে জমা রাখা রয়েছে। তাতে পুলিশও ওয়াকিবহাল থাকতে পারে। এছাড়াও অনেকের প্রাইভেট টিউশন থাকে, তাই রাত দশটা পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারে। কিন্তু তার বেশি দেরি হলে তাদের অভিভাবকদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

– তন্ময় দত্ত *মেস মালিক*

তথ্য ও ছবি : অনীক চৌধুরী

রাস্তায় ব্যবসা, শঙ্কা দুর্ঘটনার

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি পুর এলাকায় বহু রাস্তা দখল করে বাজার বসছে। শান্তিপাড়া থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার রাস্তায় বয়েলখানা মার্কেটের সামনে ১০০ জনের বেশি সবজি ব্যবসায়ী পসরা সাজিয়ে বসেন। ওই ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সগামী বাস যাতায়াত করে। ফলে যে কোনও সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা। ব্যবসায়ীরা বয়েলখানা বাজার সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার ধারে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাঁরা সবজি বিক্রি করছেন।

বয়েলখানা বাজারের গত ২০ বছরে সংস্কার হয়নি। বাজারের ভবনটি জরাজীর্ণ। রাতে ভবনের ছাদে মদের আসর বসে। অল্প বৃষ্টিতে বাজারের ভেতরে হাঁটু সমান জল দাঁড়ায়। জলপাইগুড়ি স্টেশন বাজারেও একই সমস্যা। দিনবাজারের করলা নদীর সেতুতেও রাস্তা দখল করে ব্যবসা হচ্ছে। নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়া বলেন, 'ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য হকার্স কর্নার প্রয়োজন। আমরা রাস্তা দখল করে ব্যবসার চরম বিরোধী।' জলপাইগুড়ির পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'রাস্তা দখল করে ব্যবসা বেআইনি। কিন্তু শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা দখল করে ব্যবসা চলছে। ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করব, তাঁরা যেন রাস্তা দখল করে ব্যবসা না করেন।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : সোমবার বিকেলে জলপাইগুড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের দর্জিপাড়ায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃতের নাম তমাল সিং (৪৭)। পুলিশ জানায়, ওই ব্যক্তির শোয়ার ঘর থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান এটি আত্মহত্যার ঘটনা। মৃতের পরিবার কোনও কিছু জানাতে রাজি হয়নি। মৃতের এক বন্ধু বিদ্রোহী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ঠিক জানি না বন্ধু কখন এ কাজ করল। বিকেলের দিকে খবর পেয়ে ছুটে আসি। রবিবার ওর জন্মদিন ছিল। ঠিকাদার হিসেবে কাজ করলেও অর্থের সমস্যা ছিল। মনে হচ্ছে পকেটে অর্থের টান পড়াতেই মানসিক অবসাদে ও এমন পথ বেছে নিতে পারে।

প্রতিবাদ মিছিল

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি ট্যাক্সেশন বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সোমবার কদমতলা থেকে একটি মিছিল বের হয়। সংগঠনের সভাপতি সঞ্জয় কুমার এবং সম্পাদক কাঞ্চন সিংহ ওই মিছিলে নেতৃত্ব দেন। মিছিলটি গোটা শহর পরিক্রমা করে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মিছিলে স্লোগান দেওয়া হয়।

দুঃস্থদের বস্ত্রদান

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি সিমেন্ট ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে দুঃস্থদের সাহায্যের জন্য বস্ত্রদান এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। সোমবার জলপাইগুড়ি ইন্দিরা কলোনিতে আয়োজিত শিবিরে ৩৪ জন রক্তদান করেছেন। সংগৃহীত রক্ত জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ওই সংগঠনের তরফে ১০০ জনকে বস্ত্রদান করা হয়।

ফের শহর দাপাল বাইরের টোটো

২৪ ঘণ্টার মধ্যে উলটো চিত্র

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : শহরে টোটো নিয়ন্ত্রণের জন্য রবিবার পথে নেমে পুরসভা এবং পুলিশকর্মীদের একযোগে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল। বাইরের টোটোকে আটকে দেওয়া হয়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে উলটো চিত্র। সোমবার শহরের কোথাও পুরসভা ও পুলিশকে দেখা গেল না বাইরের টোটো ধরপাকড় করতে। এদিন শহরেজুড়ে দাপিয়ে বেড়াল বাইরের টোটো। পুলিশের দাবি, এদিন সকাল থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় টোটো ধরপাকড় করা হয়েছে। শহরে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকার কারণে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেখানে পুলিশকর্মীরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। পুরসভা থেকে টোটোকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এদিনও এক হাজারের বেশি টোটোচালককে পুরসভায় রেজিস্ট্রেশনে জন্য লাইনে দেখা গিয়েছে। অভিযোগ, কে আগে রেজিস্ট্রেশনের জন্য পুরসভার তরফে দেওয়া টোকেন সংগ্রহ করবেন তা নিয়ে টোটোচালকের একাংশের মধ্যেই গণ্ডগোল বেধে যায়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।

একইভাবে পুরসভার তরফে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া একাংশ পুরোনো টোটোর ফিটনেস নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যে টোটোগুলোর 'ফিটনেস'জনিত সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কার হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। জেলা পুলিশের ট্রাফিকের ডিএসপি অরিন্দম পাল চৌধুরী বলেন, 'নজরদারি চলছে। মঙ্গলবার থেকে আবারও নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী টোটোর রেজিস্ট্রেশন যাচাইয়ের কাজ চলবে।'

রবিবার মাসের প্রথম দিনেই পুরসভা এবং পাতকাটা, পাহাড়পুর, অরবিন্দ এবং খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত বাদে বাকি বাইরের এলাকার টোটো শহরে ঢোকা বন্ধ করতে তৎপর হয়েছিল পুলিশ এবং পুরসভার কর্মীরা। শহরে ঢোকার প্রতিটি রাস্তাতেই দিনভর চলেছিল টোটো আটকানো কর্মসূচি। কিন্তু এদিন দুপুরে আর সেই ছবি দেখা গেল না শহরের কোথাও। স্বাভাবিকভাবে টোটো নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

টোটোর রেজিস্ট্রেশনের জন্য পুরসভায় টোটোচালকদের ভিড়।

উঠছে প্রশ্ন

- কোথাও পুরসভা ও পুলিশকে দেখা গেল না বাইরের টোটো ধরপাকড় করতে
- পুরসভা থেকে টোটোকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে
- পুরসভার তরফে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া একাংশ পুরোনো টোটোর ফিটনেস নিয়ে উঠছে প্রশ্ন
- পুরসভার তরফে দেওয়া টোকেন সংগ্রহ করবেন তা নিয়ে টোটোচালকের একাংশের মধ্যেই গণ্ডগোল বেধে যায়

পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিয়াগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা তপন বর্মন বলেন, 'আমি ভোর চারটার সময় এসেছিলাম। আজ রেজিস্ট্রেশনের জন্য টোকেন দেওয়া হল। টোকেন দিয়ে আমাকে ৮ তারিখ আসতে বলা হয়েছে।' শহরের বাসিন্দা পঙ্কজ বিশ্বাস বলেন, 'দিনকয়েক আগে আমি বাইক নিয়ে ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে রয়েছি। হঠাৎ পেছন থেকে একটা টোটো এসে ধাক্কা মারল। টোটোটির অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সেটি রাস্তায় চলার যোগ্য নয়। চালক নিজেও স্বীকার করলেন, ব্রেক চাপলেও সেটি কাজ করেনি। এই ধরনের টোটোকে রেজিস্ট্রেশন দিলে দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায় কে নেবে?' জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ অধিকর্তা নবীন অধিকারী বলেন, 'পুরসভা যে রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছে সেটা টেম্পোরারি। শহরের টোটোকে নিয়ন্ত্রণ করতে এটা একটা প্রক্রিয়া। তবে আমাদের নজরে যখনই কোনও টোটো আসে যেটা চলাচলের অযোগ্য সেগুলোকে সরকারি নিয়ম মেনে ভেঙে ফেলা হচ্ছে।'

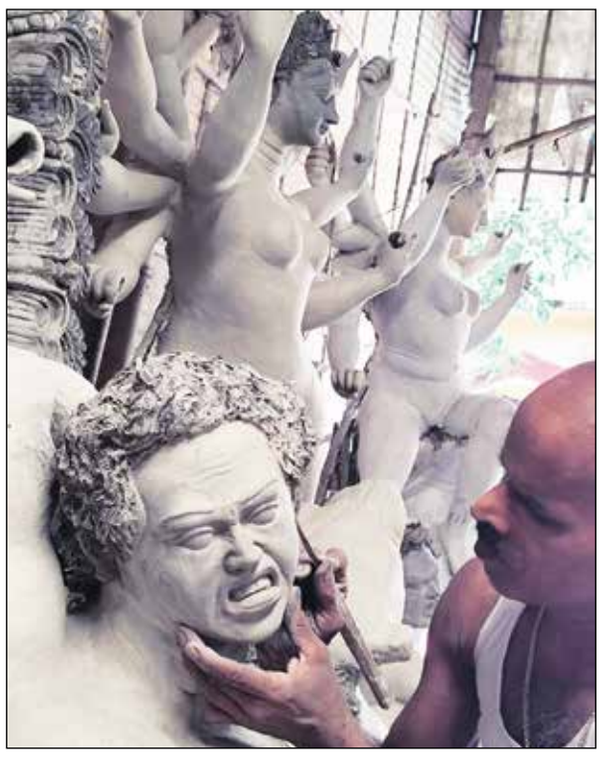

প্রতিমা তৈরির ব্যস্ততা। সোমবার ময়নাগুড়িতে। ছবি : অর্ঘ্য বিশ্বাস

জরুরি তথ্য
ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	–	২
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	৭
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	২
ও নেগেটিভ	–	০

মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

পিআরবিসি

এ পজিটিভ	–	১০
বি পজিটিভ	–	১৭
বি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	১৮
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	৯
এবি নেগেটিভ	–	০

এফএফপি

এ পজিটিভ	–	২৫
এ -নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২৬
ও পজিটিভ	–	৩০
এবি পজিটিভ	–	২০
এবি নেগেটিভ	–	০

প্লেটলেট

এ পজিটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	১
ও পজিটিভ	–	১
ও নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১

ক্ষুদিরামপল্লির পথে অন্ধকার

মালবাজার, ২ সেপ্টেম্বর : শহরের পাশে, কিন্তু শহরের কোনও সুবিধা নেই। সন্ধ্যা হলে ঘুটঘুটে অন্ধকার ক্ষুদিরামপল্লিতে। মাল শহর লাগোয়া এই এলাকায় একটিও পথবাতি নেই। ফলে অন্ধকারে সমস্যার শেষ নেই। স্থানীয় বাসিন্দা মমতাজ আলির কথায়, 'সন্ধ্যা নামলে রাস্তাঘাট অন্ধকার থাকে।' অথচ এলাকাটি জনবহুল। পথবাতির দাবি অনেকদিনের। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মঞ্জুরানি বসাক সমস্যাটি জানেন। তবে তাঁর কথায় অসহায়তা। তিনি সমস্যা সমাধানের আবেদন জানিয়েছেন যথাযোগ্য জায়গায়। মঞ্জুর কথায় আক্ষেপ, 'কিন্তু এখনও পথবাতির বন্দোবস্ত হয়নি।'

ক্ষুদিরামপল্লি মেটেলি ব্লকের বিধাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে। কয়েক হাজার বাসিন্দার বসবাস। সকলেই পুরোপুরি মাল শহরের উপর নির্ভরশীল। এলাকার বাসিন্দা রতন ঘোষ জানালেন, তাঁদের সন্ধ্যার পরেও মাল শহরে যাতায়াত করতে হয়। অনেক পড়ুয়া টিউশন পড়ে রাতে ফেরে। সকলকেই সমস্যা পোহাতে হয়।

মাল শহর থেকেও অনেককে ক্ষুদিরামপল্লিতে আসতে হয়। এলাকাটির পাশেই মাল শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড। সেখানকার বাসিন্দা জ্যোৎস্না রায়ের কথায়, 'আমাদের এলাকায় পথবাতি থাকলেও ক্ষুদিরামপল্লিতে নেই। আমরা সন্ধ্যার পর ওখানে গিয়ে সমস্যায় পড়ি।'

> আমাদের এলাকায় পথবাতি থাকলেও ক্ষুদিরামপল্লিতে নেই। আমরা সন্ধ্যার পর ওখানে গিয়ে সমস্যায় পড়ি।
>
> **জ্যোৎস্না রায়** *স্থানীয় বাসিন্দা*

কাঠের শিল্পের ঐতিহ্য এখন অতীত

বিদেশ বসু

মালবাজার, ২ সেপ্টেম্বর : এক সময় মাল শহরজুড়ে ছিল নানা সজ্জার কাঠের বাড়ি। অথচ এখন সেগুলির আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। এমনকি খোদ মালবাজারেই প্যাগোডাকৃতি বার্মা এবং চিন স্থাপত্যের কাঠের বাড়ির নজিরও ছিল। সেগুলিও আজ অতীত।

তার জায়গায় শহরজুড়ে গড়ে উঠেছে ইট, সিমেন্ট, পাথরের বড় বড় ইমারত। ফলে কাজ হারাচ্ছেন শহরের কাঠের মিস্ত্রিরা। বাড়ি তৈরির কাঠমিস্ত্রি আজ বিলুপ্তপ্রায়। নেই সেই শিল্পকলাও। কয়েকজন বয়স্ক মিস্ত্রি অবশ্য এখনও আসবাবপত্র তৈরি বা ছোটখাটো কাজের মাধ্যমে জীবিকা টিকিয়ে রেখেছেন। নবীন প্রজন্ম আগেভাগেই এই পেশা বদলে ফেলেছে।

মাল উদ্যানের পাশেই কাঠের কাজ করছিলেন জয়পাল মাহালি। দীর্ঘদিনের কাঠমিস্ত্রি। বাড়ি শহরঘেঁষা রাজা চা বাগানের পাকা লাইনে। জয়পালের আক্ষেপ, 'এখন আর কাজ কোথায়! আগে কাজের চাপে দম ফেলার সময় পেতাম না। আর এখন মাঝেমধ্যে ডাক পড়ে। বাকি সময় বাধ্য হয়ে অন্য কাজ করতে হয়।'

অন্যদিকে, শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনির রায় পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই কাঠের ফার্নিচার তৈরির কাজ করে আসছে। সেই পরিবারের সদস্য কালাচাঁদ রায়ের গলাতেও শোনা গেল একই আক্ষেপ, 'আমরা এখনও ফার্নিচার তৈরির সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। এ বয়সে আর পেশা বদলাতে পারিনি। আমাদের পরিবারের নবীন প্রজন্ম অবশ্য আর এই জীবিকাতে আসেনি।'

> এখন আর কাজ কোথায়? আগে কাজের চাপে দম ফেলার সময় পেতাম না। আর এখন মাঝেমধ্যে ডাক পড়ে। বাকি সময় বাধ্য হয়ে অন্য কাজ করতে হয়।
>
> **জয়পাল মাহালি** *কাঠমিস্ত্রি*

১৩ নম্বর ওয়ার্ডের পালপাড়ার বাসিন্দা প্রবীণ কাঠমিস্ত্রি বিপুল বাড়ুইয়ের দুঃখ, 'এখন আর শহরে কাঠের বাড়ি নেই। আমরা মূলত কাঠের বাড়িঘরের কাজ করতাম। এখন কাজের পরিধি কমেছে। তবু এ বয়সেও এই পুরোনো জীবিকাকেই আঁকড়ে ধরে আছি।'

পর্যটক আবাসে কাজে ব্যস্ত এক কাঠমিস্ত্রি।

তথ্য বলছে, মালবাজার শহরজুড়ে একসময় বহু কাঠের ঘর ছিল। নানা স্থাপত্যের নিদর্শন এইসব কাঠের বাড়িতে দেখা যেত। এখনও শহরজুড়ে প্যাগোডাকৃতি বার্মা শিল্পকলার কাঠের নিদর্শন রয়েছে। যেমন শহরের মাল উদ্যানের প্যাগোডাকৃতি অতিথি আবাস আজও সকলের নজর কাড়ে। একসময় এই অতিথি আবাসের পুরোটাই কাঠের ছিল। পরবর্তীতে কাঠের একটি অংশ সংস্কার করার প্রয়োজন হলে উদ্যান কর্তৃপক্ষ কাঠের বদলে একই ধাঁচের পাকা স্থাপত্য তৈরি করে।

অন্যদিকে, বাসস্ট্যান্ডের পাশের কাঠের পর্যটক আবাসটি এখন আর ব্যবহার করা হয় না। সংস্কারের উদ্যোগও নেই। অথচ এখনও কাঠের তৈরি এই আবাস সকলের কাছেই আকর্ষণের বিষয়। শহরের আনন্দপল্লি পানোয়ারবস্তি এক সময় ছিল চিনা কলোনি। এই কলোনির অধিকাংশ বাসিন্দার জীবিকা ছিল কাঠের কাজ। এখনকার আনন্দ বিদ্যাপীঠ বিদ্যালয়টি তখন চিনা ক্লাব ছিল। এখানকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও চিনাদের তৈরি কয়েকটি কাঠের বেঞ্চ সে যুগের ইতিহাস নীরবে বহন করছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজেন প্রধানের কথায়, 'চিন যুদ্ধের সময় চিনারা দেশে ফিরে যান। আর চিনের কাঠ শিল্পের নিদর্শনও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়।' যদিও মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ কলোনির সমাদ্দারবাড়ি এখনও কাঠের। বাড়ির মালিক তপন সমাদ্দার বলেন, 'আমরা আজও ঐতিহ্য ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

সংবর্ধনা

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : স্টুডেন্টস হেলথ হোমের ৭৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাজ্যের পাঁচজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। সোমবার জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা দাস সংবর্ধিত হলেন। এদিন কলকাতার মহাজাতি সদনে এই উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি হয়।

নবান্নে অভিযোগ শ্রমিক ইউনিয়নের

রায়পুর চা বাগানে চরম অব্যবস্থা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : রায়পুর চা বাগানের শ্রমিকরা অত্যন্ত সমস্যার মধ্যে পড়েছেন। বাগানের বর্তমান মালিক ১২ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে চেন্নাইতে দিন কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এর জেরে বাগানের ৬০০-এর বেশি শ্রমিক তাঁদের পরিবার সমেত সংসার চালাতে কার্যত হিমসিম খাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সোমবার রায়পুর চা বাগানের শ্রমিকদের তরফে তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে বাগানের চরম অব্যবস্থা নিয়ে নবান্নতে লিখিত অভিযোগ জানানো হল। শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা প্রধান হেমব্রম বলেন, 'এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। রাজ্য সরকারের কাছে শ্রমিকরা দাবি জানিয়ে বলেছেন, বাগানের মালিক গুরুশরণের নামে থাকা রায়পুর চা বাগানের লিজ বাতিল করতে হবে। এই বাগানের একমাত্র শ্রমিক সংগঠন হিসাবে আমাদের দায়িত্ব অনেক। শ্রমিকরা অনেকদিন ধরে বাগান মালিকের শোষণ ও নিপীড়ন সহ্য করছেন। তাঁদের পিএফ ও গ্র্যাচুইটির টাকা জমা দেওয়া হয়নি। ফলে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা তাঁদের অবসরকালীন সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।'

চা বাগান সূত্রে খবর, শ্রমিকদের তরফে বিষয়টি জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন, ব্লক প্রশাসন ও শ্রম দপ্তরকে জানানো হয়েছে। শুধুমাত্র ত্রাণের ওপর নির্ভর করে ১৮ বছর ধরে বন্ধ থাকা রায়পুর চা বাগানের শ্রমিকরা চলছেন। সামনে দুর্গাপুজো। তাঁরা বোনাস পাবেন না। ফলে শ্রমিকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের নতুন জামাকাপড় কিনে দিতে পারবেন না। রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, বন্ধ চা বাগানের শ্রমিক হিসাবে যে ১,৫০০ টাকা ফাউলই দেওয়া হয়, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে সেই টাকা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাগান পরিচর্যার কাজেও শাসকদলের আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রধানের বক্তব্য, 'বাগান খোলার ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে ইতিবাচক পদক্ষেপ করতে হবে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বাগান চালানোর মতো আর্থিক ক্ষমতা রয়েছে এমন ব্যক্তির হাতে রায়পুর চা বাগানের পরিচালন ভার তুলে দেওয়া জরুরি। তবে রাজ্য সরকার রায়পুর চা বাগানের কর্মচারীদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের হাত থেকে রক্ষা করবেন বলে আমরা আশাবাদী।'

তবে সমস্যা না মিটলে আগামীতে শ্রমিকদের নিয়ে ভুখা মিছিল করবেন বলে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা প্রধান হেমব্রম জানিয়েছেন। মিছিলটি রায়পুর চা বাগান থেকে শুরু করে জলপাইগুড়ি শহর পর্যন্ত হবে বলে তিনি জানান।

সায়নের জামিনে সায় সুপ্রিম কোর্টের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : সায়ন লাহিড়ি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'এই ছাত্রনেতার জামিন মঞ্জুর হওয়াই উচিত।' আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ'-এর আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ি। অভিযোগ, সায়নদের ডাকে নবান্ন অভিযান হিংসাত্মক রূপ নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে আহত হন ৪২ জন পুলিশকর্মী। এরপরই গ্রেপ্তার হন সায়ন। যদিও পরে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশে জামিন পান তিনি।

কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার। সোমবার রাজ্য সরকারের সেই আবেদন খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা তাঁর পর্যবেক্ষণে জানান, 'এই ছাত্রনেতার জামিন মঞ্জুর হওয়াই উচিত।'

এদিন রাজ্য সরকারের তরফে সওয়াল করতে গিয়ে আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত জানান, ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযানে যেভাবে হিংসা ছড়ানো হয়েছে সেই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থেই তাঁরা সায়ন লাহিড়িকে হেপাজতে নিতে চাইছেন। আদালতের সামনে এদিন তিনি তুলে ধরেন, কীভাবে সায়নের ডাকে পরিচালিত নবান্ন অভিযান হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল এবং কীভাবে আন্দোলনকারীদের আক্রমণে আহত হন ৪২ জন পুলিশকর্মী। তারপরই বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা একের পর এক প্রশ্ন তোলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'রাজ্য সরকার কি সায়নের জামিন বাতিলের জন্যই সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে? কয়েকশো লোকের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কেন সায়নকেই গ্রেপ্তার করা হল?' উত্তরে জয়দীপ গুপ্ত জানান, যে তিনজন নবান্ন অভিযানের

ধাক্কা রাজ্যের

ডাক দিয়েছিলেন তার মধ্যে সায়ন অন্যতম। তবে বিচারপতি পারদিওয়ালা পালটা জানতে চান, 'পুলিশের এফআইআর-এ কতজনের নাম আছে?' প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তিনজনের নাম আছে বলে জানান রাজ্য সরকারের আইনজীবী। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, সায়নের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করতে গেলে হাইকোর্টের আগাম অনুমতি নিতে হবে, এই নির্দেশ খারিজ করার আর্জি জানায় রাজ্য। বিচারপতি পারদিওয়ালা জানতে চান, 'সায়ন লাহিড়ির পেশা কী? তিনি কি ডাক্তার?' সায়নের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথরা জানান, সায়ন এমবিএ করা। ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসেবেই সায়ন নবান্ন অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। মামলাটি খারিজ করে শীর্ষ আদালত।

পুনর্নির্বাচিত অশোক

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : সর্বভারতীয় ইউটিইউসি (ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস)-র সাধারণ সম্পাদক পদে পশ্চিমবঙ্গের অশোক ঘোষ পুনরায় নির্বাচিত হলেন।

১-২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ুর সালেম শহরে ইউটিইউসি'র সম্মেলন চলে। সেখানে সোমবার অশোককে পুনর্নির্বাচিত করা হয়।

সংগঠনের সভাপতি পদে কেরলের প্রাক্তন বিধায়ক এএ আজিজ নির্বাচিত হয়েছেন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রম সম্মেলনের আহ্বান, লেবার কোর্ট বাতিল, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ও মহিলাদের নৈশ কাজে নিষেধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক সংবিধান রক্ষার দাবিতে সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

সারা দেশ থেকে ৪০০-র বেশি প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ইউটিইউসি'র তরফে সোমবার এই সংবাদ লিখিত আকারে দেওয়া হয়।

জেলার খেলা

উত্তমের দাপট

লাটাগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : উড়িয়া ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির ডুয়ার্স কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল উত্তম একাদশ গেন্দ্রাপাড়া। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে হাজার চৌষট্টি ছাওয়া ফুলি বনবস্তি একাদশকে হারিয়েছে। জোড়া গোল করেন উত্তম পূজারা। অন্যটি সন্দীপ ওরাওঁয়ের। বনবস্তির গোলটি নরেন উরিয়ার।

জেতালেন রোহাম

চালসা, ২ সেপ্টেম্বর : কিলকোট চা বাগানের মহাত্মা গান্ধি স্পোর্টিং ক্লাবের জাক্রু মাহালি ও বাহুরান তিরকি ট্রফি ফুটবলে বিভান মহাবাড়ি ১-০ গোলে তোতাপাড়া চা বাগানকে হারিয়েছে। গোল করেন রোহাম কামি। মঙ্গলবার খেলবে বড়দিঘি চা বাগান ও মূর্তি চা বাগান।

সেমিতে সনগাছি

চালসা, ২ সেপ্টেম্বর : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের গুণোবালা রায় ও ফুচু সোরেন ট্রফি ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল সনগাছি চা বাগান। সোমবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে কারবালা এফসি-কে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। সনগাছির দীপ মুন্ডা ও কারবালার প্রবীণ মুন্ডা গোল করেন।

ফুটবল শুরু ৭ই

জলপাইগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : রায়কতপাড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের ফুটবল ৭ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব মাঠে আয়োজকরা ছাড়াও খেলবে আসাম মোড় কর ব্রাদার্স, শিলিগুড়ি বাঘা যতীন ক্লাব, দার্জিলিং পুলিশ, কলকাতা পুলিশ ক্লাব, রানিনগর এসএসবি-র কেন্দ্রীয় ফুটবল দল, শিলিগুড়ি কেএফসি, রাজগঞ্জ ওয়েলফেয়ার ও জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমি। ফাইনাল ১৫ সেপ্টেম্বর।

জিতল ব্রাইট

ওদলাবাড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : শান্তি কলোনির মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রাম বাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবলে সোমবার শিলিগুড়ির ব্রাইট স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে সরস্বতীপুর এফসি-কে হারিয়েছে। গোল করেন গৌরব মুখী। ম্যাচের সেরা ব্রাইটের সিধু ছেত্রী। মঙ্গলবার খেলবে ৩/৯ জি আর আর্মি, শালুগাড়া ও জর্জিয়ান এফসি, কালিম্পং।

সেমিতে বুবাই

ময়নাগুড়ি, ২ সেপ্টেম্বর : দেবীনগর সানরাইজ ক্লাবের ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল দক্ষিণ মৌয়ামাড়ি বুবাই একাদশ। সোমবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে ওদলাবাড়ি রাইজিং ফুটবল অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। মঙ্গলবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে দোমোহনি ফুটবল অ্যাকাডেমি ও ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাব।

সেমিতে শিলিগুড়ি

মালবাজার, ২ সেপ্টেম্বর : ডামডিম ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি ইউনাইটেড। সোমবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে মালবাজারের এটিও-কে হারিয়েছে। গোল করেন রাহুল থাপা। বুধবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে রাঙ্গামাটি এসটি ব্রাদার্স ও রাজগঞ্জ এসডিএ।

চ্যাম্পিয়ন তনবীর

রাজগঞ্জ, ২ সেপ্টেম্বর : সঞ্জয়কুমার রায় চ্যাম্পিয়ন ট্রফি ও মাহানপাড়া মিতালি সংঘ রানার্স ট্রফি একদিনের ফুটবলে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল তনবীর একাদশ মাহানপাড়া। ফাইনালে তারা ২-০ গোলে ফুলবাড়ি কালাঙ্গিনী আলোর দিশাকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা প্রদীপ্ত বিশ্বাস। সেরা ডিফেন্ডার আলমগির হোসেন। সেরা স্টাইকার নাইজিরিয়ার ম্যাক্সওয়েল। সেরা গোলকিপার জয়।

বাড়িতে চার ফুট চৌবাচ্চায় ইলিশ চাষ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২ সেপ্টেম্বর : বাড়ির চৌবাচ্চায় মিষ্টিজলে পরীক্ষামূলকভাবে বাঙালির প্রিয় ইলিশ মাছ চাষ হচ্ছে। শুনতে অবাক লাগলেও ইসলামপুর ব্লকের শ্রীকৃষ্ণপুরের অনন্তনগর এলাকার বাসিন্দা পলাশচন্দ্র দাস বাস্তবে এমনটাই করে দেখিয়েছেন। বাড়ির আট ফুট লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া ও চার ফুট গভীর চৌবাচ্চায় তিনি ইলিশ মাছ চাষ করতে শুরু করেছেন।

এই ইলিশ মূলত মণিপুরি ইলিশ নামে পরিচিত। যা মিষ্টিজলে বড় হয়। এই ইলিশের স্বাদ এবং গন্ধ দিঘার ইলিশের মতো। যে ইলিশ সাধারণত সমুদ্রের নোনা জলে হওয়ার কথা তা উত্তরবঙ্গের পুকুর এবং বাড়ির চৌবাচ্চায় চাষ হচ্ছে। এই ইলিশে কাঁটার পরিমাণ কম বলে মাছচাষিরা জানিয়েছেন। পলাশ বলেন, 'গতবছর কোচবিহারে আমার এক

এই চৌবাচ্চাতেই ইলিশ মাছ চাষ করা হয়।

বন্ধু তাঁর পুকুরে এই ইলিশ মাছ চাষ করেছিলেন। সেই ইলিশ এক বছরে প্রায় ১ কেজি ওজনের হয়েছিল। বন্ধুটি তার চাষ করা মিষ্টিজলের ইলিশ আমায় খাইয়েছিলেন।

স্বাদে-গন্ধে একদম ইলিশের মতোই ছিল। শুধু কাঁটার পরিমাণ কম ছিল। এরপর বাড়ির চৌবাচ্চাতে এই ইলিশ চাষের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে পলাশ তাঁর বাড়ির চৌবাচ্চায় জন্মানো এই ইলিশ মাছের পোনা নিয়ে গিয়েছিলেন।

সেখানে তিনি এই ইলিশের স্বাদ এবং গন্ধের বর্ণনা তুলে ধরেন। একের পর এক অভিনব চাষের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সেই প্রদর্শনীতে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে সম্মাননা দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে এই ইলিশ চাষে সফলতা এলে আগামীতে অনেক কম দামে সাধারণ মানুষ জ্যান্ত ইলিশের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন। পাশাপাশি বাজারে কোনও সময় ইলিশের ঘাটতি হবে না। পলাশ এর আগেও অনেক পরীক্ষামূলক চাষ করেছেন। তবে এবার বাড়িতে ইলিশ চাষ সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

পলাশের কথায়, 'এবছর ভুবনেশ্বর থেকে ১০০টি মিষ্টি জলের ইলিশের পোনা কিনে এনেছিলাম। এলাকার কয়েকজনকে চাষ করতে দিয়ে আমি মোট ৩২টি ইলিশ পোনা বাড়ির চৌবাচ্চায় পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করতে শুরু করি।

তার মধ্যে ১৬টি ইলিশ মারা গিয়েছে। কিন্তু বাকি পোনাগুলি ৪৫ দিনে প্রায় সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে গিয়েছে।

আশা করি এক বছরের মধ্যে এগুলি অনেকটা বড় হয়ে যাবে। এবার সফল হলে আগামীতে বাঙালির ঘরে ঘরে ইলিশ পৌঁছে দিতে বেশি করে চাষ করব।

> গতবছর কোচবিহারে আমার এক বন্ধু তাঁর পুকুরে এই ইলিশ মাছ চাষ করেছিলেন। সেই ইলিশ এক বছরে প্রায় ১ কেজি ওজনের হয়েছিল। বন্ধুটি তার চাষ করা মিষ্টিজলের ইলিশ আমায় খাইয়েছিলেন। স্বাদে-গন্ধে একদম ইলিশের মতোই ছিল। শুধু কাঁটার পরিমাণ কম ছিল। এরপর বাড়ির চৌবাচ্চাতে এই ইলিশ চাষের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।
>
> **পলাশচন্দ্র দাস**

শিরদাঁড়া হাতে অভিনব প্রতিবাদ জুনিয়ার ডাক্তারদের। সোমবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

অনলাইন মিটিংয়ে হুমকি

রায়গঞ্জ, ২ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালের মর্মান্তিক ঘটনা শুধু নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চলেছে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি। এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে অনলাইন মিটিংয়ে বসেছিল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিবাসী সমাজের ছাত্রছাত্রীরা। জানা গেছে, ৩১ অগাস্ট সন্ধেয় সেই মিটিংয়ে ঢুকে পড়ে কিছু বহিরাগত। এবং এমন মিটিং ভেস্তে দিতে ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে তারা। শাসাতেও শুরু করে। কীভাবে বহিরাগতরা গুগল মিটে ঢুকল জানতে চাইলে অভিযোগকারী সুমিত বাস্কে বলেন, 'মিটিংয়ের লিংকে ৩০ জনের মতো আদিবাসী ভাইবোন যুক্ত হয়েছিলেন। মিটিংয়ের আগে সেই লিংক শেয়ার করা হয় বিভিন্ন গ্রুপে। আর আলোচনার বিষয় ছিল, আদিবাসী ভাইবোন সহ রাজ্যজুড়ে পরপর ঘটে চলা ধর্ষণ, হত্যা, শ্লীলতাহানির মতো ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলা। সেখানেই ঢুকে প্রকাশ্যে শাসাতে থাকে কিছু তরুণ। ভয় পেলেও আমরা মিটিং চালিয়ে যাই।'

ভারত জাকাত সান্তার পাঠ্যৌ গাওতা নামক ওই ছাত্র সংগঠনের উপদেষ্টা অধ্যাপক বাপি সরেন বলেন, 'এভাবে হুমকি দেওয়াটা একটা ঘৃণ্যতম অপরাধ। আমরা প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ভাবতেই এমন অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল। হুমকি যারা দিয়েছেন, তাদেরকে কড়া শাস্তি না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনের নামব।'

অস্থায়ী দৈনিক বাজার চালু থমকে

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুৎ না মেলায় এখনও চালু হয়নি বেলাকোবার অস্থায়ী দৈনিক বাজার। যদিও বেলাকোবা বিদ্যুৎ দপ্তরের দাবি, সিকিউরিটি মানি জমা পড়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী সপ্তাহে কাজ শেষ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, শপিং কমপ্লেক্স তৈরির জন্য বেলাকোবার দৈনিক বাজারের দোকানপাট সরকারি নির্দেশে গত ৮ অগাস্টের মধ্যে ভেঙে ফেলেন ব্যবসায়ীরা।

প্রশাসন ও ব্যবসায়ী সমিতির নির্দেশ মোতাবেক বেলাকোবা হাইস্কুলের মাঠে অস্থায়ীভাবে বাজার বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। শপিং কমপ্লেক্স তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আগামী দু'বছর সেখানেই বাজার বাসার কথা। বর্তমানে অস্থায়ী দোকান তৈরিও শেষ। কিন্তু এখনও পরিকাঠামো গড়ে না ওঠায় ব্যবসা শুরু করা যাচ্ছে না বলে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ।

পুরোনো জায়গায় দোকান ভেঙে সেখানে প্লাস্টিক টাঙিয়ে চা বিক্রি করছেন শুক্লা ঘোষ। তিনি বলেন, 'গত ৫ অগাস্ট সরকারি নির্দেশে দোকান ভেঙে দিলেও এখনও নতুন জায়গায় দোকান করার মতো পরিকাঠামো নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ দিলেই ওখানে চলে যাব। এখানে খুবই অসুবিধার মধ্যে দোকান করতে হচ্ছে। বৃষ্টি হলে দুর্ভোগ বাড়ছে।'

ইতিমধ্যে নতুন জমিতে জলকাদা ও নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা বেড মেটিরিয়ালস ফেলে ও হিউমপাইপ বসিয়ে সমাধান করা হয়েছে। এর মূল উদ্যোক্তা জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ রণবীর মজুমদার। বিদ্যুতের সমস্যাও খুব দ্রুত মিটে যাবে বলে তাঁর দাবি।

সবজি বিক্রেতা বিক্রম রায় বলেন, 'সরকারি নির্দেশে দোকান ভাঙার পর এখন অস্থায়ীভাবে এখানে দোকান করে চলছে। অন্যের থেকে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে হয়েছে। এজন্য দৈনিক ৪০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। আগে তিন মাসে যেখানে হাজার থেকে বারোশো টাকা বিল দিতাম এখন সেখানে এক মাসেই ওই টাকা দিতে হচ্ছে।' সতীর্থ রাজা শূরও বিদ্যুৎ সংযোগ পেলেই নতুন জায়গায় চলে যাবেন বলে জানান। পান বিক্রেতা সনাতন সরকার ভাঙা বাজারেই প্লাস্টিক টাঙিয়ে দোকান করছেন। দৈনিক মালপত্র নিয়ে যাতায়াতে এক নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। ওখানে সম্পূর্ণ পরিষেবা পেলে সবাই চলে যাবে।

বেলাকোবা

ওই বাজারে নিত্য ক্রেতা কিশোরকুমার নাগ জানান, ভাঙাচোরার স্তূপে বাজার করা ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। কেন নতুন জায়গায় দোকান চালু করা যাচ্ছে না বলে প্রশ্ন রাখেন তিনি। বেলাকোবা বিদ্যুৎ দপ্তরের স্টেশনমাস্টার চেতন আনন্দ ত্রিবেদী জানান, জলপাইগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেটের প্রায় তিন লক্ষ টাকার সিকিউরিটি মানি জমা পড়েছে। অফিস বন্ধ থাকায় বিষয়টি বিস্তারিত জানা যায়নি।

বিদ্যুতের জন্য ১০০ কেভির ট্রান্সফর্মার বসানো হবে। কাজ শুরু হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এজন্য প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে আলাদা আলাদা মিটার নিতে হবে। একটি ক্লাস্টার মিটারও বসানো হবে। সব মিলিয়ে এখন দ্রুত পরিষেবা চালুর অপেক্ষায় ক্রেতা-বিক্রেতারা।

ছাত্রদের আক্রমণে ক্ষুব্ধ অরিন্দম

বেলাকোবা, ২ সেপ্টেম্বর : কলকাতার মেয়ো রোডে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে সংগঠনের দুই সদস্য আক্রান্ত হয়েছিলেন। অভিযোগের আঙুল ওঠে নিজেদের সংগঠনেরই অন্যদের বিরুদ্ধে। ঘটনার নেপথ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিতর্ক মাথাচাড়া দেয়। তৃণমূলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'এমন ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়। বিষয়টি জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে।'

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৬ অগাস্ট। রাজগঞ্জ ব্লকের বেশকিছু ছাত্র কলকাতায় প্রতিষ্ঠা দিবসের যোগ দিতে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে যান। অভিযোগ, সেখানে জলপাইগুড়ি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কিছু সদস্য তাঁদের বাধা দেন। এমনকি তাঁদের না যাওয়ার জন্য ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। যদিও তাঁরা কোনওক্রমে ট্রেনে উঠে পড়েন। মাঝরাতে চলন্ত ট্রেনে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁদের ওই সদস্যরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। এমনকি প্রাণনাশেরও হুমকি দেন। সেদিন ঘটনায় দুজন গুরুতর আহত হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন রাজগঞ্জের বাসিন্দা শংকর রায় ও ইয়াসিন আলি। তাঁদের বীরভূমে রেল পুলিশের সাহায্যে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখান থেকে কিছুটা সুস্থ হয়ে তাঁরা ২৮ অগাস্ট সংগঠনের সভায় যোগ দেন। শংকর বলেন, 'এ বিষয়ে দলের রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছি। জলপাইগুড়ি জিআরপিতে ৩০ অগাস্ট লিখিত অভিযোগও জানানো হয়েছে।' এনিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা নিতাই মণ্ডলের কটাক্ষ, 'ছাত্র রাজনীতি থেকেই তৃণমূলের সন্ত্রাসের হাতেখড়ি হয়। এখন তৃণমূলের ঘরোয়া কোন্দল এভাবে প্রকাশ্যে আসছে।'

প্রতিবাদ অরাজনৈতিক

প্রথম পাতার পর

ছকের পুনরাবৃত্তি মানুষকে দূরে সরিয়েছে আরও। এখন এখানে ওখানে মঞ্চ বেঁধে বসে 'বিচার চাই' স্লোগানকে বাংলাদেশের ধাঁচে 'দফা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ' স্লোগানে বদলে দেওয়ার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় ব্যস্ত তারা।

আগমার্কা বিপ্লবী দলটিও নানা কৌশলে এই অরাজনৈতিক আন্দোলনে ভিড়তে সচেষ্ট হলেও কলকে পায়নি। একেবারে শেষবেলায় নিয়মরক্ষার মিছিল হয়েছে কংগ্রেসেরও। নেতারা টেলিভিশনের পর্দায় বাজার গরম করা বিবেকের ভূমিকায়। সেখানকার বিতর্কে কামদুনি, হাঁসখালি বনাম হাথরস, মণিপুর বনাম বানতলা, ধানতলার চাপানউতোর। চিলচিৎকারে কান পাতা দায়। তবু হাজারো ভুয়ো খবর আর চ্যানেলগুলোর ভয়ংকর টিআরপি বাড়ানোর দৌড় এখনও পর্যন্ত লক্ষ্যচ্যুত হতে দেয়নি এই অদ্ভুত বিক্ষোভকে। এখনও পর্যন্ত কেউ হাইজ্যাক করতে পারেনি। এখনও তা অরাজনৈতিক। এখনও নেতৃত্বের দাবিদার কেউ নেই। সব রাজনৈতিক দল রিংয়ের বাইরে। মঞ্চ দখল করেছে নামহীন, পরিচয়হীন মানুষ।

এই প্রথম এমনটা দেখছে বাংলা। সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের সময় দলহীন, বিশেষ কোনও আনুগত্যহীন মিছিল দেখেছে কলকাতা। কিন্তু সেই আন্দোলন হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছিল। এবার টানা পঁচিশদিন চলছে এই নাগরিক প্রতিবাদ।

বৃত্তের বাইরে বসে তা দেখতে হচ্ছে নেতাদের। শুধু ওই নির্মম হত্যা-ধর্ষণ নয়, তার সূত্রেই উঠে আসছে স্বাস্থ্য প্রশাসনের হাজার অন্যায়, অব্যবস্থার কথা। উঠে আসছে ডাক্তারবাবুদের নানা লবি আর তার পান্ডাদের নাম। মানুষ শেষ দেখে ছাড়ার কথা বলছেন। তাঁরা তাকিয়ে আছেন শীর্ষ আদালতের দিকে। কী করে তারা সবাই দেখতে চান। ইতিমধ্যেই সিবিআই দেরি করছে কেন, উঠছে সে প্রশ্নও। কেননা বিজেপি-তৃণমূল আঁতাত নিয়ে বাজারে অনেক কথা ছাড়া হয়েছে। সিবিআইয়ের তদন্ত চলছে কোন পথে সেদিকেও নজর থাকবে সকলের।

চূড়ান্ত ভোগান্তি

প্রথম পাতার পর

বিজেপির মিছিল আটকাতে পুলিশকর্মীরা সবরকমভাবে প্রস্তুত ছিলেন। প্রচুর মহিলা পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। মিছিল পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে পৌঁছাতেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা লোহার ব্যারিকেড ভেঙে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেটা সফল হয়নি।

অন্যদিকে, একটা সময় দেখা গিয়েছে যখন কর্মী-সমর্থকরা ব্যারিকেড ভাঙার জন্য সচেষ্ট তখন বিজেপির জেলা সভাপতি তাঁদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন। বিক্ষোভের মধ্য থেকেই এদিন কিছু বিজেপি সমর্থক ব্যারিকেডের ওপর দিয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে প্লাস্টিকের জলের বোতল ছোড়েন। বোতল ছোড়া থেকে বিরত থাকতে বাপিকে তাঁদের ধমক দিতে দেখা যায়। এদিকে, বিজেপির কর্মসূচির জেরে এদিন শহরে আসা বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজল সরকার, রংধামালির জয়া সরকারের মতো অনেকেই সমস্যায় পড়েন।

স্কুলে পড়ুয়াদের জন্য

প্রথম পাতার পর

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্যামলচন্দ্র রায় বলেন, 'যথেষ্ট ভালো উদ্যোগ। চিকিৎসকরা প্রায়ই বলে থাকেন পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা প্রয়োজন। এতে শারীরিক নানা রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।'

এক পড়ুয়ার অভিভাবক উৎসব মালোদাসের কথায়, 'পানীয় জল অত্যাবশ্যকীয়। স্কুলে পানীয় জল পানের নির্দিষ্ট সময় করে দেওয়ায় খুব ভালো হয়েছে। তাছাড়া ছোট ছোট পড়ুয়ারা বোঝে না পানীয় জল পান করাটা গুরুত্বপূর্ণ। এবার পঠনপাঠন ও খেলাধুলোর ফাঁকে জলপান করলে তাপপ্রবাহের সময়ে জলের প্রয়োজনীয়তা মিটবে।'

ভোটের জন্যই বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

সুশান্তর দাবি, উত্তরবঙ্গ লবি আছে বলে আমি কিছু জানি না। আর যদি থাকে সেক্ষেত্রে ডিএইচএস, ডিএমই, স্পেশাল সেক্রেটারি কি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ছাত্র? এঁরা কেউই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ছাত্র নন। আর যদি কেউ হয়েও থাকেন তাহলে খারাপ কাজটা কী হয়েছে বলে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে সুশান্ত বলেন, 'বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। তবে এটাই বলব, দ্রুততার সঙ্গে তদন্ত হোক। দোষী শাস্তি পাক।'

দুর্নীতির মামলায় ধৃত

প্রথম পাতার পর

এমনকি, ৩১ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্লোগান দেন, সন্দীপ ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন, সিবিআই জবাব দাও। সিবিআই তদন্তের দীর্ঘসূত্রিতার অভিযোগে মানুষ ক্রমশ অধৈর্য হচ্ছিল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাটির কার্যকারিতা, এমনকি কেন্দ্র ও রাজ্যের সেটিং ইত্যাদি চর্চা শুরু হচ্ছিল রাজনৈতিক মহল ও জনপরিসরে। শেষপর্যন্ত সন্দীপের গ্রেপ্তারে উল্লাসের প্রতিফলন দেখা গেল সোশ্যাল মিডিয়ায়।

নিশীথের কলার ধরে টানাহ্যাঁচড়া কোচবিহারে

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ২ সেপ্টেম্বর : বিজেপির জেলা শাসকের দপ্তর অভিযানকে কেন্দ্র করে সোমবার কোচবিহারে রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিজেপি নেতা-কর্মীরা যাতে জেলা শাসকের দপ্তরে না যেতে পারেন সেজন্য পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে। কোচবিহার সাগরদিঘি চত্বরে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। পদ্মকর্মীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে পালটা পাথর ছোড়েন।

পুলিশ তার মধ্যেই কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কলার ধরে টেনেহিঁচড়ে তাঁকে পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়ে যায়। পুলিশ সব মিলিয়ে বিজেপির ২২ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে।

পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলার সময়ই নিশীথ বলেন, 'মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে। সে কারণেই পথে নেমেছি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভয় পেয়েছেন। তাই তিনি পুলিশকে নিয়ে আন্দোলন দমাতে চাইছেন।'

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষের অবশ্য বক্তব্য, 'বিজেপি আন্দোলনের নামে গুন্ডামি করতে এসেছিল। পুলিশ গুলি চালাক, এটাই ওরা চাইছিল। কিন্তু সেটা না হওয়ায় ওদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে।'

পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃষ্ণগোপাল মিনা, ডিএসপি (সদর) চন্দন দাস সহ পুলিশের একাধিক আধিকারিক এদিন রাস্তায় ছিলেন। গ্রেপ্তারের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বেলা পৌনে ৪টা নাগাদ নিশীথকে পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে গাড়িতে করে পুলিশ লাইনে নিয়ে যাওয়া হয়। সাড়ে চার ঘণ্টা পর নিশীথ সহ বিজেপি নেতা-কর্মীদের ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। ছাড়া পাওয়ার পর নিশীথ দলের জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেন পুলিশ এদিন যেনতেন প্রকারে তাঁদের আন্দোলন রোখার চেষ্টার পাশাপাশি তাঁকে খুনের চেষ্টা করেছিল।

ধস্তাধস্তি। নিশীথকে ঘিরে ধরেছে পুলিশ। সোমবার কোচবিহারে।

আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করে বিজেপি নেতা-কর্মীরা এদিন বেলা আড়াইটে নাগাদ দলের জেলা কার্যালয় থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে জমায়েত হন। নিশীথ মিছিলের প্রথম সারিতেই ছিলেন। বিধায়ক মালতী রাভা, বিধায়ক সুকুমার রায়, মিহির গোস্বামীরাও সেখানে ছিলেন। প্রায় হাজার দুয়েক কর্মী এদিন কর্মসূচিতে যোগ দেন। আন্দোলনকারীরা জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে পুলিশের প্রথম ব্যারিকেড ভেঙে ফেলেন। এরপর তাঁরা প্রায় ১৫ ফুট উঁচু বাঁশ ও লোহার ব্যারিকেড ভাঙতে যান। এই সময়ই তাঁদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে।

পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হলে জলকামান ব্যবহার শুরু হয়। এতে বিজেপি নেতা-কর্মীরা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হন। পুলিশের সঙ্গে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনীর ধস্তাধস্তি শুরু হয়। দু'পক্ষই মারমুখি হয়ে ওঠে। সেই সময়ই পুলিশ নিশীথকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। এভাবেই প্রায় ১০০ মিটার নিয়ে যাওয়ার পর নিরাপত্তারক্ষীরা নিশীথকে তাঁর গাড়িতে তুলতে যান। তবে তাঁদের সেই চেষ্টা অবশ্য শেষপর্যন্ত সফল হয়নি। পুলিশ নিশীথকে পুলিশ সুপারের অফিসে নিয়ে যায়।

এরপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। বিজেপি কর্মীরা পাথর ছুড়তে থাকেন। এতে দুটি গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। বেশ কয়েকজন পাথরের আঘাতে আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে টিয়ার গ্যাসের শেল ফাটানো হয়। ভয়ে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে এদিন জেলা শাসকের দপ্তর, পুরসভা ও সরকারি নানা দপ্তরে কাজে আসা সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার হয়েছেন।

খেলায় আজ

১৯৯০ : মহম্মদ সামির জন্মদিন। অভিষেককারী ভারতীয় পেস বোলার হিসেবে টেস্টে সবচেয়ে ভালো পরিসংখ্যান (১১৮/৯) রয়েছে তাঁর।

উত্তরের মুখ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃকলেজ ফুটবলে সোমবার কল্যাণজিৎ রায় হ্যাটট্রিক করেন। ম্যাচে তাঁর দল ফালাকাটা কলেজ ৪-০ গোলে গরুবাথান কলেজকে হারিয়েছে।

স্পোর্টস কুইজ

১. এবার টি২০ বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দলে খেলা হারমিত সিং ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে খেলেছেন। সেই সময় তাঁর অধিনায়ক কে ছিলেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. রিভাল্ডো, ২. এমএল জয়সীমা, রবি শাস্ত্রী ও চেতেশ্বর পূজারা।

সঠিক উত্তরদাতারা

ডিআরবি বসাক, সবুজ উপাধ্যায়, ভাস্কর বসাক, পৌলোমী সাহা, নীলরতন হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, নিবেদিতা হালদার, অমৃত হালদার, রুয়েল আলম, সুজন মহন্ত, অসীম হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার।

যুবরাজকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি যোগরাজের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : আবারও বোমা ফাটালেন।

ফের যোগরাজ সিংয়ের নিশানায় মহেন্দ্র সিং ধোনি। রেহাই পেলেন না আরেক বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবও। প্রাক্তন টেস্ট ক্রিকেটার যোগরাজের দাবি, তাঁর পুত্রের কেরিয়ার নষ্ট করেছে ধোনি। নাহলে আরও ৪-৫ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের জার্সিতে খেলতে পারতেন যুবরাজ।

কপিলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিশ্বজয়ী অধিনায়ক নিজের রাস্তা মসৃণ রাখতে যোগরাজকে ভারতীয় দলে টিকতে দেননি। সাফল্য, দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও একদা বন্ধু যোগরাজকে জাতীয় দল থেকে ছেঁটে ফেলতে কলকাঠি নেড়েছিলেন।

ঠোঁটকাটা হিসেবে বরাবরই পরিচিত যোগরাজ। অতীতে বারবার বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন। ঝড়ও উঠেছে যা নিয়ে। কিন্তু যোগরাজ বদলাননি। ধোনিদের তুলোধোনার পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য যুবরাজকে 'ভারতরত্ন' দেওয়ার দাবিও তুললেন। অর্জুন পুরস্কার (২০১২) ও পদ্মশ্রী (২০১৪) পেয়েছেন ইতিমধ্যেই। কিন্তু যোগরাজের মতে, শচীন তেন্ডুলকারের পর দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে দেশের সর্বোচ্চ সম্মান প্রাপ্য যুবির।

বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে যোগরাজের দাবি, 'ওই লোকটা (এমএস ধোনি) আমার ছেলের কেরিয়ার নষ্ট করেছে। নাহলে যুবরাজ আরও ৪-৫ বছর বেশি খেলত। গৌতম গম্ভীর, বীরেন্দ্র শেহবাগরা পর্যন্ত বলেছে, আর একটা যুবরাজ আসবে না। ক্যানসার নিয়ে যেভাবে দেশকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছে, তার জন্য যুবরাজকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত।'

'ধোনিই ধ্বংস করেছে ছেলের কেরিয়ার'

শুধু যুবরাজ সিং নয়, গৌতম গম্ভীর, বীরেন্দ্র শেহবাগদের কেরিয়ার দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়ার জন্যও যোগরাজ সিং দায়ী করলেন মহেন্দ্র সিং ধোনিকে।

শুধু যুবরাজ নয়, গৌতম গম্ভীর, বীরেন্দ্র শেহবাগদের কেরিয়ারে সাত তাড়াতাড়ি ইতি পড়ার পিছনেও মাহির হাত বলে অভিযোগ রয়েছে। গম্ভীর, শেহবাগরাও আকারে-ইঙ্গিতে তা বুঝিয়ে দিয়েছে। তবে যোগরাজ কোনওরকম রাখঢাকের রাস্তায় হাঁটতে নারাজ। দাবি, 'কখনও ধোনিকে ক্ষমা করব না। আয়নাতে নিজের মুখ দেখা উচিত ওর। নিঃসন্দেহে ধোনি বড় ক্রিকেটার। কিন্তু আমার পুত্রের সঙ্গে যা করেছে, সব সামনে আসছে। শুধু ধোনি কেন, আমার সঙ্গে যারা অন্যায় করেছে, কাউকে কখনও ক্ষমা করিনি, করব না, সে যদি আমার পরিবারের কেউ হয়, তাও না।'

> আমাদের সময়ে গ্রেটেস্ট অধিনায়ক কপিল। ওকে বলেছিলাম, তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে বাকি বিশ্ব তোমাকে অভিশাপ দেবে। আজ যুবরাজের কাছে ১৩টি ট্রফি, আর তোমার মাত্র একটা বিশ্বকাপ।
>
> **যোগরাজ সিং**

রেহাই পাননি কপিলও। যুবরাজের সঙ্গে তুলনা টেনে কপিলকে আক্রমণ শানিয়ে যোগরাজের বিস্ফোরক মন্তব্য, 'আমাদের সময়ে গ্রেটেস্ট অধিনায়ক কপিল। ওকে বলেছিলাম, তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে বাকি বিশ্ব তোমাকে অভিশাপ দেবে। আজ যুবরাজের কাছে ১৩টি ট্রফি, আর তোমার মাত্র একটা বিশ্বকাপ।' অবশ্য কপিলকে এভাবে অসম্মান করা নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়াও দেখা গিয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের পালটা তোপের মুখে পড়েন যোগরাজ।

২০১৭ সালে শেষবার ভারতীয় দলের হয়ে খেলেন যুবরাজ। ২০১৯ সালে অবসর নেন। উজ্জ্বল কেরিয়ারে যুব বিশ্বকাপ থেকে টি২০, ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছেন। জিতেছেন আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও। তিনটি বিশ্বকাপেও টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটারের সম্মান পান যুবরাজ।

বিদায় গফের, কোয়ার্টারে ভেরেভ

নিউ ইয়র্ক, ২ সেপ্টেম্বর : অঘটনের ইউএস ওপেন। পুরুষদের সিঙ্গলসে নোভাক জকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ার বিদায় একদিনের ব্যবধানে দেখেছিল নিউ ইয়র্ক। সোমবার আরও একটি ইন্দ্রপতনের সাক্ষী থাকল আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়াম। প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে বিদায় নিলেন মহিলাদের সিঙ্গলসে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গফ। ৩-৬, ৬-৪, ৩-৬ গেমে হারলেন স্বদেশীয় এম্মা নাভারোর বিরুদ্ধে।

পুরুষদের ডাবলসে দৌড় থামল বোপান্নার

চলতি বছরের উইম্বলডনেও প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে বিদায় নিয়েছিলেন গফ। মজার বিষয়, সেদিনও গফ-ঘাতক ছিলেন ২৩ বছরের নাভারো। পার্থক্য একটাই, উইম্বলডনে স্ট্রেট সেটে হেরেছিলেন গফ। এদিন রাতের আর্থার অ্যাশে দ্বিতীয় সেট জিতে তিনি ম্যাচে সমতা ফিরিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও শেষরক্ষা হয়নি। কোর্টে পাওয়ার টেনিসে পূর্বসূরি সেরেনা উইলিয়ামসকে মনে করান গফ। এদিন গফকে তাঁর অস্ত্রেই ঘায়েল করলেন নাভারো। তাঁর পাওয়ার টেনিসের দুরন্ত প্রদর্শনীতে বারবার ভুল করলেন প্রতিযোগিতার তৃতীয় বাছাই গফ। গোটা ম্যাচে করলেন ১৯টি ডাবল ফল্ট। যার মধ্যে তৃতীয় সেটেই ১১টি। আর এত ভুলের পর গফ জিতে গেলে তাতেই অবাক হতে হত।

এদিন আর্থার অ্যাশের গ্যালারিতে ছিলেন সেরেনা। প্রাক্তন তারকার সামনে হারের পর হতাশ গফ বলেছেন, 'সার্ভিসে আরও মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। সার্ভিসের ভুলই পার্থক্য গড়ে দিল। সার্ভিসের সময় আমি বাঁদিকে সরে যাচ্ছিলাম। জানতাম, এতে ভুলের সম্ভাবনা বাড়বে। ভুল সংশোধনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। মানসিকভাবে কিছুটা বিভ্রান্ত ছিলাম। এখন যদি আমি প্র্যাকটিস কোর্টে যাই তাহলে অন্তত ৩০টি নির্ভুল সার্ভ করতে পারব।'

প্রথমবার আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে খেলতে নেমে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নকে হারানোর ঘোর কাটছে না নাভারোর। বলেছেন, 'গত দুই বছর এই টুর্নামেন্টে প্রথম রাউন্ডে হেরেছিলাম। সেখানে এবার কোয়ার্টার্র ফাইনালে উঠলাম। স্বপ্নের মতো লাগছে। নিউ ইয়র্কেই জন্ম আমার। এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম আমার কাছে স্পেশাল। ৪-৩ গেমে এগিয়ে থাকার পরও দ্বিতীয় সেট হেরেছিলাম। তবে তৃতীয় সেটে সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।' গফ বিদায় নিলেও বিশ্বের দুই নম্বর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা সহজেই কোয়ার্টার্র ফাইনালে পৌঁছেছেন। তিনি ৬-২, ৬-৪ গেমে এলিসে মার্টিন্সের বিরুদ্ধে জয় পান।

নোভাক, আলকারাজের বিদায়ে পুরুষদের সিঙ্গলস 'নিরামিষ' হয়ে গিয়েছে। আর 'ফাঁকা ময়দানে' খেতাব জয়ের লক্ষ্যে ছুটছেন আলেকজান্ডার ভেরেভ। তিনি ৩-৬, ৬-১, ৬-২, ৬-২ গেমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ডন নাকাসিমাকে হারিয়ে কোয়ার্টার্র ফাইনালে জায়গা পেয়েছেন। শেষ আটের টিকিট পেয়েছেন ফ্রান্সিস টিয়াফো। তিনি জকোভিচ ঘাতক অস্ট্রেলিয়ার অ্যালেক্স পপিরিনকে ৬-৪, ৭-৬ (৭/৩), ২-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়েছেন। তবে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে ছিটকে গিয়েছেন অষ্টম বাছাই ক্যাসপার রুড। তিনি ৬-৩, ৪-৬, ৬-৩, ৬-২ গেমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে হেরেছেন।

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসে দৌড় শেষ হয়ে গেল ভারতের রোহন বোপান্নার। ম্যাথু এবডেনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ১-৬, ৫-৭ গেমে আর্জেন্টিনার আন্দ্রেস মলটেনি-ম্যাক্সিমো গঞ্জালেসের বিরুদ্ধে হেরেছেন।

ভুগছেন আরথ্রাইটিসে

সাইনা ইঙ্গিত দিলেন অবসরের

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : চলতি বছরের শেষেই অবসর নিতে পারেন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী প্রথম ভারতীয় শাটলার সাইনা নেহওয়াল। প্যারিস অলিম্পিকে ভারতীয় দলের শেফ দ্য মিশন গগন নারাংয়ের পডকাস্ট শো 'হাউস অফ গ্লোরি'-তে সাইনা এমনই ইঙ্গিত দিলেন। তিনি বলেছেন, 'হাঁটুর অবস্থা ভালো নেই। আরথ্রাইটিসে ভুগছি।'

৩৪ বছরের সাইনা জানিয়েছেন আরথ্রাইটিসের কারণেই তিনি দীর্ঘক্ষণ অনুশীলন করতে পারছেন না। তাঁর মন্তব্য, 'হাঁটুতে আরথ্রাইটিস নিয়ে আট-নয় ঘণ্টা অনুশীলন করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আপনি কীভাবে বিশ্বের সেরা শাটলারদের চ্যালেঞ্জ জানাবেন? কারণ দুই ঘণ্টার অনুশীলনে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফলাফল পাওয়া সম্ভব নয়। এই বাস্তবটা মানতে হবে।'

২০১০ এবং ২০১৮ সালের কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী সাইনা পরপর তিনটি অলিম্পিকে অংশ নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন অলিম্পিকে খেলা ছিল তাঁর স্বপ্ন। এপ্রসঙ্গে বলেছেন, 'ছোটবেলা থেকেই অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন দেখেছি। তাই যখন বুঝতে পারি অলিম্পিকে যাওয়া আর সম্ভব নয় তখন খুবই কষ্ট হয়। তবে কেরিয়ার নিয়ে আমি গর্বিত। যখনই দেশের হয়ে খেলেছি সর্বস্ব দেওয়ার চেষ্টা করেছি।'

অবসরের প্রসঙ্গ উঠতে সাইনাকে আবেগপ্রবণ দেখিয়েছে। এই নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'এমনটা নয় যে আমি খেলতে চাই না। কিন্তু শরীর সঙ্গ দিচ্ছে না। তাই অবসরের কথাও ভেবেছি। এটা দুঃখের। কারণ, এমনিতেই খেলোয়াড়দের কেরিয়ার খুবই কম সময়ের। নয় বছর বয়সে শুরু করেছিলাম, সামনের বছর ৩৫-এ পা দেব। এই বছরের শেষে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে।'

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩১

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন

দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি

জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি

আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ

উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া

দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম ১৫,০০০/- | দ্বিতীয় ৭,৫০০/- | তৃতীয় ৫,০০০/-

কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার

প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে

পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-

সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।

কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩১'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৭x৫ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম ..... ঠিকানা .....

.....

যোগাযোগের প্রতিনিধি ..... ফোন ..... মোবাইল .....

পুজোর থিম (থাকলে) .....

মণ্ডপশিল্পী ..... প্রতিমাশিল্পী ..... আলোকশিল্পী .....

পুজোর ব্যয়বরাদ্দ.....

উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।

অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR

UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR

DR. P. K. SAHA HOSPITAL MULTI-SPECIALITY HOSPITAL

1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL

CBSE Affiliation No. 2430164

MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

এমবাপের জোড়া গোলে জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২ সেপ্টেম্বর : অবশেষে গোলের খরা কাটালেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। এমবাপের গোলের সঙ্গে সঙ্গে জয়ের সরণিতে ফিরল রিয়াল মাদ্রিদ। রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল বেতিসকে।

> সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গোল করার মুহূর্তটা সত্যি অসাধারণ ছিল। তবে এর থেকেও বড় ব্যাপার ম্যাচটা জেতা। লা পামাস ম্যাচের পর এই জয়টা খুব দরকার ছিল। ম্যাচটা খুব কঠিন ছিল।
>
> **কিলিয়ান এমবাপে**

ম্যাচের নায়ক ফরাসি গোলমেশিন এমবাপে। দুই গোলই তাঁর করা। কয়েকদিন আগেও এমবাপেকে নিয়ে সমালোচনায় মুখর ছিল সমর্থকদের একাংশ। আসলে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার পর তাঁকে স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি। কিন্তু এদিন সব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন তিনি। ৬৭ মিনিটে ফেডেরিকো ভালভার্দের পাস থেকে গোলের খাতা খোলেন এমবাপে। ৮ মিনিট পরে পেনাল্টি থেকে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি।

লা লিগায় প্রথম গোলের পর কিলিয়ান এমবাপে।

ম্যাচের পর এমবাপে বলেছেন, 'সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে গোল করার মুহূর্তটা সত্যি অসাধারণ ছিল। তবে এর থেকেও বড় ব্যাপার ম্যাচটা জেতা। লা পামাস ম্যাচের পর এই জয়টা খুব দরকার ছিল। ম্যাচটা খুব কঠিন ছিল।' ম্যাচের পর এমবাপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ রিয়াল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। তিনি বলেছেন, 'আমরা এমবাপের ওপর কোনও চাপ দিইনি। ও এদিন দুর্দান্ত খেলেছে। ম্যাচে সুযোগ পেয়ে সেটাকে কাজে লাগিয়েছে। ওর গোল পাওয়াটা দরকার ছিল।' সাধারণত রিয়াল মাদ্রিদ পেনাল্টি পেলে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার নিতে যান। কিন্তু রিয়াল বেতিস ম্যাচে ভিনি নিজে পেনাল্টি না নিয়ে এমবাপেকে মারার সুযোগ দেন। এই প্রসঙ্গে কোচ বলেছেন, 'ভিনি ও এমবাপের মধ্যে খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে। আমি ভিনির এই সিদ্ধান্তে খুব খুশি।' আপাতত রিয়াল মাদ্রিদ ৪ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সমসংখ্যক ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা।

বাঁ পা ছাড়াই পুরুষদের ব্যাডমিন্টনে সিঙ্গলসে এসএল-৩ ক্যাটিগোরিতে সোনা জয়ের পর নীতেশ কুমার। প্যারিসে সোমবার।

একদিনে সাত পদক ভারতের

প্যারিস, ২ সেপ্টেম্বর : চলতি প্যারালিম্পিকে ভারতের সেরা দিন। একদিনে ভারতের ঝুলিতে জমা পড়ল ৭ পদক। আরও একবার রেকর্ড ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতে সোনা জিতলেন সুমিত আন্টিল। তাঁর প্রথম থ্রো ছিল ৬৯.১১ মিটার। ভেঙে দেন ৩ বছর আগে টোকিও প্যারালিম্পিকে সোনা জয়ের পথে গড়া ৬৮.৫৫ মিটারের রেকর্ড। কিন্তু সুমিতের দাপটে ৮ মিনিটে ভেঙে গেল সেই রেকর্ডও। দ্বিতীয় প্রয়াসে তিনি ছুড়লেন ৭০.৫৯ মিটার। তখনই পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে এফ৬৪ ক্যাটিগোরিতে প্রায় তাঁর সোনা জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। রুপোজয়ী শ্রীলঙ্কার দুলান কোদিতুওয়াকুর সেরা থ্রো ছিল ৬৭.০৩ মিটারের।

> প্যারালিম্পিকে রেকর্ড গড়ে সোনা সুমিতের

ফুটবলার হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন নীতেশ কুমার। স্বপ্ন ছিল দেশের জার্সি। কিন্তু ২০০৯ সালে ভাইজ্যাগে এক ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় বাঁ পা হারাতে হয়। বছর খানেক শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু হরিয়ানার নীতেশের অদম্য ইচ্ছার কাছে কোনও বাধাই বড় হয়ে উঠতে পারেনি। আইআইটি মান্ডিতে পড়ার সময় ব্যাডমিন্টনের প্রেমে পড়েন। সোমবার সেটাই তাঁকে সোনা এনে দিল।

গত দুইটি বিশ্ব প্যারা চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো ও ব্রোঞ্জ জিতে সলতে পাকিয়েছিলেন। এদিন কেরিয়ারের প্রথম প্যারালিম্পিকে স্ফুলিঙ্গ হয়ে উঠলেন নীতেশ। পুরুষদের সিঙ্গলসে এসএল-৩ ক্যাটিগোরিতে দ্বিতীয় বাছাই গ্রেট ব্রিটেনের ড্যানিয়েল বেথেলকে ২১-১৪, ১৮-২১, ২৩-২১ পয়েন্টে হারালেন নীতেশ। দেশকে সোনা এনে দেওয়ার পর নীতেশের মুখে টিম ইন্ডিয়ার তারকা বিরাট কোহলির কথা। বলেছেন, '২০১৩ সালের পর থেকে বিরাট ফিটনেস নিয়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। ও এখন বিশ্বের সবচেয়ে ফিট ক্রিকেটার। অসম্ভব ডিসিপ্লিনড। আমিও কোহলির ফিটনেস মন্ত্রকে অনুসরণ করার চেষ্টা করি।'

কেরিয়ারের প্রথম প্যারালিম্পিকে সোনা জিতেছেন-ফাইনালের পর এটা অনুভব করতেই বেশ কিছুটা সময় লেগে যায় নীতেশের। পরে নিজেকে সামলে বলেছেন, 'এখনও স্বপ্নের মতো লাগছে। হয়তো পোডিয়ামে দাঁড়ানোর পর জাতীয় সংগীত কানে এলে বিশ্বাস হবে।'

প্রথম গেমে ড্যানিয়েলকে উড়িয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয়তে পা হড়কান শীর্ষবাছাই নীতেশ। তৃতীয় গেমেও নীতেশ ১৯-১৬ পয়েন্টে এগিয়ে থাকার সময় ড্যানিয়েল চাপ বাড়িয়েছিলেন। জয়ের পর এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে আগে হেরেছি আমি। এবার একই ভুল করতে চাইনি। অতীতে আমি এই রকম অবস্থায় নিজেকে শান্ত রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলাম। এদিন নিজেকে বলেছিলাম, শেষপর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এমনকি ডিসাইডারে ২০-১৯ পয়েন্টে থাকার সময়ও মাথা ঠান্ডা রেখেছি। সাধারণত আমি এত ধৈর্য নিয়ে খেলতে পারি না।'

ব্যাডমিন্টন থেকে খুশির তখনও বাকি ছিল। মহিলাদের সিঙ্গলসে এসইউ-৫ ক্যাটিগোরি থেকে ভারতকে জোড়া পদক এনে দেন থুলাসিমাথি মুরুগেশন ও মনীষা রামদাস। ফাইনালে সেরাটা দেওয়ার পরও শীর্ষবাছাই মুরুগেশনকে ১৭-২১, ১০-২১ পয়েন্টে চিনের গতবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়াং কিউজিয়ার বিরুদ্ধে হেরে রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। ডেনমার্কের ক্যাথরিন রোসেনজেনকে ২১-১২, ২১-৮ পয়েন্টে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জেতেন মনীষা। এর আগে সেমিফাইনালে মুরুগেশনের বিরুদ্ধে মনীষা হেরেছিলেন। নীতেশের আগেই দেশকে সুখবর দেন যোগেশ কাঠুনিয়া। তিনি পুরুষদের ডিসকাস থ্রোয়ে এফ-৫৬ ক্যাটিগোরিতে রুপো জেতেন। ২৭ বছরের যোগেশ ৪২.২২ মিটার ছুড়ে পদক নিশ্চিত করেন। যা তাঁর চলতি মরশুমের সেরা থ্রো।

রুপো এনেছেন শটলার সুহাস ইয়াথিরাজও। পুরুষদের এসএল ফোর ক্যাটিগোরিতে ফাইনালে তিনি ৯-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে হেরে যান ফ্রান্সের লুকাস মাজুরের কাছে। তিরন্দাজির মিক্সড কমপাউন্ড ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন রাকেশ কুমার-শীতল দেবী। তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে তাঁরা ১৫৬-১৫৫ পয়েন্টে ইতালির মাত্তেও বোনাসিনা-ইলিওনোরা সারতির বিরুদ্ধে জয় তুলে নেন।

হায়দরাবাদে আজ শুরু মানোলো জমানা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : জুন মাসের পর মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে অনেকটা সময়। ফের একবার নতুন হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজের কোচিংয়ে অন্য এক অধ্যায় শুরু করতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল দল।

চেনা শহরেই নিজের জীবনের এই পর্ব শুরু করবেন এই স্প্যানিশ কোচ। তিনি প্রায় বছর পাঁচেক আগে আসেন ক্লাব কোচিং করাতে। এই হায়দরাবাদ এফসি-কেই তিনি এরপর লিগ-শিল্ড চ্যাম্পিয়ন করেন। ফের একবার এই নিজামের শহর থেকেই তিনি শুরু করবেন ভারতীয় দলের হয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক কোচিং-যাত্রা। মঙ্গলবার মরিশাসের বিরুদ্ধে তাঁকে এবং গোটা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে লড়তে হবে ইগর স্টিমাক নামের এক ক্রোয়েশিয়ান বিশ্বকাপারের ছায়ার সঙ্গে। কারণ গত মরশুমে এই ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ সহ তিনটি ট্রফি দেওয়া ছাড়াও গত পাঁচ বছরে একঝাঁক তরুণ ফুটবলার তিনি দেশকে উপহার দেন। হয়তো আরও সাফল্য তিনি দিতে পারতেন কিন্তু ফেডারেশন কর্তা বা বলা ভালো সভাপতি কল্যাণ চৌবের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে স্টিমাক এখন ফিফার দ্বারস্থ কোচের পদ খুইয়ে। ফলে সাফল্য না দিতে পারলে এই স্টিমাকের সঙ্গেই তুলনা শুরু হবে মানোলোর।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হায়দরাবাদের জিএমসি বালাযোগী অ্যাথলেটিক স্টেডিয়ামে ম্যাচ। তার আগে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মানোলো জানালেন তাঁর নিজের ভাবনার কথা, 'ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে প্রথম ম্যাচটাই হায়দরাবাদে খেলছি, এটা আমার কাছে একটা বিশেষ ব্যাপার। এই নতুন স্টেডিয়ামের সুযোগসুবিধা ও পরিকাঠামো বেশ ভালো লাগছে।' রবিবার প্রথমবার সব ফুটবলারদের একসঙ্গে অনুশীলন করান তিনি। এই মুহূর্তে নিজামের শহরে প্রচণ্ড বৃষ্টি।

> আমরা প্রথম ম্যাচের আগে মাত্র দুটো ট্রেনিং সেশন পাচ্ছি। তবে ছেলেদের মানসিকতা দেখে আমার ভালো লাগছে। সূচির ব্যাপারটা আমাদের কারও হাতে নেই। কোনও অজুহাত দিতে চাই না। বরং আমাদের সময় নষ্ট না করাই ভালো। মঙ্গলবারের জন্য দল তৈরি।
>
> **মানোলো মার্কুয়েজ**

> **ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে আজ**
>
> **ভারত বনাম মরিশাস**
>
> **সময় :** সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
> **স্থান :** হায়দরাবাদ
> **সম্প্রচার :** স্পোর্টস ১৮-৩ ও জিও সিনেমায়

তারই মধ্যে মাত্র দুই দিনের প্রস্তুতিতে দল নামাতে হবে মানোলোকে। এই বিষয়ে তাঁর মন্তব্য, 'আমরা প্রথম ম্যাচের আগে মাত্র দুটো ট্রেনিং সেশন পাচ্ছি। তবে ছেলেদের মানসিকতা দেখে আমার ভালো লাগছে। সূচির ব্যাপারটা আমাদের কারোরই হাতে নেই। কোনও অজুহাত দিতে চাই না। বরং আমাদের সময় নষ্ট না করাই ভালো। মঙ্গলবারের জন্য দল তৈরি।' সুনীল ছেত্রীর অবসরের পর প্রথম টুর্নামেন্ট। গুরপ্রীত সিং সান্ধুই নেতৃত্ব দেবে।

এবারের এই ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপকে এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ড্রেস রিহার্সাল বলছেন কোচ-ফুটবলাররা। মানোলো বললেন, 'এই সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বরের ম্যাচগুলো খেলার অর্থই হচ্ছে এএফসি এশিয়ান কাপের জন্য তৈরি হওয়া। যা আমাদের মার্চে খেলতে হবে। তার মধ্যে এই প্রথম ফিফা উইন্ডোটা একটু চাপের হয়ে গেল। কারণ আমরা এখন প্রাক-মরশুম প্রস্তুতিতে আছি। বেশিরভাগ ক্লাবই ডুরান্ডে রিজার্ভ দল খেলিয়েছে। তাই সব ফুটবলার কী শারীরিক অবস্থায় আছে সেটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু পরেরগুলোতে আর তেমনটা হবে না। কারণ তখন আইএসএল চলবে।' মরিশাসেরও অবশ্য একই অবস্থা। তারাও এসেছে ফিফা বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রস্তুতির জন্য। তাদের হেড কোচ গুইম মৌলেকের মন্তব্য, 'আমরা প্রাক মরশুমের মধ্যে আছি। দলের খেলার মানে উন্নতি ও স্থিরতা আনাই এখন লক্ষ্য।' গত মে মাসে তিনি দলের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর কোচিংয়ে মাত্র দুটো ম্যাচ এখনও পর্যন্ত খেলেছে মরিশাস। নিজের ফুটবল দর্শন ও খেলার ধরন একই রাখতে চান বলে জানান গুইম। এই ম্যাচের পর তারা আগামী ৬ তারিখ খেলবে সিরিয়ার বিরুদ্ধে। আর ভারত খেলবে ৯ তারিখ। এই তিন ম্যাচে যাদের পয়েন্ট সবথেকে বেশি হবে তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে এই টুর্নামেন্টের।

লখনউ 'ডার্বির' রং সবুজ-মেরুন

মোহনবাগান ১ (সুহেল)
ইস্টবেঙ্গল ১ (আশিক)

(টাইব্রেকারে মোহনবাগান ৩-২ গোলে জয়ী)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : ডুরান্ড কাপ কিংবা প্রদর্শনী ম্যাচ, টাইব্রেকার যেন পিছু ছাড়ছে না মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। লখনউয়ের বুকে প্রথমবার কলকাতার দুই প্রধান মুখোমুখি হয়েছিল। প্রদর্শনী ম্যাচ হলেও আয়োজকরা এর নাম দিয়েছিলেন চিফ মিনিস্টার কাপ। এদিন নির্ধারিত সময়ে ম্যাচের ফলাফল ১-১ থাকার ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুটআউটে অবশ্য শেষ হাসি হাসলেন ডেগি কার্ডোজার ছেলেরা। কলকাতা লিগ ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলের কাছে বিধ্বস্ত হতে হয়েছিল সুহেল আহমদ ভাটদের। এদিন যেন তাঁর মধুর প্রতিশোধ নিল সবুজ-মেরুন শিবির।

প্রদর্শনী ম্যাচ হলেও শুরু থেকে দুই দল আক্রমণাত্মক খেলতে থাকে। ম্যাচের প্রথম মিনিটেই গোলের দেখা পেয়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু অফসাইডের কারণে তা বাতিল হয়। অবশ্য প্রথম গোলের জন্য ১৮ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। সালাউদ্দিন আদনানের ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন কাশ্মীরি স্ট্রাইকার সুহেল। কলকাতা লিগ ডার্বিতেও গোল পেয়েছিলেন তিনি। ৩৪ মিনিটে মোহনবাগান গোলরক্ষক অভিষেকের ভুলে গোল করার সুযোগ পেয়েছিল লাল-হলুদ শিবির। কিন্তু গোল করতে ব্যর্থ হন জোসেফ। অবশেষে ৭৬ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলকে সমতায় ফেরান আশিক। বাঁদিক থেকে আমন সিকের পাস থেকে ফিনিশ করেন তিনি।

পেনাল্টি শুট আউটে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে তন্ময়, বিষ্ণু ও মুশারফ গোল করতে ব্যর্থ হন। শেষপর্যন্ত মোহনবাগান পেনাল্টি শুটআউটে ৩-২ গোলে জয়ী হয়। এদিন কেডি সিংহ স্টেডিয়ামে ভারতের হাইভোল্টেজ ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। এআইএফএফ সভাপতি নিজের রাজনৈতিক দলের নেতাকে খুশি করার জন্য উত্তরপ্রদেশে ডার্বির আয়োজন করেছেন। কিন্তু মাঠের অবস্থা যে একেবারেই খারাপ সেদিকে কোনও নজর দেননি। এই মাঠে দুই দলের ফুটবলাররা যে বড় কোনও চোট পাননি এটাই সবচেয়ে বড় কথা।

লখনউয়ে কলকাতা ডার্বি জয়ের পর উল্লাস মোহনবাগানের। সোমবার।

মাহি-হিটম্যানের তুলনায় ভাজ্জি

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : মহেন্দ্র সিং ধোনি যদি টিম ইন্ডিয়ার সর্বকালের সফল অধিনায়ক হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর খুব কাছেই থাকবেন রোহিত শর্মা। ভারতীয় ক্রিকেটের এহেন দুই অধিনায়কের মধ্যে আজ তুলনা টেনেছেন হরভজন সিং। এক পডকাস্টের অনুষ্ঠানে ভাজ্জি জানিয়েছেন, ধোনি বরাবরই অসম্ভব ঠান্ডা মাথার। কখনও কোনও সতীর্থকে আলাদাভাবে কিছু বলা পছন্দ করতেন না। চাইতেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই ক্রিকেটার শিখুক। তুলনায় হিটম্যান আলাদা। সবসময় সতীর্থদের সঙ্গে খেলার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করেন। সতীর্থদের কাঁধে হাত রেখে পরামর্শও দেন। মাহি-হিটম্যান, দুই অধিনায়কের নেতৃত্বেই খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে ভাজ্জির। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটের টার্বুনেটর আজ বলেছেন, 'রোহিত-ধোনি দুইজনই দারুণ অধিনায়ক। কিন্তু দুইজনই ভাবনাচিন্তার দিক থেকে ভিন্ন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এমন অনেক ঘটনার সাক্ষী আমিও।' এমনই একটি ঘটনা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেছেন হরভজন।

দলীপের শুরুতে নেই সূর্যকুমার

নয়াদিল্লি, ২ সেপ্টেম্বর : আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল আগেই। আজ সেই আশঙ্কাই সত্যি হল। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফির প্রথম পর্ব থেকে ছিটকে গেলেন সূর্যকুমার যাদব। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক মুম্বইয়ের হয়ে আমন্ত্রণমূলক বুচিবাবু প্রতিযোগিতায় খেলার সময় হাতে চোট পেয়েছিলেন। সেই চোটের কারণেই শেষপর্যন্ত সূর্যকে দলীপের প্রথম পর্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হল। জানা গিয়েছে, আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছেন সূর্য। সেখানে তাঁর চোটের চিকিৎসার পাশে রিহ্যাবও শুরু হয়েছে। আচমকা হাতের চোটের কারণে সূর্যর ভারতীয় টেস্ট দলে ফিরতে চাওয়ার স্বপ্নও ধাক্কা খেল। দলীপে সূর্যর পরিবর্ত হিসেবে কে খেলবেন শুরুর দিকে, রাত পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে জানানো হয়নি।

এটাই লিভারপুলে আমার শেষ মরশুম : সালাহ

আমি হ্যারি পটার নই, বলছেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ হ্যাগ

লন্ডন, ২ সেপ্টেম্বর : লিভারপুলের কাছে ৩-০ গোলে শোচনীয় পরাজয়ের পর চাপে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। সমর্থকদের নিশানায় লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ এরিক টেন হ্যাগ। দলের এই পারফরমেন্সে বিরক্ত তারা। অবশ্য রাতারাতি দলের ভোল বদল সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের কোচ। তিনি বলেছেন, 'আমি হ্যারি পটার নই। এটা সবাইকে বুঝতে হবে। এদিন তিনজন খেলোয়াড় প্রথমবার ম্যাঞ্চেস্টারের জার্সিতে মাঠে নেমেছিল।' তাঁর মতে, খেলোয়াড়দের দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় দিতে হবে। তিনি বলেছেন, 'খেলোয়াড়দের সময় দিতে হবে। নতুন যোগ দেওয়া উগার্তে এখনও এক মিনিট মাঠে নামেনি। ওকে ফিটনেসে উন্নতি করতে হবে। তারপর দলের সঙ্গে ম্যানুয়েল উগার্তেকে যুক্ত করা হবে। আমি নিশ্চিত ও ভালো খেলবে। তবে সেটার জন্য কয়েক সপ্তাহ এমনকি একমাসও সময় লাগতে পারে।'

এদিকে এটাই লিভারপুলের জার্সিতে তাঁর শেষ মরশুম হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ। এখনও পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে চুক্তি নিয়ে লিভারপুল কোনও কথা বলেনি। রবিবার ম্যাঞ্চেস্টার-বধের মূল কারিগর তিনি। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে তাঁর ১ গোল ও জোড়া অ্যাসিস্টের সুবাদে শেষ হাসি হেসেছে আর্নে স্লটের ছেলেরা। ম্যাচের পর সালাহ বলেছেন, 'এটাই আমার লিভারপুলের জার্সিতে শেষ মরশুম। এখনও পর্যন্ত ক্লাবের পক্ষ থেকে চুক্তি নিয়ে কেউ কোনও কথা বলেনি। এটা তো আমার বিষয় নয়, ক্লাবের বিষয়।

লিভারপুলের কাছে হারের ধাক্কায় ভেঙে পড়েছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ।

সাকিবদের ইতিহাসের মাঝে আজ 'কাঁটা' বৃষ্টি

পাকিস্তান-২৭৪ ও ১৭২
বাংলাদেশ-২৬২ ও ৪২/০

রাওয়ালপিন্ডি, ২ সেপ্টেম্বর : বাবর আজমদের হলটা কী?

ম্যাচের চতুর্থ দিনে সোমবার ১৭২ রানেই শেষ পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস। প্রথম ইনিংসে ১২ রানের লিড নিয়ে বাংলাদেশের টার্গেট ১৮৫। জবাবে খেলতে নেমে দিনের শেষে টাইগাররা ৪২/০। আগামীকাল ম্যাচের শেষদিনে জিততে হলে আর ১৪৩ রান দরকার। হাতে পুরো দশ উইকেট। বৃষ্টি যদি পথ না আটকায় বা অবিশ্বাস্য কিছু না ঘটে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথমবার সিরিজ জয় কার্যত নিশ্চিত বাংলাদেশের।

> অব্যাহত বাবরদের ব্যর্থতা

বৃষ্টি আর মন্দ আলোর জন্য এদিন চা পানের বিরতির পর প্রায় পুরো সেশন ভেস্তে যায়। নাহলে জাকির হাসান (২৩ বলে অপরাজিত ৩১) যে মেজাজে খেলছিলেন, এদিনই টার্গেটের আরও কাছে পৌঁছে যাওয়ার সুযোগ ছিল বাংলাদেশের। অপর ওপেনার সাদমান ইসলাম ৯ রানে অপরাজিত। ক্রিকেটীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে অ্যাডভান্টেজ টাইগার ব্রিগেড। আগামীকাল ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা ফেরানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ পাকিস্তানের সামনে।

দুই শিবিরের দুই ভাবনার মাঝে কাঁটা হতে পারে বৃষ্টি। আগামীকালও বৃষ্টির পূর্বাভাস। প্রথম দিন একটা বলও খেলা হয়নি বিরূপ প্রকৃতির কারণে। এদিন অন্তিম সেশনে ফের বৃষ্টির থাবা। আগামীকাল? উত্তরের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে সিরিজের শেষ টেস্টের ফলাফল। চলতি সফরে প্রথমবার টেস্ট আঙিনায় পাকিস্তানকে হারানোর স্বাদ পেয়েছিল। এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি।

চলতি সিরিজে বারবার মেহেদি হাসান মিরাজ-সাকিব আল হাসানদের স্পিনে নড়ে গিয়েছে পাক ব্যাটিং। চলতি টেস্টের প্রথম ইনিংসেও মিরাজের স্পিন বুঝতে হিমসিম খেয়েছে। আজ বাবররা ব্যর্থ দুই অনভিজ্ঞ বাংলাদেশি পেসার হাসান মাহমুদ (৪৩/৫), নাহিদ রানাকে (৪৪/৪) সামলাতে। দুইজনের মিলিত অভিজ্ঞতা যেখানে মাত্র ৪ টেস্ট! বাকি উইকেট তাসকিন আহমেদের ঝোলায়। নিট ফল, সম্মান, ম্যাচ বাঁচানোর ম্যাচেও মাত্র পাকিস্তানের লিড মাত্র ১৮৪। বাংলাদেশকে আটকাতে যা যথেষ্ট কি না, আগামীকাল বোঝা যাবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা শ্রীকান্ত বর্মন - কে 02.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81H 39137 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক সচ্ছলতার উন্নতি করেছে। ডিয়ার লটারি স্বল্প টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি সহজ প্রক্রিয়া প্রদান করে। এই সুন্দর সুযোগ প্রদান করার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

সিএবি বর্ষসেরা অনুষ্টুপ, বিশেষ পুরস্কার সামিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ সেপ্টেম্বর : সিএবি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান পাচ্ছেন অনুষ্টুপ মজুমদার। জেন্টলম্যান ক্রিকেটার হচ্ছেন উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার তরফে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হচ্ছে প্রণব রায়কে। পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ার পেসার মহম্মদ সামির জন্যও থাকছে বিশেষ সম্মান।

সবমিলিয়ে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ কলকাতার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বসতে চলেছে চাঁদের হাট। যেখানে সিনিয়ার থেকে জুনিয়ার, সব পর্যায়ের ক্রিকেটে অতীতের রীতি মেনে পুরস্কার দেওয়া হবে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আজ সন্ধ্যায় এই খবর জানিয়েছেন। শেষ ক্রিকেট মরশুমটা একেবারেই ভালো যায়নি বাংলা ক্রিকেট দলের। আগামীর লক্ষ্যে জোরকদমে অনুশীলনও শুরু হয়ে গিয়েছে বাংলা দলের। তার মধ্যেই আজ সন্ধ্যায় সিএবিতে সভাপতি স্নেহাশিস বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করে বলেছেন, 'সবদিক বিবেচনা করেই বাংলার বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সামির জন্য থাকছে বিশেষ পুরস্কার।' গোড়ালির চোট সারিয়ে টিম ইন্ডিয়ার মূল স্রোতে ফেরার স্বপ্নে বিভোর সামির জন্য কেন বিশেষ সম্মান? জানা গিয়েছে, দেশের মাটিতে গত অক্টোবর-নভেম্বরের একদিনের বিশ্বকাপে বল হাতে সামি দেশকে বিশ্বকাপ দিতে না পারলেও মোট ২৪টি উইকেট পেয়েছিলেন। সেই কারণেই তাঁকে বিশেষ সম্মান প্রদান করা হচ্ছে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর।

> জীবনকৃতি প্রণব রায়
>
> সবদিক বিবেচনা করেই বাংলার বর্ষসেরা ক্রিকেটারদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। সামির জন্য থাকছে বিশেষ পুরস্কার।
>
> **স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়**